শ্রীবংসোপাখ্যান।

(পৌরাণিক সারসংগ্রহ)।

শ্রীমতী বনফুলবাসিনী দেবী প্রণীত।

প্রকাশক
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার।
৬৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট্—কলিকাতা।

১৯০১।

মূল্য ১৲ এক টাকা

কলিকাতা

২৫।১ স্কট্স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত।

ভূমিকা।

বহু দিবস পরিশ্রম করিয়া শ্রীবৎসোপাখ্যান প্রণয়ন করিলাম। ইহাতে রাজা শ্রীবৎসের অসাধারণ সাধুতা, ধার্ম্মিকতা ও দুঃখসহিষ্ণুতা; চিন্তাদেবীর পাতিব্রত্য, বণিকের শঠতা ও নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে সাধ্যানুসারে বর্ণনা করিয়াছি। ইহাতে ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন প্রভৃতি বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে। পৌরাণিক প্রবন্ধপাঠে পাঠকপাঠিকাগণের ধর্ম্মভাব কিয়ৎ পরিমাণেও আবির্ভূত হইতে পারে এই সদিচ্ছার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ইহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এক্ষণে ইহা পাঠ করিয়া যদি কাহারও কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা
২০শে সেপ্টেম্বর—১৯০১। } লেখিকা।

শ্রীবৎসোপাখ্যান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে চিত্রধর নামে প্রবল-প্রতাপ এক নরপতি ছিলেন। শ্রীবৎস নামে তাঁহার একটি মাত্র পুত্র ছিল; রাজা বার্দ্ধক্যে পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কালক্রমে তিনি পরলোকগত হইলে, যুবরাজই রাজ্যের সর্ব্বাধীশ্বর হইলেন। সেই সময়ে, তাঁহার তুল্য সচ্চরিত্র, ধর্ম্মপরায়ণ, নীতিবিশারদ ও কার্য্যকুশল নৃপতি কেহই ছিলেন না। মহারাজ অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন ও সাধ্যানুসারে তাহা-দিগের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। রাজ্যের কোন স্থানে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তন্নিবারণে কৃতসংকল্প হইতেন। তিনি শত্রুদমনে কৃতান্তসম গম্ভীর এবং প্রজাপালনে রামচন্দ্র

তুল্য দয়ালু ছিলেন। বস্তুতঃ, তৎকালে তাঁহার সমান সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহীপতি আর দৃষ্টিগোচর হইত না।

মহারাজের অলৌকিকরূপযৌবনসম্পন্না, সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সমন্বিতা ও সর্ব্বগুণের আকরস্বরূপা এক মহিষী ছিলেন। তিনি চিত্রসেন রাজার এক মাত্র দুহিতা; তাঁহার নাম চিন্তাদেবী। অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, অহল্যা, সীতা ও সাবিত্রী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীগণ যেরূপ পতি-পরায়ণা ও সাধ্বী ছিলেন, মহিষী কোন বিষয়ে তাঁহাদিগের অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তিনি স্বামীর সুখে সুখ ও স্বামীর দুঃখে দুঃখ অনুভব করিতেন। স্বামী সন্তোষ লাভ করিলে তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা থাকিত না। পতিকে দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় তৎপর থাকিতেন। পতি-কর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইলে কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতেন না। বস্তুতঃ, তিনি ছায়ার ন্যায় নিয়তই স্বামীর অনুগামিনী ছিলেন।

একদা রাজা প্রাতঃকালের রাজকার্য্য-সমাপনানন্তর সভাভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। মহিষী রাজাকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে ও সহাস্য-বদনে তদীয় হস্তধারণ করতঃ বিমল কোমল আসনোপরি

উপবেশন করাইয়া, তাঁহার শ্রান্তিবিনোদন করিতেছেন, এমন সময়ে, প্রতিহারী আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে, কৃতাঞ্জলিপুটে ও বিনীতবচনে নিবেদন করিল, মহারাজ! সুরপুর হইতে লক্ষ্মীদেবী ও গ্রহরাজ শনৈশ্চর কোন বিশিষ্ট প্রয়োজনানুরোধে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ বাসনায় দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছেন; অনুমতি হইলে তাঁহাদিগকে আনয়ন করি।

রাজা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতা-সহকারে ও আহ্লাদপ্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, ত্বরায় তাঁহাদিগকে বিশ্রামভবনে লইয়া যাও, আমিও তথায় যাইতেছি। অনন্তর, রাজা মহিষীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! ইহাঁদের আসিবার কারণ কি? কেনই বা ইহাঁরা দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে আগমন করিয়াছেন, এবং আমার সহিত ইহাঁদের বিশেষ প্রয়োজনই বা কি? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক আমি দেবদর্শনে চলিলাম। সেই সময়ে রাজার বাম নয়ন ও মহিষীর দক্ষিণ নয়ন যুগপৎ স্পন্দিত হইল। তিনি সত্বরগমনে বিশ্রামভবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা আসনপরিগ্রহ করিলে, রাজা প্রথমতঃই উভয়কে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। পরে লক্ষ্মীদেবীর

দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া নিবেদন করিলেন, মা জগৎ-পালিকে! সন্তানের ভবনে কি জন্য আগমন? তৎপরে শনৈশ্চরের প্রতি দৃষ্টিপাতকরতঃ কহিলেন, হে গ্রহেশ্বর! দীনের প্রতি কি আদেশ জন্য আগমন করিয়াছেন? ত্বরায় বলিয়া আমার উৎকণ্ঠা নিবারণ করুন্।

তখন সূর্য্যতনয় রাজার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ স্মিতমুখে কহিলেন, মহারাজ! আপনার যশঃ-সৌরভে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত। আপনি ইন্দ্রের তুল্য অরিন্দম, বৃহস্পতির সমান জ্ঞানবান্, প্রভাকরের তুল্য সর্ব্বদ্রষ্টা, রাবণ সদৃশ বলবিক্রমশালী ও রামচন্দ্রের তুল্য ন্যায়-পরায়ণ; অতএব যথাযথ বিচার করিয়া আমাদিগের সন্দেহ দূর ও কৌতূহল চরিতার্থ করুন। আমি ও লক্ষ্মীদেবী এই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এবং লোক-সমাজে কাহারই বা আদর অধিক? মহারাজ! অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহার নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগের ভ্রম নিরসন করুন।

মহারাজ শ্রীবৎস শনিপ্রমুখাৎ এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া চমকিত ও ব্যাকুলিত হইয়া কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিলেন, পূজ্যপাদ দেবতা-দ্বয়! আপনারা কৃপাবলোকন করিয়া

অদ্য আমাকে ক্ষমা করুন; কল্য আপনাদিগের শুভাগমন হইলে সভামধ্যে ইহার যথাযথ বিচারে প্রবৃত্ত হইব। রাজার বাক্যে হরিপ্রিয়া ও শনৈশ্চর "তথাস্তু" বলিয়া সুরপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর নরপতি বিষণ্ণ-বদনে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলে, রাজ্ঞী নৃপালকে বিমর্ষ-ভাবাপন্ন দেখিয়া, অবশ্য কোন বিপদ্ সংঘটিত হইয়াছে ইহাই স্থির করিয়া, মধুর বচনে কহিলেন, প্রাণেশ্বর! আমাদের কি বিপদ্ সংঘটিত হইয়াছে? আপনাকে উন্মনা দেখিতেছি কেন? প্রভাতকালীন চন্দ্রের ন্যায় আপনার মুখচন্দ্র ম্লান দেখিয়া উদ্বেলিত সাগরের ন্যায় আমার চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইয়াছে। নাথ! আপনার এ বিষণ্ণতার কারণ বলিয়া আমার চিন্তা অপনোদন করুন।

নৃপতি, রাজ্ঞীর কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ কহিলেন, প্রেয়সি! তোমরা স্ত্রীজাতি; আমার উপস্থিত বিপদের কথা শুনিলে নিতান্তই ব্যাকুল হইবে; যদ্যপি একান্তই বাসনা হইয়া থাকে, বলিতেছি শুন।

বৈবস্বত ও জলধিতনয়া—ইঁহাদের মধ্যে কে প্রধান; লোক-সমাজেই বা উভয়ের মধ্যে কে অধিক আদরণীয়,

এই বিষয় আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবেক। রাজ্ঞী শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যাকুলা ও ব্যথিতা হইয়া কহিলেন, জীবনসর্ব্বস্ব! নিতান্তই দৈব আমাদিগের প্রতিকূল; নচেৎ দেবতারা মনুষ্যলোকে আগমন করিয়া এরূপ বিসদৃশ আদেশ করিবেন কেন? কোন্ কালে কোন্ রাজা দেবতা কর্ত্তৃক এরূপ বিপদাপন্ন হইয়াছেন! যাহা হউক, যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহাই ঘটিবেক; তদ্‌বিষয় চিন্তা করা অনর্থক। এক্ষণে নাথ! স্নান, পূজা ও আহারাদি সমাপনানন্তর বিশ্রাম করুন। দেবতাকর্ত্তৃক কৃত অমঙ্গল পরিণামে সুখপ্রদ, সন্দেহ নাই।

রাজা মহিষীর ন্যায়গর্ভ প্রবোধ-বাক্যে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া, আহারাদি সমাপনানন্তর কিয়ৎকাল বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিলেন; পরে রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনার্থ সভায় উপনীত হইয়া মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গের সমীপে লক্ষ্মীদেবী ও শনৈশ্চর সম্বন্ধীয় আমূল বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া কি করা কর্ত্তব্য, তাহার উপায়-উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অমাত্যবর্গ রাজপ্রমুখাৎ এবংবিধ বাক্য-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কেহ বলিলেন, মহারাজ! আপনার গুণ ও যশঃ সমগ্র জগতে

বিকীর্ণ হইয়াছে। কেহ বলিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনার ন্যায় ন্যায়দর্শী সুবিচারক ধরণীমণ্ডলে দ্বিতীয় নাই, তজ্জন্য সুবিচার-প্রত্যাশায় মহারাজ-সমীপে তাঁহাদিগের আগমন করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অতঃপর ধরণীপতি অবনতমস্তকে মৌনাবলম্বন করতঃ কিয়ৎক্ষণ প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। রাজার সহসা এবম্প্রকার ভাবান্তর ও চিন্তাপ্রবণতা দেখিয়া সভাস্থ জনগণ নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীর-প্রশান্ত-গম্ভীর-মূর্ত্তি নৃপশ্রেষ্ঠ শ্রীবৎস মস্তক উত্তোলন করিয়া মন্ত্রিবর্গের প্রতি প্রশান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে সচিবমুখ্যগণ! আমি ইহার একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি; অবহিত চিত্তে হৃদয়ঙ্গম করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করুন। সুনিপুণ, কার্য্য-তৎপর শিল্পকর দ্বারা অদ্যই দুইখানি সিংহাসন প্রস্তুত করাইতে হইবেক; তন্মধ্যে একখানি সুবর্ণ-নির্ম্মিত এবং উহা বিবিধপ্রকার মহার্ঘ-প্রস্তর-খচিত ও চারুকারু-কার্য্য-সংবলিত হইবে। অপরখানি রজতময়। উক্ত আসন দুই খানির মধ্যে স্বর্ণনির্ম্মিত খানি আমার দক্ষিণে ও রজত-নির্ম্মিতখানি আমার বামভাগে সংরক্ষিত থাকিবে। কল্য প্রভাতে কমলাসনা লক্ষ্মী ও গ্রহেশ্বর শনৈশ্চর

সভায় সমুপস্থিত হইলে, সমুচিত-সম্বর্দ্ধনা-সহকারে যথাযোগ্য-আসন-গ্রহণার্থ অনুরোধ করিব; তাহা হইলে আর আমাকে অন্য প্রকারে তাঁহাদিগের মুখ্যত্ব গৌণত্ব বিচার করিতে হইবে না। বিচারের প্রার্থী হইলে বলিব, আপনারা স্ব স্ব আসনানুসারে আপনাআপনিই সে বিষয় স্থির করিয়া লউন; এবং আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। এইরূপ কৌশল না করিলে দৈববিড়ম্বনায় পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মন্ত্রিবর্গ ও অন্যান্য সভ্যগণ সকলেই রাজার এই কৌশলপূর্ণ বাক্যে হর্ষপ্রকাশপূর্ব্বক অনুমোদন করিলেন। অনন্তর, সভাভঙ্গ-সূচক মঙ্গল-ধ্বনি হইলে মহারাজ অন্যান্য রাজকার্য্য সমাধা করতঃ সভাভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সভাস্থ জনগণও মহারাজের যশোঘোষণা করিতে করিতে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিল।

পরদিন তমোহর রবি জগতের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া পূর্ব্বদিক অরুণ আভায় রঞ্জিত করিলে, পক্ষি-গণের কাকলী শব্দে দিঙ্মণ্ডল শব্দিত হইতে লাগিল। মৃদুল মলয় পবন নানাপ্রকার সুগন্ধ বহন করিয়া জীব-গণকে জাগরিত করিতে লাগিল; বন্দিগণ রাজার মঙ্গল-গানে প্রবৃত্ত হইল। রাজাধিরাজ নিশা অপগত জানিয়া

সুখশয্যা পরিহার করতঃ প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর সভা-মণ্ডপে সর্ব্বোচ্চাসনে উপবিষ্ট এবং মন্ত্রী ও অমাত্য-বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে সিন্ধুসুতা লক্ষ্মী, কুটিল-স্বভাব শনৈশ্চর-সমভিব্যাহারে শ্রীবৎস-রাজ-সভা মধ্যে সমুপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, সসম্ভ্রমে গললগ্নীকৃত-বাসে সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত-পুরঃসর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং আসনপরিগ্রহের জন্য বিবিধ-রত্ন-খচিত, বহুমূল্য সিংহাসনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ সবিনয়ে অনুরোধ করিলেন। কমলা রাজার শিষ্টাচারে প্রীতি-লাভ করিয়া, রাজাসনের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট হইলেন, এবং গ্রহেশ্বরও বামভাগস্থিত রজত-সিংহাসনে হৃষ্টান্তঃকরণে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সূর্য্যতনয়, রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ভূপতে! আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ের সদুত্তর-প্রদানে আমাদিগকে সুখী করিয়া আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করুন। তখন রাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া উভয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, ভবাদৃশ-গণের কার্য্য মাদৃশ অধম ব্যক্তিদিগের দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া

কোন রূপেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু দেখি-তেছি, দৈবগত্যা তাহা প্রকারান্তরে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্ব স্ব আসনেই আমার বোধ হয় আপনাদের নিজ নিজ মর্য্যাদা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

তখন প্রগল্ভ-স্বভাব রবিসুত রোষ-কষায়িত-লোচনে রাজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ কহিলেন, রে নৃপাধম! সুবিচার-প্রার্থনায় তোর নিকট আগমন করিয়া বিচার-প্রার্থী হইয়াছিলাম; তুই তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিলি। দেখি, লক্ষ্মী হইতে তোর কি উপকার সাধিত হয় এবং আমিও ইহার সমুচিত প্রতিফল দিতে পারি কি না! এই বলিয়া দীপ্যমান পাবকের ন্যায় ক্রোধান্বিত হইয়া রোষকষায়িত লোচনে তীর-বেগে সভা-স্থল হইতে বিনির্গত হইলেন।

শনৈশ্চর প্রস্থান করিলেন। জলধিনন্দিনী লক্ষ্মী সহাস্যবদনে রাজার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ কহিলেন, হে প্রাজ্ঞবর নৃপাল! আমি চিরদিনের জন্য তোমার নিকট অচলা হইয়া থাকিব, এবং কি বিপদে কি সম্পদে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া তোমায় রক্ষা করিব। এই বলিয়া আশীর্ব্বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা শনৈশ্চরের রোষবাক্যে অত্যন্ত ভীত হইয়া বিষণ্ণ-

বদনে সভাভঙ্গ করিয়া চিন্তাকুলিত চিত্তে চিন্তাদেবী সন্নিধানে গমন করিলেন।

এদিকে মহিষী, লক্ষ্মী ও শনৈশ্চর সম্বন্ধে রাজার মুখ হইতে কিরূপ বাক্য বিনির্গত হয় এবং ইঁহাদের মধ্যে কোনজন প্রতিকূল হইয়া আমাদিগকে বিপদ্-জালে নিক্ষেপ করেন, এই বিষয় চিন্তা করতঃ যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন ও ভয়ে বায়ুবিকম্পিত পত্রের ন্যায় কম্পমানা হইয়া রাজার আগমন-প্রতীক্ষায় পথের দিকে মুহুর্মুহুঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রাজা বিষণ্ণ-বদনে চিন্তাকুল-হৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহিষীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ কহিলেন, প্রিয়ে! আজ হইতে আমাদিগের অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন হইল! রাজ্য সুখে সুখী হওয়া আর আমাদিগের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিতেছে না। শনৈশ্চরকর্ত্তৃক যেরূপে অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, আমাদিগের সুখ আর অল্পকাল মাত্র স্থায়ী। এই বলিয়া যেরূপে শনিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছেন, তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

মহিষী নৃপতি-প্রমুখাৎ এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বাতাহত কদলীর ন্যায় ধরাশায়িনী হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, কিঞ্চিৎ সুস্থা হইয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে

লাগিলেন। হা গ্রহপতে! হা শনৈশ্চর! আমরা তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি, যে আমাদিগকে এরূপ বিপদ্‌সাগরে নিক্ষেপ করিলে! আমাদিগকে দুঃখার্ণবে পাতিত করিবার জন্যই কি এইরূপ চাতুরী-জাল বিস্তার করিয়াছিলে। স্বপ্নেও যদি এরূপ জানিতাম, তাহা হইলে কখনই রাজাকে এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দিতাম না। শুনিয়াছি, দেবতারা কখনও বিনা অপরাধে কাহাকেও শাস্তি প্রদান করেন না; কিন্তু, অদৃষ্টগুণে আমাদিগের তাহাই ঘটিল। গুরুজনদিগের নিকট শুনিয়াছি, স্ত্রী লক্ষণযুক্তা হইলে, স্বামী চিরদিন সুখী হয়েন; এবং ধর্ম্মশীলা হইলে, পতির কোন বিপদ্ সমুপস্থিত হয় না। বোধ হয়, আমাতে তাহার কোনটিও সংঘটিত হয় নাই, নচেৎ কিজন্য স্বামী এরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন! হে সর্ব্বান্তর্যামিন্ পরমেশ! যদি জ্ঞানপূর্ব্বক কখনও কোনও অধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে, আমি যেন নারী জাতির ধর্ম্মের ও সুখের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ পতিধনে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত থাকি, ও পরকালে ঘোর নরকগত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করি। কিন্তু জানি না, কাহার পাপে জীবন-সর্ব্বস্ব ধর্ম্মাশ্রয়ী সাধুচেতা রাগদ্বেষ-শূন্য প্রজাপালক মহীপতি শ্রীবৎসকে এরূপ অভিশাপগ্রস্ত

হইতে হইল। রাজ্ঞী এইরূপ নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। রাজা, মহিষীর দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া, তদীয় গলদেশে হস্তার্পণ-পূর্ব্বক সজল-নয়নে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে। ইহার জন্য আর বৃথা অনুতাপ করিবার প্রয়োজন নাই; আমাদিগের অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা খণ্ডিত হইবার নহে! জগৎপিতা পরমেশ্বর যাহাকে যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাকে নিশ্চয়ই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবেক; গ্রহপতি শনৈশ্চর উপলক্ষ মাত্র। আইস, সেই জ্যোতির্ম্ময় পরম পদার্থের উপাসনা করতঃ দিনযামিনী অতিবাহিত করি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শনির কোপে ক্রমশঃ রাজ্য শ্রীহীন হইতে লাগিল। অকালমৃত্যু ও তন্নিমিত্ত আর্ত্তনাদে নগর পরিপূরিত হইল; সহসা গৃহে গৃহে অগ্নিদাহ হওয়াতে জনগণ আশ্রয়হীন হইতে লাগিল; বহুদিন অনাবৃষ্টি হওয়াতে সঞ্চিত আহার্য্য দ্রব্য সমূহ নিঃশেষিত হইয়া গেল; অন্নাভাবে প্রজাগণ কালকবলে পতিত হইতে লাগিল; অবশিষ্ট জনগণ যাহার যথা ইচ্ছা তথায় সভয়ে পলায়ন করিল। রাজা, রাজ্যের ঈদৃশী দশা দর্শন করিয়া শোকে বিহ্বল হইয়া, নিরন্তর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সৌরি কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া তাঁহার বুদ্ধি-লোপ হইয়াছিল, তজ্জন্য ইহার কোন প্রকার প্রতিবিধানে তৎপর হইতে পারিলেন না। প্রজাদিগের ক্রন্দনে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে, স্বরাজ্যে বাস করা তাঁহার একবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, যত দিন শনৈশ্চরের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিব,

তত দিন নির্জ্জন বনে বাস করিয়া বন্য ফলমূলাদি ভক্ষণ ও বনবাসীদিগের সহিত একত্র বাস করিয়া দিন যাপন করিব। কখনও কাহাকেও আত্মপরিচয় প্রদান করিব না। পরে, দৈবানুগ্রহে গ্রহ অনুকূল হইলে, স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া, প্রজাদিগকে নির্ব্বিঘ্ন করিয়া সুখী হইব।

অনন্তর রাজা সকরুণ বচনে চিন্তাদেবীকে কহিলেন, প্রিয়ে! যেরূপ বিপদ্‌-সাগরে পতিত হইয়াছি, ইহা হইতে সত্বর উত্তীর্ণ হইবার কোন উপায় দেখিতেছি না। কোথায় যাই, কোথায় থাকি, কিছুরই স্থিরতা নাই; যেখানে দুটি চক্ষু যাইবে সেই খানেই যাইব। অদৃষ্টে যে কত দুঃখ আছে, তাহা ত বলিতে পারি না। বিশেষতঃ, এক্ষণে অন্নাভাবে প্রাণধারণ করা কঠিন হইয়াছে। তুমি রাজনন্দিনী ও রাজমহিষী, চিরকাল সুখসম্ভোগে কাল-যাপন করিয়াছ; জন্মাবচ্ছেদে কখন দুঃখের মুখ দেখিতে পাও নাই; পদব্রজে কখনও অন্তঃপুরের বহির্ভাগে গমন কর নাই। বিশেষতঃ তোমার এই কোমল শরীর, কোন ক্রমেই ক্লেশ-ভোগের যোগ্য নহে। তুমি কিরূপে আমার সহিত বনে বনে পর্য্যটন করিবে? আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি যে, যত দিন শনি

আমার দেহ ত্যাগ না করিবে, তত দিন বন্য ফলমূলাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া বনে বাস করিব। অতএব প্রিয়ে! তোমাকে হিত বাক্য যাহা বলি, তাহাতে মনোনিবেশ কর।

আমি অদ্য নিশীথসময়ে পুরত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ গমন করিব, ইহাই স্থির করিয়াছি; তোমাকেও আমার সহিত সামান্য বেশ ধারণ করতঃ পদব্রজে গমন করিতে হইবে। পরে রজনী প্রভাত হইলে, আমি তোমাকে এরূপ সুচিহ্ন-যুক্ত পথ দেখাইয়া দিব যে, তুমি সেই চিহ্নগুলি যথা-ক্রমে স্মরণ করিয়া গমন করিলে, অবাধে পিতৃভবনে উপ-স্থিত হইতে পারিবে; এবং তথায় যাইয়া পিতা ও মাতার নিকট আমার গ্রহ-বৈগুণ্যের কথা জ্ঞাপন করিবে; কিন্তু তাঁহারা যেন আমার কোন অনুসন্ধান না করেন। অনুসন্ধান করিলেও শনির অধিকৃত সময়ের মধ্যে আমার অনুসন্ধান হইবে না। এই সময় তুমি তথায় সর্ব্বদা ইষ্টদেবের পূজা ও মাতাপিতার চরণসেবা করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কালাতিপাত করিও; আমার জন্য ব্যথিতা বা দুশ্চিন্তাপরায়ণা হইও না। পরে গ্রহ অনুকূল হইলে, স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করতঃ তোমার চন্দ্রবদন দর্শন করিয়া সুখী হইব।

চিন্তাদেবী শুনিয়া সজল নয়নে করুণ বচনে কহিতে লাগিলেন, নাথ! তোমার কথা শুনিয়া আমার চিত্ত উদ্বেলিত ও শরীর কম্পিত হইতেছে। শনি কর্ত্তৃক তোমার রাজ্য সম্পত্তি সকলই হৃত হওয়ায় এক্ষণে বনবাস আশ্রয় স্থির করিয়াছ; অতএব আমি কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া এমন বিপদসময়ে তোমাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া অনিত্য সুখের প্রত্যাশায় ও ক্ষণধ্বংসী দেহের পরিচর্য্যা হেতু পিতৃভবনে যাইব। যখন সেই ঘোর অরণ্যমধ্যে ক্ষুৎপিপাসায় তোমার মুখারবিন্দ ম্লান হইবে, আমি তখন শুশ্রূষা দ্বারা তোমার শ্রান্তি দূর করিব; কেন না, দুঃখার্ত্ত ব্যক্তির ভার্য্যার সমান দুঃখনিবারণের ঔষধ আর নাই। অতএব তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা যে, এ দাসী যেন শ্রীচরণে বঞ্চিত না হয়। এই কথা বলিতে বলিতে নয়নযুগল হইতে অবিরল জলধারা বহিতে লাগিল।

রাজা চিন্তাদেবীকে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন,—প্রিয়ে! তুমি অকারণ এত বিলাপ করিতেছ কেন? আমার তোমাকে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা নাই; বরং আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি, তথাপি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। চিন্তা-

দেবী কহিলেন নাথ! আমাকে তোমার পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ নাই, তাহা আমি চিরদিনই জানি। কিন্তু এক্ষণে তোমার বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, এই হেতু মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। ইতিপূর্ব্বে তুমি যে আমাকে পিতৃভবনে যাইবার আদেশ করিয়াছিলে তাহাতেই আমার হৃদয় কাঁপিতেছে। আর যদি আমাকে আত্মীয় জনের নিকট পাঠাইবার অভিপ্রায়ে বলিয়া থাক, তবে এস, উভয়েই গমন করি; তথায় উপস্থিত হইলে আমার পিতা তোমাকে পরম সমাদরে রাখিবেন। তাহা হইলে আমরা উভয়ে তথায় সুখে কাল যাপন করিতে পারিব।

চিন্তাদেবীর কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমার পিতার যাদৃশ রাজ্য আমারও তাহা অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। যদি আমি সমৃদ্ধ সম্পন্ন থাকিয়া তথায় গমন করিতাম, তাহা হইলে তাঁহারা পরম আহ্লাদিত হইতেন, আর তোমারও অন্তঃকরণ অতিশয় প্রফুল্ল হইত। কিন্তু আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া দীন হীন বেশে তথায় গমন করিলে, আমাকে দেখিয়া তাঁহারা যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইবেন, আর তুমিও নিতান্ত দুঃখিত হইবে, এবং আমিও অত্যন্ত লজ্জিত হইব। অতএব এ অবস্থায় আমার তথায় যাওয়া কোন

মতেই সৎযুক্তি সঙ্গত নহে। এবম্বিধ প্রবোধবাক্যে রাজা প্রিয়তমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু চিন্তাদেবী কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। কেবল অশ্রুপূরিত লোচনে শ্রীবৎসের মলিন মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন এবং সকরুণ বচনে কহিতে লাগিলেন, হে নাথ! আমাকে পরিত্যাগ করিও না। যদি দাসীর কথা না রাখ, তাহা হইলে, নিশ্চয় জানিও এ অভাগিনীর আর দেখা পাইবে না, এবং আমাকে পতিবিচ্ছেদে অপঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া নিরয়গামী হইতে হইবে। রাজা রাণীর নির্ব্বন্ধাতিশয়তা দর্শনে অগত্যা সমভি-ব্যাহারে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। এবং অল্প ভার অথচ মূল্যবান্ এমন দ্রব্য সকল যথাসম্ভব সংগ্রহ করিবার জন্য রাণীকে কহিলেন। কারণ তাহাই পথের সম্বল মাত্র হইবে। রাণী রাজাজ্ঞানুসারে কয়েকখানি বস্ত্র একত্র করিয়া সূত্রদ্বারা সেলাই করিলেন এবং উহার মধ্যে মণিমুক্তা প্রবালাদি বহুমূল্য রত্নরাজি এরূপে সংরক্ষিত করিলেন যে দেখিলেই উহা যে রত্নপূরিত তাহা কিছুতেই অনুমান না হয়। রাণী সেই-খানি অতীব যত্ন সহকারে আপনার কাছে রাখিলেন।

এই অবসরে রাজা নগর পরিদর্শনে বহির্গত হইয়া

পদব্রজে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ও প্রজাদিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া নিজ ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, এবং তাবৎ বৃত্তান্ত রাণীকে বলিলেন ও অদ্যই নগর পরিত্যাগ করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন।

অনন্তর নিশীথ সময়ে রাজা ও রাণী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ সেই রত্নপূরিত কন্থা মাত্র সম্বল লইয়া রাজপুরীর বহির্ভাগে উপস্থিত হইলেন; পরে ক্রমশঃ নগর অতিক্রম করিয়া কোন্ দিকে যাইবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একে রাত্রি গভীর, তাহাতে ঘোর অন্ধকার, দূরের কোন বস্তুই লক্ষিত হয় না। কি করিবেন, দিগ্বিদিক্ কিছুই নির্ণীত না হওয়ায়, এক দিক্ অবলম্বন করিয়া অবিরাম গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। যাইতে যাইতে অনবরত পদ স্খলিত হইতে লাগিল; তথাপি গমনে বিরত হইলেন না। এইরূপে কিছু দূর গমন করিতে করিতে সম্মুখে বৃহৎ মহীরুহশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তাহাতেই অনুমান করিলেন যে, আমরা জনপদ অতিক্রম করিয়া অরণ্যের নিকটস্থ হইয়াছি। রাজা নিঃশঙ্কচিত্তে চিন্তাদেবীর হস্ত ধারণ করতঃ বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। একে অন্ধকার, তাহে কণ্টকাকীর্ণ

বৃক্ষলতা পরিবৃত নিবিড় কানন; প্রতি পদবিক্ষেপে পদে কণ্টক বিদ্ধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা জগৎপাতা পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করতঃ বনমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন এবং যামিনী প্রভাত প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। ক্রমে পূর্ব্বদিক পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। তখন বনস্থ শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষের মধ্যদিয়া গমনোপ-যোগী সুন্দর পথ দেখিতে পাইয়া তাহার একটী অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া আর একটি বিপদে পতিত হইলেন। কিন্তু, তাঁহারা যেরূপ বিপদাপন্ন হইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা বর্ত্তমান বিপদ তুচ্ছজ্ঞানে রাজা তাহাতে নিতান্ত অধীর হইলেন না; বরং উপস্থিত বিপদ হইতে নিঃশঙ্কিত থাকিবার জন্য রাণীকে নানা প্রকার প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

দেখিলেন, কলস্বনা স্রোতস্বতী স্বীয় তরঙ্গমালা দ্বারা দুকূলকে প্রপীড়িত করিয়া খরবেগে প্রবাহিত হই-তেছে। নদীবক্ষ কুজ্ঝটিকায় পরিপূর্ণ থাকাতে কতদূর বিস্তৃত তাহা অনুমিত হইতেছে না। পথ আবদ্ধকারিণী তরঙ্গিণীকে দেখিয়া তাঁহারা কূলে উপবিষ্ট হইয়া উত্তীর্ণ হইবার জন্য কোন যান আছে কি না দেখিতে লাগিলেন।

কিন্তু তথায় পারোপযোগী কোন যান নাই দেখিয়া এবং পরপারে কোন যান থাকিবার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া "নাবিক" "নাবিক" করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন বৃদ্ধ নাবিক একখানি জীর্ণ তরণীতে আরোহণ করিয়া কূলে আসিয়া উপনীত হইল।

রাজা নাবিককে দেখিয়া যেমন আনন্দিত হইলেন, তাহার তরীখানি দেখিয়া আবার সেইরূপ বিষাদিত. হইলেন। নাবিক কহিল মহাশয়! আমি এই ঘাটের খেয়ারী, আমার এই জীর্ণ তরণী দৃষ্টে ভীত হইবেন না। আমি ইহাতে অবাধে আপনাকে পার করিতে সক্ষম হইব। এই বলিয়া তরী হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইল এবং চিন্তাদেবীকে দর্শন করিয়া কহিল, মহাশয়! আপনার সমভিব্যাহারিণী এই রমণী কে? রাত্রিযোগে বনমধ্য দিয়া আসিয়াছেন বোধ হইতেছে। তাহাতে আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, পার করিয়া দিয়া কোন বিপদে পড়িব না কি? রাজা তৎশ্রবণে দুঃখিত হইয়া করুণ বচনে কহিলেন, নাবিক! তজ্জন্য ভয় ও সন্দেহ করিও না, আমার অবস্থার বিষয় বলিতেছি শুন। এই বলিয়া সংক্ষেপে আপনাদিগের বিবরণ বিবৃত করিলেন।

নাবিক শুনিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া বাহ্যিক দুঃখ প্রকাশ করতঃ কহিল, মহারাজ! অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, তাহা খণ্ডনের উপায় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আসুন আপনাদিগকে পর পরে লইয়া যাই। এই বলিয়া আবার কহিল, আমার এই জীর্ণ তরী দেখিতেছেন, ইহাতে একেবারে দুই জন পার হইতে পারে না, সামান্য তরী জলমগ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। দেখিতেছি, আপনারা দুইজন ও একখানি ভারবিশিষ্ট কন্থা। অতএব অগ্রে কন্থাখানি পরপারে রাখিয়া আসি, পরে রাণী, তৎপরে আপনি পার হইবেন। রাজা তাহাতেই সম্মত হইয়া আর বিলম্ব করা উচিত নহে বলিয়া, সযত্নে কাঁথাখানি নৌকায় তুলিয়া দিয়া সাবধানে পার করিতে বলিলেন। নাবিক সফলকাম হইয়া সত্বর নৌকায় আরোহণ করিল এবং তীরবেগে বাহিয়া চলিল। রাজা ও রাণী কূলে উপবিষ্ট হইয়া একদৃষ্টে নৌকা পানে চাহিয়া রহিলেন। অল্প-ক্ষণের মধ্যে নৌকা নদীমধ্যস্থিত কুজ্ঝটিকায় প্রবেশ করিল; এবং দেখিতে দেখিতে মায়া-নদী শুকাইয়া যাইয়া নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইল। রাজা ও রাণী শিরে করাঘাত করতঃ কহিতে লাগিলেন, হায়! সকলি শনিচাতুরী বুঝিতে পারিলাম। এই বলিয়া নানা প্রকার

দুঃখ করিতেছেন; এমনসময়ে শনি অন্তরীক্ষ হইতে বলিতে লাগিল, রে নৃপাধম! লক্ষ্মী শ্রেষ্ঠা ও আমি নিকৃষ্ট বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলে, ইহার প্রতিফল তোমাকে উত্তমরূপে দিব। এক্ষণে কেবল পাথেয় মাত্র অপহরণ করিয়াছি, পরে তোমার জীবনস্বরূপা চিন্তাদেবীর জন্য অশেষ দুঃখ ও বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া শনি অন্তর্হিত হইল।

রাজা ও রাণী কিছুক্ষণ বিলাপ করিয়া পুনরায় গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময় লক্ষ্মীদেবী তাঁহা-দের সম্মুখীন হইয়া আশীষবচন প্রয়োগপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি নিরুদ্বেগে কাননের সর্ব্বত্র গমনাগমন করুন। আমি সর্ব্বদা আপনার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী থাকিব। কখনও আপনাদিগকে ক্ষুৎপিপাসায় ক্লিষ্ট হইতে হইবে না। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিলে ও শনৈশ্চরের ভোগাবসান হইলে পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বহু-কাল নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিবেন, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া লক্ষ্মীদেবী প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে কিছুক্ষণ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। চিন্তাদেবী একে কোমলাঙ্গী তাহাতে বনপর্য্যটন-শ্রমে

নিতান্ত কাতরা হইয়া পড়িলেন। যিনি কখন অন্তঃপুরের বহির্ভাগে গমন করেন নাই, সূর্য্যরশ্মি কখন যাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই, সময়ের গুণে আজ কি না তিনি রাজ্যভ্রষ্টা হইয়া স্বামীর সহিত বনবাসের দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতেছেন! কোন স্থানে কণ্টকাকীর্ণ বল্লরী, বৃক্ষ হইতে স্খলিতা হইয়া পথ অবরুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। তাহার উপর দিয়া গমন করাতে রাণীর চরণযুগল একেবারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর হিংস্র পশুদিগের চীৎকার ও তাহাদের ভয়ঙ্কর আকার দর্শনে ভয়ে একান্ত জড়ীভূতা ও ক্ষুৎপিপাসায় যৎপরোনাস্তি কাতরা হইয়া চলিতে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। রাজা তদ্দৃষ্টে রাণীকে বাহুলতাবদ্ধ করিয়া এক বৃহৎ শাল্মলীবৃক্ষ-মূলে উপবিষ্ট হইয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর পিপাসা শান্তির নিমিত্ত জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং অনতিদূরে কুমুদ-কহ্লারপারশোভিত এক দীর্ঘ পুষ্করিণী দৃষ্টিগোচর হইল।

রাজা তৎক্ষণাৎ চিন্তাদেবী সহ সরোবর কূলে উপনীত হইয়া তাহার সুস্নিগ্ধ জলে স্নান ও ফলজল ভক্ষণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিলেন এবং কূলস্থিত বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় পর্ণশয্যায় শয়ন করিয়া

বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করতঃ পুনর্গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং কোথায় রাত্রি যাপন করিবেন ও কিছু দিন অবস্থান করিবেন এইরূপ স্থান অন্বেষণে লালায়িত হইলেন। এমন সময়, একটি দৈব-বাণী রাজার কর্ণগোচর হইল। "মহারাজ! আপনার কোন ভয় নাই, আমি সর্ব্বদা আপনকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকিব। আপনারা যথেচ্ছা বিচরণ করুন; যথায় ইচ্ছা তথায় রাত্রি যাপন করুন; হিংস্র শ্বাপদে অণুমাত্র ভীত হইবেন না। চিন্তাদেবীকে কহিলেন, হে মাতঃ! তোমার ন্যায় পতি-অনুগতা সাধ্বী-স্ত্রী ধরাধামে দ্বিতীয়া নাই। তুমি রমণীগণের অগ্রগণ্যা, স্বামি-সোহাগিনী হইয়া থাক, অচিরাৎ দীর্ঘকালস্থায়ী সুখ ভোগ করিবে এবং মহাযশস্বিনী হইয়া অবনীকে আলোকিতা করিবে।" এই বলিয়া দৈববাণী নিস্তব্ধ হইল।

নৃপতি এই অভাবনীয় দৈববাণী শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিন্তাদেবীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ কহিলেন, প্রিয়ে! যদিও শনৈশ্চর আমাদিগের প্রতিকূল, কিন্তু দেবতাগণ আমাদিগের অনুকূল। গ্রহপীড়া অবশ্য ভোগ করিতে হইবে, তন্নিবারণ কাহারও সাধ্য

নাই। যাহা হউক এক্ষণে বনপর্য্যটনে আমাদিগের কোন আশঙ্কার বিষয় নাই, নিঃসন্দেহে পরিভ্রমণ ও যথা ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারিব। এস, অদ্য এই খানেই অবস্থান করি। বনপর্য্যটনে তুমি অত্যন্ত কাতরা হইয়াছ, অদ্য আর ভ্রমণে ইচ্ছা নাই। এই বলিয়া উভয়ে নবজাতপত্র সংগ্রহ দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিলেন এবং কণ্টকহীন বল্লরী দ্বারা কুটীর প্রস্তুত করিয়া রাজা ও রাণী তাহাতে সুখে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল তথায় সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তত্রস্থ পশুপক্ষ্যাদি অনেকেই তাঁহাদের অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল। তাঁহারা সর্ব্বদা তাহাদিগের আহার যোগাইতেন, মৃগশাবকদিগের গাত্রে হস্ত বুলাইতেন ও সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন; তজ্জন্য তাহারা সর্ব্বদাই কুটীরের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। তাঁহারা উহাদের সহবাসে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বনবাস তাঁহাদিগের পক্ষে সুখদায়ক হইয়া উঠিল।

একদা মহারাজ শ্রীবৎস প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া পক্ষিগণের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন, চিন্তাদেবী কুটীর পরিষ্করণ কার্য্যে নিযুক্ত

আছেন এমন সময় মনুষ্যকণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দ শ্রবণ-গোচর হইল। যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ আবার কি, এতদিন এখানে বাস করিতেছি, কিন্তু এক দিবসের জন্যও মনুষ্যসমাগম দেখি নাই। অদ্য মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে। শনৈশ্চর কি আমাদিগের এ সুখ হইতেও বঞ্চিত করিবার জন্য ছলনা করিতে আসি-তেছেন! যাহা হউক শীঘ্রই জানিতে পারা যাইবেক। বিপ-দাপন্নের বিপদে ভয় কি? এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময়ে কয়েকটী মনুষ্য বৃক্ষান্তরাল অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তখন রাজা ও রাণী কিঞ্চিৎ নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন; দেখিলেন, কয়েক জন মৎস্যজীবী জাল হস্তে আগমন করিতেছে। নিকটস্থ হইলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই সকল! তোমরা এদিকে কোথায় মৎস্য ধরিতে গিয়াছিলে? যদ্যপি মৎস্য ধরা হইয়া থাকে, তাহা হইলে দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে একটী মৎস্য প্রদান কর। মৎস্য ভক্ষণে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে।

মৎস্যজীবীরা রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, ভাই! আজ তিন দিবস আমরা দিবারাত্র জলাশয়ে জাল নিক্ষেপ

করিতেছি, কিন্তু একটিও মৎস্য কাহারও জালে পতিত হয় নাই। আমাদিগের স্ত্রীপুত্রগণ অনশনে রহিয়াছে। দৈব নিতান্তই আমাদিগের প্রতিকূল। নচেৎ এরূপ বিড়ম্বিত হইব কেন?

তখন রাজা তাহাদিগকে কহিলেন, দৈবকে দোষ দিতে নাই। তোমাদিগের চেষ্টার ক্রুটী হইয়াছে। আমি বলিতেছি, তোমরা আমার কুটীরের সন্নিকটস্থ জলাশয়ে জাল নিক্ষেপ কর, অবশ্যই তোমরা আশানুরূপ মৎস্য প্রাপ্ত হইবে। তাহারা রাজার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া সেই জলাশয়ে জাল নিক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর মৎস্য প্রাপ্ত হইয়া পরম আহ্লাদিত হইল। তাহারা প্রত্যাগমনকালে রাজাকে একটি বৃহৎ শকুল মৎস্য দিয়া প্রস্থান করিল। রাজা মৎস্যটি প্রাপ্ত হইয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন, এবং তাহা রাণীর হস্তে দিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! এই মৎস্যটি দগ্ধ কর, মীন ভক্ষণে সাতিশয় ইচ্ছা হইয়াছে।

রাণী মৎস্যটি লইয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতে উত্তমরূপে দগ্ধ করিলেন। দগ্ধ মৎস্য দেখিতে এক প্রকার কদাকার। রাণী দগ্ধ মৎস্যটি হস্তে লইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—যাঁহার আহার প্রস্তুত জন্য শত শত সূপকার

সর্ব্বদা নিয়োজিত থাকিত, নানাবিধ উপাদেয় ভক্ষ্যে যাঁহার আহারের তৃপ্তি সাধন হইত না. আজ কেমন করিয়া তাঁহার হস্তে কৃষ্ণবর্ণ দগ্ধ মৎস্য প্রদান করিব! এইরূপ বিলাপ করতঃ মৎস্যটি পরিষ্করণ জন্য বাপী-কূলে উপস্থিত হইলেন এবং যেমন মৎস্যটিকে সলিল-সিক্ত করিয়া ঘর্ষণ করিতেছেন, অমনি দগ্ধ মৎস্য জীবি-তের ন্যায় জলে পলায়ন করিল। রাণী এই অভূত-পূর্ব্ব ব্যাপার দর্শন করিয়া একেবারে হতজ্ঞান হইলেন। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এরূপ হওয়া কখনও সম্ভবে না। মহারাজ শুনিয়া কি বলিবেন, এই চিন্তায় অধিকতর অস্থির হইয়া উঠিলেন; এবং মস্তকে করাঘাত করতঃ গলদশ্রুলোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন যে, আমি কেমন করিয়া রাজার নিকট এই অযথা বাক্য বলিব। তিনি শুনিয়া কি বলিবেন, নিশ্চয়ই মনে করিবেন যে, লোভ প্রযুক্ত ভক্ষণ করিয়া এইরূপ বাক্‌চাতুর্য্য প্রয়োগ করিতেছে; তাহা হইলে আমার আর এ জীবনে সাধ কি? তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই বাপীজীবনে জীবন বিসর্জ্জন করিব। শনিপীড়ায় মহারাজের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে—এরূপ

বলিবার আশ্চর্য্য নাই। যাহা হউক এ বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া চিন্তাকুলিত-চিত্তে রাজসমীপে উপনীত হইয়া দগ্ধ মৎস্য পলায়ন-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা তৎশ্রবণে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন না। শনি কর্ত্তৃক এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মনে করিলেন রাণী এই অলৌকিক ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ভীতা ও লজ্জিতা হইয়াছেন তাহার আর সন্দেহ নাই। তখন রাজা চিন্তাদেবীর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ কহিলেন, প্রিয়ে! ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাহার অপরিসীম রাজ্য অল্প সময় মধ্যে শ্রীহীন হইতে পারে, যে অতুল ঐশ্বর্য্যের ও অসংখ্য ধনের অধীশ্বর হইয়া ভিখারীর বেশে ভার্য্যা-সহ কাননবাসী হইতে পারে, তাহার পক্ষে দগ্ধ মৎস্য জীবিত হইয়া পলায়ন করা আশ্চর্য্যের ব্যাপার হইতে পারে না। তজ্জন্য চিন্তা করিয়া মনকে ব্যাকুলিত করা বিধেয় নহে। নিশ্চয় জানিও এই সকলই শনির কৌশল মাত্র। এই বলিয়া রাণীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

সেখানেও শনি কর্ত্তৃক প্রতারিত হইতেছেন তজ্জন্য আর তথায় অবস্থান করা অবিধেয় এই বিবেচনা করিয়া চিন্তাদেবীকে কহিলেন, প্রিয়ে! চল, আর

এখানে থাকা যুক্তিযুক্ত নহে। দেখি, গ্রহেশ্বর কত কষ্ট দেন। এই বলিয়া রাণীসহ তথা হইতে অন্যত্র গমন করিলেন এবং যথায় সন্ধ্যা হয় তথায় এক প্রকারে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত করিলেন। একদা তাঁহারা কাননের এমন স্থানে উপস্থিত হইলেন যে তথায় আহারোপযোগী ফল মূল বা পানীয় জল একেবারে পাওয়া যায় না। রাজা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া বিশেষতঃ চিন্তাদেবীর জন্য প্রযত্নসহকারে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; ফলমূল বা পানীয় জল না পাইয়া হতাশ্বাস হইলেন। তদ্দৃষ্টে চিন্তাদেবী অদৃষ্টকে দোষ দিয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। হায়! আমি রাজদুহিতা ও ধর্ম্মরত লোকহিতৈষী সাধুচেতা মহারাজ শ্রীবৎসের ধর্ম্মপত্নী হইয়া শেষে অকারণ দৈবদুর্বিবপাকে এইরূপ অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম। যাঁহার মুখকমল মলিন ও রাজীবলোচন কিঞ্চিৎ প্রফুল্লতাশূন্য দেখিলে দশদিক্ অন্ধকার দেখিতাম, আজ তাঁহাকে সামান্য বনচরের ন্যায় হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ ভয়ানক বনে দীনবেশে পরিভ্রমণ করিতে দেখিতে হইল।

যাঁহার আহারের জন্য শত শত সুদক্ষ সূপকার সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত, আজ তাঁহাকে জঠরযন্ত্রণায় কটুকষায় ফলমূল দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে দেখিতে হইল। রাজ্ঞী এইরূপ নানা প্রকার বিলাপ করিয়া অত্যন্ত অবসন্না ও কাতরা হইয়া পড়িলেন। রাজা, রাণীর এইরূপ অবস্থান্তর পরিদর্শনে সাতিশয় ব্যাকুলিত হইয়া, সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! বৃথা অনুতাপ করিয়া শরীরের দুর্ব্বলতাসাধন করিতেছ কেন? সকলই দৈবায়ত্ত। অদৃষ্টে যাহা লিখিত আছে অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। মনুষ্য মাত্রেই কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করিয়া থাকে। তজ্জন্য অনর্থক পরিতাপের প্রয়োজন নাই। এই বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সেই সর্ব্বান্তর্যামী পরমপদার্থের চিন্তা কর, তাহা হইলে অচিরাৎ আমাদের দুঃখ দূর হইয়া সুখোদয় হইবে, সন্দেহ নাই। যাঁহা হইতে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে এবং যাঁহার কৃপায় পৃথিবীস্থ জীবগণ নানাপ্রকার সুখভোগ করিতেছে, সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত পরমেশ-পদে ভক্তি সহকারে মনপ্রাণ অর্পণ কর, অবশ্যই সুখশান্তিলাভ হইবে। রাজা, এইরূপ নানা প্রকার নীতিগর্ভ বাক্য দ্বারা রাণীকে প্রবোধিত করিতেছেন, এমন সময়, অরণ্য

প্রদেশ সহসা এক অকৃত্রিম জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত হইয়া রাজা ও রাণীর শরীর ও মনকে অভূতপূর্ব্ব শান্তিরসে অভিষিক্ত করিয়া ফেলিল। তাঁহারা স্বচক্ষে এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

পরে বনস্থলকে শব্দিত করিয়া কোথা হইতে কে যেন অতি গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! তোমার কোন চিন্তা নাই; আশঙ্কা ও চিন্তা তোমাকে অধিকৃত করিয়া অত্যন্ত যাতনা দিতেছে। তুমি তাহা পরিত্যাগের চেষ্টা কর। সুখদুঃখ চক্রের ন্যায় নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। কখন কে সুখী হয়, কে বলিতে পারে? মানবেরা আপন আপন কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু যে অবিচলিতভাবে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সে সতত সুখভোগ করে। কানন, সলিল, মরুভূমি ও ঐশ্বর্য্য সকলই তাহার পক্ষে সমান, কিছুতেই তাহার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না; সুতরাং তাহার দুঃখ-অনুভূতির কারণ দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক তুমি যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছ তাহাই যেন অবলম্বিত থাকে। কিছু দিন এইরূপে দুঃখ ভোগের পর পুনরায় সুখী হইবে। এক্ষণে বনভূমিতে থাকা নিতান্ত

ক্লেশকর। আহারোপযোগী ফলমূল এ স্থানে, কি এখান হইতে অতি দূরবর্ত্তী হইলেও পাইবে না; এ কানন কেবল বিষাক্ত ফলে পরিপূর্ণ। উহা কেবল গ্রহেশ্বর শনৈশ্চরের কৌশল মাত্র। যাহা হউক এক্ষণে তোমরা এ কানন পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর। অদূরেই নগর প্রাপ্ত হইবে এবং তথায় উপস্থিত হইয়া অবস্থানুযায়ী প্রতিবেশীর সহিত অবস্থিতি করিবে। এই বলিয়া আকাশবাণী নিস্তব্ধ হইল।

রাজা ও রাণী এতক্ষণ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অনন্য-মনে দৈবাদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন। এক্ষণে শব্দ নিঃশব্দিত হইলে যারপরনাই বিস্ময়াকুল হইয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় হইয়া রহিলেন। পরে, কিছুক্ষণ মৌন ভাবে থাকিয়া চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইলে, নৃপতি চিন্তাদেবীকে কহিলেন, প্রিয়ে! ইহার কারণ কি? কোথা হইতে এই দেবমুখ-নিঃসৃতের ন্যায় উপদেশগর্ভ বাক্য আমাদের শ্রবণগোচর হইল? বোধ হয় জগচ্চিন্তা-মণি আমাদিগের প্রতি সানুকূল হইয়া এই উপদেশ প্রদান করিলেন। নচেৎ এই ভয়ঙ্কর অরণ্যানী মধ্যে আমাদের কে এমন প্রিয়সুহৃৎ আছে যে বিপদসময়ে এইরূপ ন্যায়-বাক্য দ্বারা মনের শান্তি বিধান করিবে। যাহা হউক

এই উপদেশানুযায়ী কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক্ষণে আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে; চল, আমরা নগরান্বেষণে গমন করি। যদিও কোন্ পথে গমন করিলে জনপদে উপস্থিত হইতে পারিব তাহা আমারা অবগত নহি তথাপি কে যেন অলক্ষিতভাবে বলিয়া দিতেছে যে, এই দিকে যাইলেই নগর পাইবে। অতএব আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষার প্রয়োজন নাই। ক্ষুৎপিপাসা অধিকতর প্রবল হইলে গমনে নিতান্ত অক্ষম হইব। রাণী রাজবাক্যানুসারে "আর্য্য! তবে চল" এই বলিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন।

তাঁহারা কিছুক্ষণ গমন করিয়া বনভূমি অতিক্রম করিলেন এবং এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে মনুষ্য-কোলাহল অস্ফুট-ভাবে তাঁহাদের কর্ণগোচর হইতে লাগিল; তাহাতে নিকটেই নগর আছে স্থির করতঃ ও সেই অস্ফুট শব্দের গতি লক্ষ্য করিয়া গমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা বহুজনাকীর্ণ এক নগরী মধ্যে উপস্থিত হইলেন। বহুদিবসের পর নগর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা যারপরনাই আনন্দিত হইলেন; এবং অবস্থানযোগ্য স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে নগরের

উত্তরদিকে যাইতে লাগিলেন; দেখিলেন,—তৎপ্রদেশ সুরম্য হর্ম্ম্যমালায় পরিশোভিত; রাজবর্ত্মের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ বিপণিমালা শোভা পাইতেছে। ধনাঢ্য বণিক্‌গণ নানাবিধ পণ্য দ্রব্য শকটপূরিত করিয়া যথেচ্ছ স্থানে গমন করিতেছে। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ যথাযোগ্য যানে আরূঢ় হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মস্থানে গমন করিতেছেন। সেই স্থানের সৌন্দর্য্য অতীব রমণীয় ও বিস্ময়কর। রাজা তদ্দর্শনে তথায় তাঁহার বাসযোগ্য স্থানের সম্পূর্ণ অভাব এবং তদবস্থায় সেই স্থানে অবস্থিতি করা সঙ্গত নয় বিবেচনায় ক্রমশঃ নগরের দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, এক্ষণে তাঁহার সামান্যরূপে সাধুলোকের সহবাসে অবস্থান করা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত। এবম্প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা ক্রমশঃ নগরের বহির্ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং তথাকার অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কতকগুলি কুটীর দেখিতে পাইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক স্থানে বহুসংখ্যক কাষ্ঠজীবী অবস্থিতি করিতেছে, এবং অনেকে একত্রে একটি প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইয়া আমোদজনক গল্প

করিতেছে। রাজা সস্ত্রাক তাহাদিগের নিকট উপনীত হইয়া আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন।

তাহারা রাজার ও রাণীর সুঠাম সৌম্য মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিল, এবং সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, ভাই হে! তুমি রমণীসহ কোথা হইতে আসিতেছ? তখন রাজা বিনয়নম্রবচনে কহিতে লাগিলেন, ভাই সকল! আমি নিরাশ্রয় ও বিপন্ন ব্যক্তি; সস্ত্রীক নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু, কোনও খানে বাসোপযোগী স্থান না পাইয়া তোমাদিগের নিকট আশ্রয় লাভ বাসনায় আসিয়াছি। যদ্যপি তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান কর, তাহা হইলে, তোমাদের নিকট অবস্থান করিয়া সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করি। তোমাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, তোমরা ধর্ম্মের ও সাধু চরিত্রের আশ্রয়-স্বরূপ। রাজার এবম্বিধ দুঃখসূচক বাক্য শ্রবণানন্তর তাহাদের মধ্য হইতে একজন প্রৌঢ় গাত্রোত্থান-করতঃ সস্নেহে রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া গলদেশে হস্তার্পণ পূর্ব্বক আপনাদিগের মধ্যে উপবেশন করাইল। তাহাতে সকলেই আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক রাজাকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিতে লাগিল। পরে চিন্তাদেবীর

প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, মা লক্ষ্মি! তুমি আমাদিগের স্ত্রীগণের সন্নিকটে গমন কর। তোমাদিগের আগমনে আমাদিগের এই কুটীর পবিত্র হইল। চিন্তাদেবী লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া মন্থর গমনে কাঠুরিয়া-পত্নীদিগের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তাহারা তাঁহাকে পাইয়া বিপুল হর্ষ প্রকাশ পুরঃসর ইষ্টদেবীর ন্যায় যত্ন করিতে লাগিল।

পরে কাঠুরিয়াগণ মহারাজ শ্রীবৎসের অবস্থান জন্য একটি পরিষ্কৃত কুটীর নির্দ্দেশ করিয়া দিল এবং আহারীয় দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া দিয়া চিন্তাদেবীকে রন্ধন জন্য অনুরোধ করিল। রাণী, রাজাকে অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসাতুর দেখিয়া ক্ষণবিলম্ব না করিয়া রন্ধন করিলেন; এবং রাজাকে আহার করাইয়া পরে স্বাম্যু-চ্ছিষ্ট পাত্রের অবশিষ্টান্ন পরমানন্দে ভোজন করিলেন। অনেক দিবসের পর আজ কাঠুরিয়াদিগের ভবনে তাঁহাদিগের অন্নাহার হইল।

আহারান্তে তাহারা পুনরায় রাজাকে লইয়া মধুরা-লাপে রত হইল। রাজা তাহাদিগের সাধুচরিত্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। তাহারা রাজার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল ভাই! আমরা

প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিকটস্থ বনে কাষ্ঠাহরণে গমন করি, এবং তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থে আহারোপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। প্রতিদিন যাহা উপার্জ্জন করি, তাহাতে আমাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের বিশেষ কষ্ট হয় না। সঞ্চয় কাহাকে বলে, তাহা আমরা জানি না এবং সঞ্চয়োপযোগী অর্থ উপার্জ্জনেও অক্ষম।

রাজা শুনিয়া প্রীতিবিস্ফারিত লোচনে প্রফুল্লমুখে কহিতে লাগিলেন, ভাই সকল! আমিও কল্য হইতে তোমাদিগের সঙ্গী হইব; এবং ঐরূপ ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিব। কাঠুরিয়াগণ তাহাতে সম্মতি প্রদান করতঃ কহিল,ভাই! পথভ্রমণে তোমাদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, এবং আমরাও অদ্য অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি, এক্ষণে চল, বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি অপনোদন করি। রাজা পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন; তিনি কাঠুরিয়াদিগের নির্দ্দিষ্ট কুটীরে গমন করিলেন এবং চিন্তাদেবী সহ একশয্যায় শায়িত হইয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। আহা! আজ তাঁহারা অনেক দিবসের পর কাঠুরিয়া-ভবনে সামান্য তৃণশয্যা সুখকর শয্যা বোধে পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অনন্তর রাজা চিন্তাদেবীকে

কহিলেন, প্রিয়তমে! যতদিন আমাদিগের গ্রহবৈগুণ্য থাকিবে, ততদিন এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া কাষ্ঠজীবী-দিগের সহিত মধুরালাপে সময় অতিবাহিত করিব। চিন্তাদেবীও তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন।

পরদিন প্রত্যূষে কাঠুরিয়াগণ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কাষ্ঠাহরণোপযোগী কুঠার ও রজ্জু লইয়া রাজাকে ডাকিতে লাগিল। রাজা গত দিবসের পথশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন, এবং কাঠুরিয়াগণের সদয়তা ও অমায়িকতা ব্যবহারে তাঁহার অনেক পরিমাণে চিন্তার লাঘব হওয়ায় পরম সুখে বিচেতনের ন্যায় প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন; এক্ষণে কাঠুরিয়াদিগের আহ্বানে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। এবং প্রাতঃ-কৃত্যাদি সমাপনান্তে কাষ্ঠাহরণ জন্য গমনে প্রস্তুত হই-লেন। কাঠুরিয়াগণ রাজাকে একখানি কুঠার ও একগাছি রজ্জু প্রদান করিল। রাজা সানন্দে গ্রহণ করিয়া চিন্তা-দেবীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, জীবিতেশ্বরি! এক্ষণে আমি কাঠুরিয়া ভ্রাতাগণের সহিত কাষ্ঠাহরণে চলিলাম,তুমি গৃহে থাকিয়া গৃহকার্য্যাদি কর এবং কাঠু-রিয়ারমণীদিগের সহিত যথাযোগ্য আলাপে সুখী হও। আমি পুনরাগমন করতঃ তোমার চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিয়া

শ্রমজনিত কষ্টের অপনোদন করিব। রাণী, রাজার কাঠুরিয়া-বেশ সন্দর্শন করিয়া সজল নয়নে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, স্বামিন্! জগৎপাতা পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, এবং তুমি নির্ব্বিঘ্নে ভবনে প্রত্যাগত হও, এই বলিয়া মস্তক অবনত করিলেন। রাজা আর কালবিলম্ব না করিয়া কাঠুরিয়াগণের সহিত কাননাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাণীও আপন মনোভাব গোপন করিয়া অশ্রুমার্জ্জনকরতঃ কাঠুরিয়া-পত্নীদিগের সহিত চিরপরিচিতার ন্যায় আলাপে ও গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন।

কাঠুরিয়াগণ রাজাকে সমভিব্যাহারে লইয়া অদূরস্থিত কাননমধ্যে প্রবেশ করতঃ শাল, সরল, গাম্ভীর প্রভৃতি বৃক্ষের কাষ্ঠাদি কর্ত্তন করিতে লাগিল। রাজা শ্রীবৎস মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এরূপ কাষ্ঠ কর্ত্তনে সক্ষম নহি, যদিও দুরবস্থা প্রযুক্ত সাধ্যাতীত পরিশ্রমে কর্ত্তন করি, কিন্তু বহনে নিতান্ত অপারগ; অতএব এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য;—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কাননভূমি তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া কাঠুরিয়াগণ হাস্য করতঃ কহিল, ভাই হে! তুমি কি কাষ্ঠ দেখিতে পাইতেছ না? কেন বৃথা

সময়ক্ষেপ করিতেছ? আমরা অল্প সময় মধ্যে আমাদিগের বহনোপযোগী কাষ্ঠভার প্রস্তুত করিব। তুমি আর নিশ্চিন্ত থাকিও না, কাষ্ঠকর্ত্তনে রত হও। তখন রাজা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিতে করিতে একটি চন্দন বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। চন্দন বৃক্ষ দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া সেই ক্ষুদ্র বৃক্ষটির কিয়দংশ ছেদন করতঃ আপন বহনোপযোগী একটি আটি প্রস্তুত করিয়া কহিলেন, ভাই সকল! তোমাদিগের কি কাষ্ঠ আহৃত হইয়াছে? তাহা হইলে চল, বিক্রয়ের জন্য বাজারাভিমুখে গমন করি। তাহারা কহিল, আমাদিগের সকলেরই ভার প্রস্তুত হইয়াছে। তুমি ভার প্রস্তুত কর নাই? কোথায় কাষ্ঠ কর্ত্তন করিয়াছ? বল, আমরা ভার প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। তখন রাজা তাহাদিগকে আপন প্রস্তুত আটিটি দেখাইল। তাহারা আটিটি দেখিয়া উচ্চ হাস্য করতঃ কহিল, ইহাতে কি হইবে? বিক্রয় করিয়া যাহা পাইবে তাহাতে কিরূপে তোমাদের জীবিকানির্ব্বাহ হইবে? রাজা শুনিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! ইহাতেই আমার যথেষ্ট হইবে। এক্ষণে চল, বিক্রয়স্থানে গমন করি। তাহারা রাজার কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া স্ব স্ব ভার স্কন্ধে করতঃ বাজারাভিমুখে গমন করিতে

লাগিল। রাজাও ক্ষুদ্র আটিটি হস্তে লইয়া তাহাদের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলেন।

কিছুক্ষণ গমনানন্তর বাজারে উপস্থিত হইয়া কাঠুরিয়াগণ যথাস্থানে নিজ নিজ ভার নামাইল, এবং তত্রস্থ বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া ঘর্ম্মসিক্ত দেহমার্জ্জন করতঃ শ্রান্তি দূর করিতে লাগিল। রাজা, কিছুক্ষণ তথায় উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিলেন; পরে কাষ্ঠের আটিটি হস্তে করিয়া বাজারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; এবং এক বৃহৎ দোকানে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য অধিকারীকে কহিলেন, মহাশয়! আপনি উত্তম চন্দনকাষ্ঠ লইবেন? বিপণিস্থ সওদাগর তাঁহার হস্তস্থিত চন্দনকাষ্ঠ সন্দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়া আগ্রহ সহকারে চন্দনকাষ্ঠের আটিটি লইয়া তৌল করিলেন, এবং উহার যথার্থ মূল্য প্রদান করিয়া কহিলেন, বাপু! তুমি এইরূপ কাষ্ঠ আর দিতে পারিবে? রাজা কহিলেন, আমি প্রতিদিন, অদ্য যাহা আনিয়াছি ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বা এই পরিমাণ কাষ্ঠ আনিয়া দিব। ইহাতে সওদাগর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। রাজা কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া উত্তম উত্তম আহারীয় দ্রব্য ক্রয় করিলেন এবং নিজের ও চিন্তাদেবীর জন্য

তৎসময়োচিত পরিধেয় বস্ত্র ক্রয় করিয়া কাঠুরিয়াগণের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। কাষ্ঠজীবিগণ তাঁহাকে নানাবিধ উত্তম উত্তম আহারীয় দ্রব্য ও বস্ত্রাদি আনিতে দেখিয়া বিস্ময় সহকারে কহিল, ভাই! তোমার কয়েকখানি কাষ্ঠের মূল্য কি এত, যে তুমি তাহাতে এত উত্তম উত্তম দ্রব্য ক্রয় করিয়াছ? যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়াছ তাহা আমরা কেবল চক্ষে দেখিয়াছি মাত্র, উহার নাম বা স্বাদ কিরূপ তাহা জীবনে জানি না। তখন রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, অদ্য তোমাদিগকে ইহার রসাস্বাদন করাইব। এক্ষণে যদি তোমাদিগের আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রীত হইয়া থাকে, তবে চল, বেলা অধিক হইয়াছে, আর বিলম্বে কাজ নাই। এই বলিয়া সত্বর গমনে রত হইলেন এবং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আমি বাজারে যাইয়া চাটুবৃত্তি বা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এই সমস্ত উপাদেয় দ্রব্যাদি ক্রয় করি নাই। আমি যে কাষ্ঠের আটিটি লইয়া গিয়াছিলাম তাহার মূল্যেই এই সমস্ত দ্রব্য ক্রীত হইয়াছে এবং ঐ কাষ্ঠের মূল্য অধিক। ইহা বলিয়া তাহাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়া নানা প্রকার গল্প করিতে করিতে অল্প সময়ের মধ্যেই ভবনে উপনীত হইলেন।

চিন্তাদেবী রাজাকে সমাগত দেখিয়া গৃহকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যস্ততাসহকারে নিকটে আসিয়া রাজা কর্ত্তৃক আনীত দ্রব্যাদি যথাস্থানে স্থাপন করতঃ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। কাঠুরিয়াগণ আপন আপন শুশ্রূষা আপনারাই করিতে লাগিল। তাহারা চিন্তাদেবীর ব্যবহার দেখিয়া চমৎকৃত হইল এবং তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজা সুস্থ হইয়া চিন্তাদেবীর প্রতি মৃদুমধুর স্বরে কহিলেন, প্রিয়ে! আমি যে সমস্ত দ্রব্যাদি আনিয়াছি উহার মধ্যে রন্ধনোপযোগী দ্রব্য সকল রন্ধন কর। তুমি যেরূপ রন্ধনে পটু, বোধ হয় অল্প সময়ের মধ্যেই সমুদয় পাক করা হইবে। আমি কাঠুরিয়া বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তুমি তাহাদের রমণীবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। অদ্য তাহাদিগকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া তৃপ্তিলাভ করিব ইহা স্থির করিয়াছি। চিন্তাদেবী শুনিয়া অতীব আহ্লাদিতা হইয়া নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত কাঠুরিয়াদিগের প্রত্যেকের গৃহে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগের রমণীবর্গকে বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন এবং ক্ষণবিলম্ব না করিয়া রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমুদয় রন্ধন হইল। রাজা, এত সত্বর সমুদয় রন্ধনকার্য্য

শেষ হইয়াছে দেখিয়া, রাণীর অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে শ্লাঘা করিলেন যে, আমার সহধর্ম্মিণীর ন্যায় সহধর্ম্মিণী আর কাহারও আছে কি না সন্দেহ। ক্রমে ক্রমে কাঠুরিয়াগণ সমবেত হইতে লাগিল। চিন্তাদেবী রাজাকে স্বতন্ত্র স্থানে আহার করাইয়া কাঠুরিয়াদিগকে শ্রেণীবদ্ধরূপে উপবিষ্ট করাইলেন এবং স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন। তাহারা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ ভক্ষ্য ও মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইল এবং রাজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিল, ভাই হে! তুমি দেব স্বরূপ, ও তোমার পত্নী লক্ষীস্বরূপিণী, নচেৎ এরূপ রন্ধন মানবী কর্ত্তৃক হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। এইরূপে অশেস প্রশংসা করিয়া কাষ্ঠজীবিগণ স্ব স্ব ভবনে গমন করিল। পরে কাঠুরিয়া পত্নিগণ একত্রিত হইয়া ভোজন করিল এবং তাহারাও শত শত ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিল। নিমন্ত্রিতগণের আহারসমাপনান্তে চিন্তা-দেবী আহার করিয়া পুনঃ স্বামি-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে দিনযামিনী তথায় অতিবাহিত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এইরূপ করিয়া কাঠুরিয়াগণ ও তাহাদের পত্নীসকলও নিমন্ত্রিত হইয়া থাকিত।

এক দিবস রাজা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে কাষ্ঠাহরণ জন্য কাঠুরিয়াদিগের সহিত গমনোদ্যত হইতেছেন এমন সময় তাঁহার বাম চক্ষু স্পন্দিত হইল ও যৎপরোনাস্তি মনশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তখন রাজা সহসা এইরূপ হইবার কারণ কিছুই নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া, চিন্তাদেবীকে সমুদয় কহিলেন; এবং কিছু-ক্ষণের জন্য গমনে বিরত হইয়া উপবিষ্ট হইলেন ও সাদর সম্ভাষণে রাণীকে কহিলেন, প্রিয়ে! জীবিকা নির্ব্বাহ হেতু এক্ষণে আমি কাষ্ঠাহরণে বহির্গত হইতেছি; তুমি অতি সাবধানে থাকিবে, কখনও কাহার আদেশে কুত্রাপি গমন করিও না। আমার মন অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছে। বোধ হয় আবার সত্বর শনৈশ্চরের বিড়ম্বনায় পতিত হইব। অতএব সাবধান, যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন বিপদে পতিত হইও না। এই বলিয়া রাজা প্রস্থান করিলেন। রাণীও রাজার বাক্যে অত্যন্ত বিমনা হইয়া সর্ব্বদা তাহারই আন্দোলন করিতে করিতে গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন।

সেই দিবস একটি বণিক পণ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ এক খানি তরণীতে আরূঢ় হইয়া কাঠুরিয়াদিগের আবাস-স্থান হইতে কিঞ্চিদ্দূরস্থিত একটি স্রোতস্বতীর বক্ষ দিয়া

গমন করিতেছিল। হঠাৎ তরণীর নাবিক উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া তরণীস্থ সকলেই কহিতে লাগিল কি হইয়াছে, ত্বরায় বল। নাবিক কৃতাঞ্জলিপুটে বণিক্‌কে কহিল, মহাশয়! তরী চড়ায় লাগিয়াছে, যাইবার আর কোন উপায় দেখিতেছি না। তরীর তলভাগ বালুকা রাশিতে এরূপ জমিয়া গিয়াছে যে সহজ-উপায় দ্বারা উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। বণিক শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া নাবিককে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, তুমি জন-শূন্য স্থানে নৌকা আনিয়া আমায় এই বিপদ্‌গ্রস্ত করিলে, ইহা কেবল তোমার অসাবধানতা প্রযুক্তই হইয়াছে। নাবিক কহিল মহাশয়! আমার কোন অপরাধ নাই। এবং এই নদী যে চড়াতে পরিপূর্ণ তাহা আমার পূর্ব্বে জানা ছিল না। আমি এ পথে আর কখনও আসি নাই। আমি মহাশয়ের পণ্যদ্রব্য অনেক দিবস হইতে বহন করিতেছি, কিন্তু কখনও এরূপ বিপদে পতিত হই নাই। তখন বণিক্ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উদ্ধারের কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া অবশেষে নদীতে অবতরণ করিলেন। ইহা

দেখিয়া সকলেই নামিয়া নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

তখন বণিক্ হতাশ্বাস হইয়া, নৌকার উপর আরোহণ করিয়া, করতলে কপোলবিন্যাস পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বণিক্ ভৃত্যবর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, তোমরা আমার চিরহিতৈষী, এক্ষণে আমার বুদ্ধি লোপ হইয়াছে। হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য হইয়া পড়িয়াছি। আমার মত বিপদে পতিত, বোধ হয় কেহই কখনও হয় নাই। বহুদিবসের উপার্জ্জিত ধন একেবারে বিসর্জ্জন দিলাম। যদি তোমরা উদ্ধারের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পার, কর। বণিক্ এই বলিয়া নিরস্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থায় রহিলেন। এমন সময় তথায় একজন মার্ত্তণ্ডতেজঃবিশিষ্ট বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধান নীলবস্ত্র, গলদেশে ও হস্তে রুদ্রাক্ষমালা, কক্ষে একখানি তালপত্র লিখিত পুথী, তাহা বস্ত্রাবৃত ও মস্তকে পুষ্পাবদ্ধ শিখা।

ব্রাহ্মণ দ্রুত গমনে তরণীর নিকটস্থ হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক কহিলেন, এই তরণীর বণিকের মঙ্গল হউক। তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বণিক্

তৎক্ষণাৎ নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং তীরে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহাভাগ! কিঙ্কর এই নৌকার বণিক্; মহাশয়ের দর্শন লাভ করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিলাম, কিন্তু, সম্প্রতি আমি বড়ই বিপদে পতিত হইয়াছি, হঠাৎ তরণী বালুকা দ্বারা এরূপ আবদ্ধ হইয়াছে যে, কিছুতেই উদ্ধারের উপায় দেখিতেছি না। দৈবানুকূল ব্যতীত এক্ষণে আর উপায় নাই! অতএব দাসের প্রতি কৃপা করিয়া কিঞ্চিৎ চরণ-রেণু অর্পণ করিয়া, কৃতার্থ করুন এবং তরণীর উপর আরূঢ় হইয়া, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম-সুখ লাভ করুন।

তখন ব্রাহ্মণ-বেশধারী শনৈশ্চর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, দৈবাদেশে আমি তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, তুমি বিপদাপন্ন হইয়াছ, ইহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া তাহার উপায়ের জন্য এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি পরম ধার্ম্মিক, তজ্জন্য দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া, উপায় বিধান পূর্ব্বক উহা তোমার জ্ঞাতার্থে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

তখন বণিক্ আনন্দ বিস্ফারিত লোচনে ও গদগদ বচনে কহিলেন, মহাভাগ! অদ্য আমি সকল বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ-লাভ করিলাম। দেব! আপনি

যে এই অধমের উপর এত প্রসন্ন হইয়াছেন ইহা স্বপ্নের অগোচর। এক্ষণে কৃপা করিয়া তরীর উপরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন। পরে দৈবাদেশ জ্ঞাপন করিবেন। আপনার আগমনে আমি পবিত্র হইয়াছি এবং দর্শন মাত্রেই জানিতে পারিয়াছি যে আমি নিশ্চয়ই বিপদ্‌মুক্ত হইব।

তখন ব্রাহ্মণবেশী শনৈশ্চর, বণিক্‌বাক্যানুসারে তরীর উপর, মৃগচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া, সহাস্য বদনে কুক্ষিদেশ হইতে পুথী বাহির করিলেন। এবং দুই চারি পত্র উল্টাইয়া দুই একটি শ্লোক পাঠ করণানন্তর কহিলেন, বণিক্‌প্রবর! আর তোমার কোন চিন্তা নাই। এখনই তোমার নৌকা চালিত হইবে। ইহার অদূরে কাঠুরিয়াদিগের আলয় আছে। তুমি তথায় লোক প্রেরণ কর; এ সময় কাঠুরিয়াগণ কাষ্ঠাহরণে গমন করিয়াছে। তাহাদের রমণীগণকে সাদর-সম্ভাষণে নিমন্ত্রণ করিয়া এখানে আনয়ন কর। উহাদের মধ্যে চিন্তা নাম্নী একজন সাধ্বী রমণী আছেন, তিনিও যেন তৎসঙ্গে আনীতা হন। সেই রমণী তরণীর অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র তরী সংলগ্ন স্থানের জল সহসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ

গমন করিবে; অতএব তুমি আর কালবিলম্ব না করিয়া ত্বরায় তাহাদিগকে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ কর। যদ্যপি তাহাতে তাহারা না আইসে, তবে তুমি স্বয়ং যাইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে আনিবার চেষ্টা করিবে, নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে সন্দেহ নাই, এই বলিয়া ব্রাহ্মণ, বণিক্‌কে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

তখন পণ্যজীবী, ব্রাহ্মণের বাক্যে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইয়া একজন বিশ্বস্ত কিঙ্করকে কহিলেন বাপুহে! তোমাকে বিবেচক বোধে পাঠাইতেছি, তুমি ইহার অদূরে কাষ্ঠজীবীদিগের আলয়ে গমন করিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে তাহাদের রমণীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আন, দেখিও, যেন কোন প্রকার অযথা বাক্য মুখদিয়া বহির্গত না হয়। অতি সাবধানে তাহাদিগকে প্রলোভিতা করিয়া আনিবার চেষ্টা করিবে, কোনক্রমে একার্য্য হইতে স্খলিত হইও না। আমার যে কিরূপ বিপদ্ তাহা তুমিও স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতেছ। তুমি বিশ্বাসী ও জ্ঞানী আমার দুঃখে দুঃখ এবং বিপদে বিপদ্ জ্ঞান কর তজ্জন্যই তোমাকে একার্য্যে নিয়োজিত করিতেছি, নচেৎ আমি স্বয়ং যাইতাম। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া তোমার কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান্ হও।

ভৃত্য প্রভুমুখ নিঃসৃত এবম্বিধ বাক্যপরম্পরা শ্রবণে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত হইয়া কহিতে লাগিল, প্রভো! দাসের প্রতি যখন যাহা আদিষ্ট হইবে, আদিষ্ট বিষয় প্রতিপালন জন্য সাধ্যাতীত পরিশ্রম ও ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যত দূর কৌশল অবলম্বিত হইতে পারে, সম্যক্ প্রকারে তাহার চেষ্টা করিব। যত্নের শৈথিল্য প্রযুক্ত প্রভু কার্য্যের বিঘ্ন হইলে তাহার অনন্ত নরকে স্থান পাইতে হয়, ইহা আমি সাধু ব্যক্তির নিকট অবগত আছি। এক্ষণে প্রভু আদেশ দেবাদেশ তুল্য জ্ঞান করতঃ গমন করিতেছি। কখনই কর্ত্তব্য পালনে ক্রুটী করিব না এই বলিয়া কাঠুরিয়াগণের আলয়াভিমুখে প্রস্থান করিল।

ভৃত্য অল্প সময়ের মধ্যে কাঠুরিয়া আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, তথায় একটীমাত্রও পুরুষ নাই. কেবল মাত্র কাঠুরিয়া রমণীগণের মধ্যে কেহ গৃহ কার্য্য করিতেছে; কেহ বা প্রাঙ্গনে উপবিষ্টা হইয়া নানা প্রকার হাস্যজনক গল্প করিতেছে। ভৃত্য কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভাবিতে লাগিল. যে, একটি প্রধানা রমণীর সহিত সন্দর্শন না হইলে নিজ অভিপ্রায় জানাইতে পারিতেছি না। তখন কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল একটী

বৃহৎ বিল্ব বৃক্ষ মূলে এক বৃদ্ধা রমণী উপবিষ্টা আছে ও দুই জন যুবতী তাহার কেশবিন্যাস করিয়া দিতেছে, এবং বৃদ্ধা তাহাদিগকে নানা প্রকার গল্প শুনাইতেছে। ইহা দেখিয়া ভৃত্য মৃদু গমনে তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইল। উহারা একজন অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতা ও লজ্জিতা হইল। এবং যুবতীদ্বয় অবগুণ্ঠনাবৃত হইল, বৃদ্ধা কহিল, বাপু! তুমি কে, এবং কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? ভৃত্য স্বকার্য্য সাধন জন্য বৃদ্ধাকে কহিল, মাতঃ! আমি কোন বিশেষ প্রয়োজনে আপনার নিকট আসিয়াছি। ভৃত্যের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা বলিল যদ্যপি বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকে তবে অপরাহ্ণে এখানে আসিও। এখানে বহুসংখ্যক কাঠুরিয়া বাস করে, কিন্তু প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কারণ, তাহারা স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কাষ্ঠাহরণে বহির্গত হইয়াছে। অতএব তুমি উক্ত সময়ে এস্থানে পুনরাগত হইয়া আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, বৃদ্ধা ভৃত্যের অনেক কাষ্ঠের প্রয়োজন বোধে তাহাকে এই রূপ কহিল।

তখন ভৃত্য বিনয় সহকারে কহিল, মাতঃ! তাঁহাদিগের নিকট আমার বিশেষ প্রয়োজন নাই এবং তাঁহাদিগের নিকটেও আসি নাই। আমার যাহা প্রয়োজন তাহা প্রকাশ করিতেছি শ্রবণ করুন্। আপনাদিগের বাসস্থানের অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী প্রবাহিতা রহিয়াছে, তথায় একজন ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত বণিক্ প্রচুর পণ্য দ্রব্য লইয়া নৌকাযোগে গমন করিতেছেন। সেখানে তরী তীরস্থ করিয়া তাঁহার এই ইচ্ছা হইয়াছে যে আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তথায় লইয়া যান এবং যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিয়া চলিয়া যাইবেন। আমি তাঁহার বাক্যানুসারে আপনাদিগের নিকট আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আপনাদিগের অভিপ্রায় কি? আপনারা আমার কথা অবহেলা করিয়া যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি স্বয়ং আসিয়া আপনাদিগকে লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন।

তখন বৃদ্ধা, তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সকল রমণীগণকে ভৃত্যের অভিপ্রায় জানাইল। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া সকলেই কহিতে লাগিল, একজন সম্ভ্রান্ত বণিক্ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছি ইহা আমাদিগের শ্লাঘার বিষয়, এই কথা বলিয়া সকলেই বিপুল আনন্দ

প্রকাশ করিতে লাগিল ও যাইতে সম্মতা হইল। তাহা শুনিয়া ভৃত্যের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কাঠুরিয়া রমণীগণ আপন আপন পরিষ্কৃত বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে লাগিল, এবং নিজ নিজ গৃহ কার্য্যাদি ত্বরায় সম্পন্ন করিয়া লইল। সকলেই এক বাক্য হইয়া কহিতে লাগিল একজন সম্ভ্রান্ত বণিক্ আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাঁহার কথা অবহেলা করা আমাদিগের কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। অতএব তৎপ্রতিপালনে যত্নবতী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই বলিয়া সকলেই গমন করিতে প্রস্তুত হইল; কেবল চিন্তাদেবী অনন্যমনে নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন এবং মধ্য মধ্যে কাঠুরিয়া রমণীগণের এই ব্যাপার দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন। মনে করিতেছেন যে যাহারা নীচকুলোদ্ভবা, তাহারা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক আহূত হইলে শ্লাঘনীয় বোধ করে এবং তাহাদের যথা তথা যাইতে মানাভিমান বোধ নাই। এই সমস্ত ইহাদের পক্ষে লজ্জাস্কর বা দোষজনক নহে সেই জন্যই ইহাতে ইহারা এইরূপ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। যাহা হউক উহাদের

যেমন রুচি তেমনি করিবেক। আমার তাহাতে কোনও কথা বলিবার আবশ্যক নাই।

কাঠুরিয়া রমণীগণ সকলেই স্বস্ব গৃহদ্বার আবদ্ধ করিয়া গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল, কিন্তু কেহ সাহস করিয়া চিন্তাদেবীকে তাহাদের সহিত বণিক্ সমীপে যাইবার কথা বলিতে পারিল না, সুতরাং চিন্তাদেবী ভিন্ন সকলেই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভৃত্যের নিকট আসিয়া ভৃত্যকে কহিল, কোন্ পথ দিয়া যাইতে হইবে আমাদিগকে বলিয়া দাও।

তখন ভৃত্য কহিল, আপনারা সকলেই অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক গমন করিতেছেন কিন্তু একজন সাধ্বী দয়া প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন না এবং আপনারাও তাঁহাকে আসিবার জন্য আহ্বান করেন নাই, ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। আমার একান্ত ইচ্ছা যে তিনি আপনাদিগের সমভিব্যাহারিণী হয়েন। তৎশ্রবণে তাহাদের মধ্যে একজন বর্ষীয়সী কহিল উনি স্বামী কর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইলে কোন স্থানে গমন করেন না, তজ্জন্য আমরা সাহস করিয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে পারি না।

তখন ভৃত্য ত্বরিত গমনে চিন্তাদেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতবচনে বলিতে লাগিল, মাতঃ!

অনুকম্পা পুরঃসর আপনাকে ইঁহাদের সহিত গমন করিতে হইবে, আমি ও আমার প্রভু আপনকার একান্ত অনুগ্রহ প্রত্যাশী বোধ করিয়া আপনাকে যাইতে হইবে। এবং ইহাতে আপনার বিশেষ আপত্তি হইবে বলিয়া বোধ হয় না, এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি? প্রকাশ করিয়া আমার চিত্ত-চঞ্চলতা নিবারণ এবং গমনের আদেশ প্রদান করিয়া চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করুন।

চিন্তাদেবী ভৃত্যের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, বাছা! আমি তোমার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিতে সক্ষম নহি। আমরা স্ত্রী জাতি, আমার প্রভু আছেন তাঁহার আদেশ না পাইলে কোনও স্থানে কখনও গমন করিব না। তুমি যাঁহাদিগকে লইয়া যাইতেছ তাহাদিগকেই লইয়া যাও, এবং তোমার প্রভুকে বলিও উহারা অতিশয় দরিদ্রের রমণী ও সৎস্বভাবাপন্না, উহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে। আমার প্রতীক্ষায় থাকিবার আবশ্যক নাই; ত্বরায় উহাদিগকে লইয়া তোমার প্রভুর নিকটে গমন কর।

তখন ভৃত্য হতাশ্বাস হইয়া অগত্যা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। এবং কাঠুরিয়া রমণীগণকে সমভিব্যাহারে

লইয়া যথায় বণিক্‌প্রবর চিন্তাকুল চিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল।

বণিক্, ভৃত্যকে বহুসংখ্যক কাঠুরিয়া রমণী সমভিব্যাহারী দেখিয়া আনন্দ বিস্ফারিত নয়নে তাহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য সত্বর নৌকা হইতে নামিয়া সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন; এবং কাতর বচনে কহিলেন, মাতৃগণ! আজ আমি আপনাদিগের অনুগ্রহে বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। এবং অচিরাৎ আসন্নবিপদজাল হইতে যে মুক্তিলাভ করিব তাহার আর সন্দেহ নাই; এক্ষণে আপনারা কৃপা করিয়া অধমের তরীখানি স্পর্শ করুন, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ ও বিপম্মুক্ত হই।

বণিকের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া রমণীগণ অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইয়া যথায় শুষ্ক বালুকারাশি মধ্যে তরী সংলগ্ন ছিল, তথায় গমন করিয়া সকলে মিলিয়া তরীখানি দৃঢ়রূপে ধরিয়া স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু নৌকা যেমন অবস্থায় ছিল ঠিক সেইরূপ অবস্থাতেই রহিল, এক অঙ্গুলিও নড়িল না। তাহারা পুনরায় প্রাণপণে তরী আকর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু তরী পূর্ব্ববৎ অচল অবস্থায় রহিল। ইহা দর্শন করিয়া বণিক্ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। এবং

মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা হইবে। ইহা অসম্ভব। আমার সম্পূর্ণ আশা হইতেছে যে অনতিবিলম্বেই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইব এবং এখান হইতে নিরুদ্বেগে যথেচ্ছা গমন করিতে পারিব। যাহা হউক, যখন কাঠুরিয়া রমণীগণ আহ্বান মাত্রেই আগমন করিয়াছে তখন উহাদের সমুচিত সম্মান রক্ষা করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, পরে আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবেক। এই বলিয়া তাহা-দিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিতে কহিলেন। তাহারাও বণিক দত্ত পুরস্কারে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া, আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল।

পরে বণিক্ ভৃত্যকে সম্মুখে ডাকিয়া কহিতে লাগি-লেন, বাপু! তুমি অতি বিশ্বাসী তজ্জন্য তোমাকে বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকি। যখন তুমি কাঠুরিয়াদিগের আলয়ে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বিশেষরূপে সম্মান করিয়া আপন অভিপ্রায় জানাইলে; তখন কি কোন রমণী আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন? ভৃত্য শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, প্রভো! বলিতেছি শ্রবণ করুন। যখন

আমি প্রভুর আদিষ্ট বিষয় তাহাদিগের নিকট জ্ঞাপন করিলাম তাহারা শুনিয়া সকলেই আহ্লাদিতা হইয়া আদেশ পালন শ্লাঘনীয় বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু একটি সর্ব্ব-সুলক্ষণা রমণী অনন্যমনে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি এ সমস্ত কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। যখন ইহারা সকলেই আসিতে উদ্যোগিনী হইলেন, তখন আমি ইহাদিগকে ঐ রমণীকে সঙ্গে আনিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তাহাতে ইহারা কহিল যে উনি সামান্য নারীর ন্যায় যথা তথা গমন করেন না। তখন আমি সত্বর গমনে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বিশেষ কাতরতা দেখাইয়া দয়া প্রকাশ করিয়া আগমন করিবার জন্য বিস্তর অনুনয় করিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন যে, আমি স্বামীর আদেশব্যতীত কুত্রাপি গমন করি না। এক্ষণে তিনি উপস্থিত নাই, অতএব আমার যাওয়া কোনরূপেই হইতে পারে না। অগত্যা আমি ফিরিয়া ইহাদিগকে লইয়া আপনার নিকট আনয়ন করিলাম, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য করুন।

বণিক্ ভৃত্যের বাক্যে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং যেমনই হৃষ্ট হইলেন, আবার তেমনই বিষণ্ণ হইলেন। কারণ, যদ্যপি তিনি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন তাহা হইলে

আনন্দের বিষয়, আর যদি তাহা না করেন তাহা হইলে সম্মুখ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার কোন উপায় নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতঃ ভৃত্যকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাঠুরিয়াগণের আলয়াভিমুখে গমন করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাঠুরিয়া রমণীগণ, বণিক্‌কে আগত দেখিয়া বিস্ময়াপন্না হইল, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে ইনি স্বয়ং কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন, বোধ হয় কোন বিশেষ কার্য্যহেতু আগমন হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক ইহার কারণ এখনই জানিতে পারা যাইবেক।

বণিক্ ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, সুচতুর ভৃত্য, তাঁহাকে চিন্তাদেবীর কুটীর সমীপে লইয়া গেল। চিন্তাদেবী হঠাৎ সম্ভ্রান্ত ও অপরিচিতকুলশীল ব্যক্তিকে দেখিয়া অতিশয় লজ্জিতা হইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, এবং কিঞ্চিৎপূর্ব্বে দৃষ্ট ভৃত্যকে তাঁহার সমভিব্যাহারী দেখিয়া স্থির করিলেন, ইনিই বণিক্। ইনিই কাঠুরিয়া রমণীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে পুনরায় ইঁহার নিজের আসিবার কারণ কি; কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

বণিক কাতর ও উন্মত্তের ন্যায় হইয়া চিন্তাদেবীর গৃহ-প্রাঙ্গণে মৃত্তিকাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নম্রবচনে কহিতে লাগিলেন, মাতঃ! আমি অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া বিপদাপন্নের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি করিতে হইবে। আপনি সাধ্বী, সাধ্বী স্ত্রীরা কখনও কাহারও বিপদ দেখিতে পারেন না, ইহা আমার চিরবিশ্বাস। তজ্জন্য শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়াছি, অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক চিরানুগতের বিপদ্ মুক্তি করিয়া চির-কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করুন। জননি! আমি একজন বণিক, পণ্য দ্রব্যাদি নৌকাতে পরিপূর্ণ করিয়া আপনকার আলয়ের নিকটস্থ নদী বাহিয়া গমন করিতেছিলাম। সহসা বালুকাতে লাগিয়া তরীর গতি রোধ হইয়াছে। আমি হতাশ্বাস হইয়া পাগলপ্রায় অবিরত ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। তাহাতে দৈব অনুকূল হইয়া এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন, যে সাধ্বী স্ত্রী ব্যতীত এ বিপদ্ মুক্ত হইবে না, কোন সাধ্বী স্ত্রীলোক আসিয়া তরী স্পর্শ করিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ সচলা হইবে। অতএব হে দয়াশীলে! তন্নিমিত্তই আমি আপনার নিকট

আগমন করিয়াছি, এক্ষণে ভৃত্যের উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া উপস্থিত বিপদ্ হইতে আমাকে মুক্তিদান করুন।

চিন্তাদেবী বণিকের এবম্প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণে অন্তরাল হইতে কহিলেন, মহাশয়! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য; দৈবদুর্ব্বিপাকে মনুষ্য অনেক প্রকার ক্লেশ ভোগ করে ও দৈববাণীও মিথ্যা হইবার নহে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা অনেক বার দেখিয়াছি ও তাহাতেই বিশ্বাস করিয়া আশ্বস্তা হইয়া রহিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে মহাশয়ের আজ্ঞাপালনে আমি সক্ষম নহি, কারণ স্বামীর অনুমতি না পাইলে আমি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি না এবং জীবন থাকিতে করিবও না। স্ত্রীজাতিমাত্রেই স্বামীর অদৃষ্টভাগিনী;— সকল স্ত্রীলোকেরই স্বামীর দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ বিবেচনা করা উচিত। যে স্ত্রীলোক তাহা না করে, তাহাকে ভ্রষ্টা কহে। স্বামীই স্ত্রীলোকের উপাস্য দেবতা। যত দিন নারীজাতি অবিবাহিতা থাকে, ততদিন পিতামাতার অধীনা, পরে বিবাহিতা হইলে, সেই দিবসে মন, প্রাণ ও শরীর সকলই স্বামীকে অর্পণ করে, তদবধি স্ত্রী স্বামীর অধীনা হইয়া থাকে এবং স্বামীরও স্ত্রীকে বিধি-অনুসারে পালন ও রক্ষা করিতে হয়, তাহা

না করিলে লোকে তাহাকে কাপুরুষ বলে। যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহা না করেন, তিনি বিশেষ পাপভাগী হয়েন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অগ্রদেব স্বরূপ স্বামীর বিনা অনুমতিতে আমি কোথাও গমন করিতে পারিব না; এ বিষয়ে আপনি আমাকে পুনরায় অনুরোধ করিয়া লজ্জিত করিবেন না। আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করা যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হইত, তাহা হইলে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিতে পারিতাম, কিন্তু সে সন্তোষলাভ আমার ভাগ্যে নাই বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও বণিক বলিলেন, স্বামীর অজ্ঞাতসারে কোথাও গমন করিতে নাই সত্য, কিন্তু এইরূপ লোকহিতকর কার্য্যে কখনও তাঁহার অসম্মতি হইবার কারণ নাই, বিশেষতঃ তাঁহার আদেশের অপেক্ষা করিতে হইলে, এতগুলি লোকের জীবন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে আপনার যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা হয় তাহাই করুন, আমার আর কিছুই বলিবার নাই।

তখন চিন্তাদেবী কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত উন্মনা হইলেন; এবং কিছুক্ষণ নিস্তব্ধা থাকিয়া বলিলেন, মহাশয়! যদি আমাকর্ত্তৃক আপনকার যৎকিঞ্চিৎ উপকার সাধন হয়, তবে

চলুন আমি যাইতেছি, কিন্তু আমার পূজনীয় স্বামী পুনরাগত হইবার পূর্ব্বে আমি গৃহে পুনরাগতা হইব। এই বলিয়া চিন্তাদেবী অবগুণ্ঠনবতী হইয়া গমনোদ্যোগিনী হইলেন। তখন বণিক অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিলেন। চিন্তাদেবী বণিক ও ভৃত্যের পশ্চাদ্গামিনী হইলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহাশয় আপনার তরী কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে তাহা দেখাইয়া দিন। বণিক সত্বর গমনে তরীর নিকটস্থ হইলে, চিন্তাদেবী তথায় গমন করিয়া তরী স্পর্শ করিবামাত্র অমনি উহা পূর্ব্ববৎ জলে ভাসমান হইল। তদ্দৃষ্টে নাবিকগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল এবং চিন্তাদেবীর অশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এদিকে বণিক, তদ্দণ্ডেই ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, তুমি ত্বরায় রমণীকে তরীর উপর তুলিয়া লও। যদি অন্য কোন স্থানে নৌকা পুনরায় বালুকা সংলগ্ন হইয়া এইরূপ বিপদ্গ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তখন আমাদিগকে বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। ভৃত্য প্রভুর আদেশক্রমে চিন্তাদেবীকে তরীপৃষ্ঠে বলপূর্ব্বক তুলিয়া লইল।

বণিকপ্রমুখাৎ এই ভীষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা-দেবীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে একেবারে বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। ভৃত্য কর্ত্তৃক তিনি যে নৌকার উপর আরোহিতা হইয়াছিলেন, তৎকালে তাহা তাঁহার অনুমিত হয় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই বণিকের ন্যায় পাষণ্ড বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই। অত্যল্পকাল পূর্ব্বে সে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া উন্মা-দের ন্যায় আমার কুটিরে গমনকরতঃ মাতৃসম্বোধনে বিপদ উদ্ধারের জন্য কত বিনতি করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াই নৃশংসতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এক্ষণে আমি কি উপায়ে এই পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক একবার বিনয় পূর্ব্বক বলিয়া দেখি, তাহাতে পাপিষ্ঠের পাষাণ সদৃশ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় কি না। এই স্থির করিয়া তিনি বণিককে কাতরবচনে কহিতে লাগিলেন, হে বণিকশ্রেষ্ঠ! আপনাকে অতিশয় সাধু ও ধার্ম্মিক বলিয়া আমার বিবে-চনা ছিল,এক্ষণে আপনি নিজ কার্য্য সাধন করিয়া, তাহার পুরস্কার স্বরূপ কি আমাকে এই অবস্থাপন্না করিলেন?

আমাকে লইয়া আপনার কি উপকার হইবে? লাভের মধ্যে আপনাকে স্ত্রীবধের ভাগী হইতে হইবেক। আমি আপনার নিকট বিনয় করিয়া বলিতেছি, আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি অতি অভাগিনী, দৈবপীড়ায় আমার স্বামী অত্যন্ত পীড়িত, তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া আমাকে দেখিতে না পাইলে নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হইবেন, নচেৎ কেবল বনে বনে আমাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইবেন, হয় ত ইহাতে তাঁহাকে বন্য জন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হইবে এবং তাহাতে তাঁহার প্রাণনষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তাহা হইলে আপনাকে উভয় ব্যক্তির বধের ভাগী হইতে হইবে। অতএব আমি কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করুন। আরও বলিতেছি, আপনি আমাকে এক্ষণে ছাড়িয়া না দিলে ভবিষ্যতে আপনার বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে জানিবেন।

বণিক, চিন্তাদেবীর এইরূপ সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না; তোমাকে আমার নিকট কোন কষ্ট পাইতে হইবেক না, আমি যখন আমার নৌকা সহ স্বীয়

বাণিজ্য স্থানে পৌঁছিব, সেই সময় তোমাকে কোন উপায়ে এই স্থানে রাখিয়া যাইতে চেষ্টা করিব।

বণিকের এই নিষ্ঠুর বচন শ্রবণে চিন্তাদেবী শিরে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হায়! আমার অদৃষ্টে এ কি হইল, আমি কোথায় যাইতেছি, আমার গতি কি হইবে। হায় প্রাণেশ্বর! তোমার বাক্য অবহেলন করিয়া আমার এই দুর্গতি হইল। পতিবাক্য লঙ্ঘন করিলে এইরূপেই তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হয়।

হায় জীবনসর্ব্বস্ব! এক্ষণে তুমি কোথায় রহিলে, আমার দশা কি হইল, একবার চাহিয়া দেখ। এই যে সূর্য্যদেব স্বীয় অংশুজাল বিস্তার করিয়া প্রায় মস্তকোপরি সমাসীন হইতেছেন, এই ত তোমার গৃহে আসিবার সময় উপস্থিত; অদ্য গৃহে প্রত্যাগত হইলে কে তোমাকে শুশ্রূষা করিবে? ভানুতাপাক্রান্ত দেহে কে তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজনকরতঃ তোমার ঘর্ম্ম রোধ করিবে? কে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া তোমার ক্ষুধা নিবারণ করাইবে? তোমার সেবাশুশ্রূষাকারিণী দাসী যে এক্ষণে ঘোর প্রবঞ্চক দস্যু হস্তে নিপতিতা। স্বামিন্! দাসী ব্যতীত যে তোমাকে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে! তোমার যেরূপ অবস্থা

তাহাতে দাসীর উদ্ধারের উপায় কিছুই দেখিতেছি না; নিশ্চয়ই অভাগিনীকে জলে, অনলে, বা বিষপানে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে, আত্মহত্যা ব্যতীত আমি কিরূপে এই দস্যুহস্তে জীবন সমর্পণ করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকিব। এই বলিয়া চিন্তাদেবী উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং মার্ত্তণ্ডদেবের প্রতি চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, হে সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ আদিত্য! তুমি সর্ব্বদ্রষ্টা এবং জ্যোতির্ম্ময় ভগবান, দাসীর এই দশা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া ইহার কি কিছুই উপায় বিধান করিতে সক্ষম হইলে না? হে পাবকদেব! আপনি যদি এই প্রকার দুর্ণিবার পাপভারাক্রান্ত ব্যক্তির শাসন না করিবেন, তাহা হইলে কে আর ইহাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবে? দেব! অদ্য জানিলাম, গ্রহ বৈগুণ্য হইলে সকলেই প্রতিকূল হয়। আজি হইতে দাসী নিরাশ্রয়া উপায়হীনা ও জীবনের জীবন পতিধনে বঞ্চিতা হইল। তিনি এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু নৌকারূঢ় ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই তাঁহার বিলাপে কর্ণপাত করিল না; অথবা কাহারও হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র অনুমিত হইল না।

সকলেই আমোদ আহ্লাদে রত রহিয়াছে। কর্ণধারগণ সমস্বরে সারি গান করতঃ বক্ষঃস্থল বিস্তার করিয়া যথা-শক্তি কর্ণ বাহিত করিতে লাগিল।

চিন্তাদেবী কিছুক্ষণ এইরূপ বিলাপ করিয়া সংজ্ঞা-হীনা হইলেন ও নৌকাপৃষ্ঠে নিস্পন্দের ন্যায় পতিতা রহিলেন। এমন সময় সহসা যেন এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া সহাস্যবদনে কহিতে লাগিল ;-- অয়ি দুঃখার্দ্রে ! তুমি আর দুঃখ ও পরিতাপ করিও না, কিছুদিন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাক, তোমাদের দুঃখ অবসান প্রায়, যদিও তুমি স্বামীর বিনানুমতিতে সৎকার্য্য বোধে বিপদাপন্ন ব্যক্তির বিপদোদ্ধারের জন্য আসিয়াছিলে, তথাপি স্বামীর নিকট তুমি অপরাধিনী নহ, ইহা কেবল শনির চাতুরী। যাহা হউক তুমি অচিরাৎ স্বামিসংসর্গ লাভ করিয়া বিপুল আনন্দে স্বরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। আমি সূর্য্যদেব, তোমার বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সান্ত্বনা হেতু আগমন করিয়াছি। আজ হইতে আমি তোমার স্বর্ণকান্তি অপহরণ করিয়া, কুৎসিত ও গলিত রূপ প্রদান করিলাম, পরে যখন তুমি স্বামিসঙ্গ লাভ করিবে, তখন স্ব-রূপ প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া দিবাকর অন্তর্দ্ধান করিলেন। চিন্তাদেবী প্রভাকরের বাক্যে আশ্বস্তা

হইয়া দুঃখে ও শোকে বিহ্বল হইয়া তরীর উপর দস্যু-
দিগের নিকট কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং স্বামি-
চরণযুগল সর্ব্বদা ধ্যান করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এদিকে মহারাজ শ্রীবৎস অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া কাষ্ঠ-আহরণে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু অন্যান্য দিবসের ন্যায় সে দিবস উৎসাহের সহিত পরিশ্রম করিতে পারিতেছেন না। এক্ষণে তাঁহার অত্যন্ত চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, কিছুতেই তিনি আর কাননে স্থির থাকিতে পারিতেছেন না; তিনি বারবার কাঠুরিয়াদিগের নিকট আগমন করিতেছেন এবং কহিতেছেন, ভাই সকল! অদ্য তোমরা কিঞ্চিৎ সত্বর হইয়া কাষ্ঠাহরণ করিয়া লও; কি জানি কেন অদ্য আমার অত্যন্ত চিত্ত-বিকার জন্মিয়াছে, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, কিছুতেই আমার মন স্থির হইতেছে না। বুঝি আমার প্রাণের চিন্তার কোন অমঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকিবে, অতএব ভাই সকল! চল, আজ আমরা শীঘ্র স্ব স্ব ভবনে প্রত্যা-বর্ত্তন করি।

কাঠুরিয়াগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া লইল, এবং উহা বিক্রয়-স্থানে বিক্রয় করিয়া আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

মহারাজ শ্রীবৎস, কুরঙ্গিণীহারা কুরঙ্গের ন্যায় ত্বরিতপদে গৃহদ্বারে আসিয়া "চিন্তা, চিন্তা" বলিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে ডাকিতে লাগিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! শীঘ্র আসিয়া আমার ক্রীত দ্রব্যাদি গ্রহণ কর, আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি; কৈ এখনও তোমার কোন উত্তর পাইতেছি না কেন? তুমি কোথায় গমন করিয়াছ? আমি তোমাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলাম যে, তুমি অদ্য গৃহের বহির্ভাগে যাইও না, কি কার্য্যে ব্যস্ত আছ, সত্বর আইস; কোনও দিন ত এরূপ কর নাই, অদ্য এরূপ দেখিতেছি কেন? এই বলিয়া গৃহের নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন বহির্দ্দিক হইতে দ্বার আবদ্ধ রহিয়াছে।

তখন তিনি দ্রব্যাদি যথেচ্ছ স্থানে সংস্থাপনকরতঃ শীঘ্র গমনে কাঠুরিয়া রমণীগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, মাতৃগণ! আমার চিন্তা কোথায় শীঘ্র বল, আমার মন অতিশয় অস্থির হইয়াছে, আমি

কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না, আমার চতুর্দ্দিক অন্ধকার বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব আর বিলম্ব করিও না, সত্বর বলিয়া আমার মনের উদ্বেগ নিবারণ কর।

কাঠুরিয়া রমণীগণ তাঁহার এবম্প্রকার আকার প্রকার দর্শনে সেই বজ্রসদৃশ বাক্য বলিতে সাহসী হইল না। সকলেই রাজার তদবস্থা দেখিয়া বিস্ময়াপন্না ও ভীতা হইল। কিন্তু না বলিয়াই বা কি করে, অগত্যা তাহা-দের মধ্যে একটি বৃদ্ধা রমণী রাজার সম্মুখীন হইয়া সজলনেত্রে কহিতে লাগিল, মহাশয়! আর কি বলিব, আপনার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। চিন্তাদেবী একটি বিপন্ন বণিকের বিপদ্ উদ্ধারের নিমিত্ত গমন করেন, তাহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। পুনঃ বিপদ্ আশ-ঙ্কায় বণিক তাঁহাকে আপন তরণীতে উত্তোলিত করিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে, এই বলিয়া সে আমূল বৃত্তান্ত রাজার নিকট বর্ণন করিল।

রাজা সমুদয় বৃত্তান্তশ্রবণ করিয়া স্থিরনেত্রে কিয়ৎক্ষণ উপবিষ্ট থাকিয়া সেই অনাবৃত স্থানে মৃত্তিকার উপরি-ভাগে বিচেতন হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া কাঠুরিয়া-গণ শশব্যস্তে আসিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয়ের চেষ্টা

করিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইলে, তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি হতভাগ্য, আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কেবল প্রাণপ্রিয়া চিন্তাকে অবলম্বন করিয়া এত কষ্ট সহ্য করিতেছিলাম, কিন্তু বিধি তাহা হই-তেও বঞ্চিত করিলেন, তবে আর জীবন ধারণে ফল কি? যেরূপেই পারি জীবন ত্যাগ করিয়া এ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিব। হা প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি কোথায়? এই হতভাগ্যের অবস্থা কি হইতেছে তাহা দেখিতেছ না! আমি যে কেবল তোমায় অবলম্বন করিয়াই সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছিলাম! এক্ষণে আমি কেমন করিয়া পাপ জীবন ধারণ করিব। আমি যদি আত্মঘাতী হই, তাহা হইলে চিরকাল অনন্ত নরকে আমাকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। এবং বাঁচিয়াই বা তোমা বিহনে কিরূপে কালাতিপাত করিব। হায়! আমি এমনই কাপু-রুষ যে ভার্য্যারক্ষণে অক্ষম হইলাম। হা জীবনানন্দ-দায়িনি! তুমি কোন্ দস্যু হস্তে পতিত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ? হা অসূর্য্যম্পশ্যে! তোমাকে যে সূর্য্য-দেব কখনও দর্শন করিতে পারেন নাই, কিন্তু এই নরা-ধমের হস্তে পতিত হইয়া তোমাকে কত অসহনীয় ক্লেশ

ভোগ করিতে হইতেছে। আর কি আমি তোমার চন্দ্রানন দেখিতে পাইব ? আর কি তোমার অমিয়জড়িত বচন আমার কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত করিবে। হা মনোরমে ! আমাকে অনন্ত দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া তুমি কোথায় গমন করিলে ? আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে, মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না, তুমি কোথায় আছ, শীঘ্র আসিয়া আমার চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণ কর। হায় ! আমি কোথায় যাইব, কোথায় যাইলে তোমার দর্শন পাইব। তিনি কাঠুরিয়া রমণীদিগের প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, হে সাধ্বীগণ! আমার চিন্তাকে কোন্ পথে লইয়া গিয়াছে তোমরা শীঘ্র বল ; আমিও সেই পথে গমন করিব। উঃ ! আর সহ্য হইতেছে না, আমি নিশ্চয়ই জানিলাম আমার হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত, নচেৎ প্রিয়তমার অদর্শনেও এতক্ষণ কি প্রকারে জীবিত রহিয়াছে ! হা হতবিধে ! এত যন্ত্রণা দিয়াও তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই ? হা গ্রহপতে ! এই নরাধমের দেহে প্রাণবায়ু রাখিয়াছ কেন ? বহির্গত করিয়া লও। তাহা হইলে তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে এবং আমিও দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে চিরদিনের জন্য নিস্তার পাইব। আমার অদৃষ্টে যে এতদূর ঘটিবে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না।

তিনি, হা প্রিয়তমে! হা জীবনানন্দদায়িনি! হা মনোরমে! এইরূপ নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। একে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, তাহাতে আবার এই অভূতপূর্ব্ব যন্ত্রণায় একেবারে উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। কাঠুরিয়াগণ নানা প্রকার সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার হৃদয় শান্ত হইল না। নদী বেগশালিনী হইলে যেমন উভয় সৈকতস্থ দ্রব্যাদি বক্ষে ধারণ করিয়া তরঙ্গমালার দ্বারা শতখণ্ডে বিভক্ত করিয়া অন্য কোন উপকূলে লইয়া ফেলে; কাঠুরিয়াগণের প্রবোধ বাক্য, রাজার পক্ষে ঠিক সেইরূপ হইয়া পড়িল। রাজা নিতান্ত অস্থির হইয়া যথেচ্ছগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে কাঠুরিয়াগণ তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া ও নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিয়া কহিল, মহাশয়! এ অবস্থায় কুত্রাপি গমন করিবেন না, তাহা হইলে আপনার জীবনের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা,অতএব আপনি নিরস্ত হউন। রাজা তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কেবল "চিন্তা, চিন্তা," এই কথা বলিতে বলিতে নদীতীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই নদীকূলে উপনীত হইয়া নদীকে সম্বোধন করতঃ কাতর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ স্রোতস্বতি!

তোমার স্রোতে আমার প্রাণ-প্রতিমা কোথায় ভাসিয়া গেল বলিয়া দাও। আমার আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। জননি! কালে তোমার স্রোত নিবারিত হইতে পারে, কিন্তু চিন্তা ব্যতীত আমার এই দুঃখ-স্রোত কদাপি নিবারণ হইবার নহে। হে কুলুষনাশিনি! হয় শীঘ্র আমার প্রিয়তমার সংবাদ বলিয়া দাও,নচেৎ এই হতভাগ্যের কলুষিত দেহের পরিত্রাণ কর। হে তরঙ্গিণি! উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করতঃ এই অধমকে তরঙ্গলিপ্ত করিয়া শতধা বিভক্ত কর। তিনি এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে নদীতট দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, এবং বৃক্ষলতা, পশু, পক্ষী যাহাকেই সম্মুখে দেখেন, তাহাকেই চিন্তাদেবীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

শ্রীবৎস রাজা, কিছুক্ষণ এইরূপে নদীকুল দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কূলের দুই পার্শ্বে নিবিড় বন, তথায় হিংস্র জন্তু সকল যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছে, তাহাদিগকে দেখিয়া রাজার মনে অণুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না। ক্রমে মার্ত্তণ্ডদেব পশ্চিম গগনে আসিয়া স্বর্ণ কিরণে বৃক্ষশির সুশোভিত করিয়া অস্তাচলচূড়ায় গমনোদ্যোগী হইলেন। সম্মুখে প্রদোষকাল উপস্থিত দেখিয়া, রাজা চিন্তায় ও পথশ্রমে যৎপরোনাস্তি

ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তথাপি নিজের শরীরের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া চিন্তাশোকে মগ্ন হইয়া অবিরাম গমন করিতে লাগিলেন। কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিবেন, কে আশ্রয় দান করিবে, কাহার নিকট দুঃখের কথা বলিয়া মনের চাঞ্চল্য নিবারণ করিবেন, ইহা তিনি একবারও ভাবিতেছেন না। সন্ধ্যা প্রায় সমাগতা, একে তামসী রজনী, তাহাতে আবার হিংস্র জন্তুসমাকীর্ণ নিবিড় বনভূমি, কি উপায় অবলম্বন করিয়া রজনী যাপন করিবেন, তিনি একবারও সে চিন্তা করিতেছেন না!

তিনি এইরূপে কিছুক্ষণ অনন্যমনে অবিশ্রাম গমন করিয়া চিত্তানন্দ নামক এক বিজন বনে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া স্পন্দহীনের ন্যায় পতিত রহিলেন। অনন্তর সন্ধ্যার শীতল সমীরণ-স্পর্শে অঙ্গ স্নিগ্ধ হইলে ক্রমশঃ তাঁহার শরীর শিথিল হইয়া তন্দ্রাবেশ আসিয়া অনতিবিলম্বেই তাঁহাকে নিদ্রাদেবীর সুকোমল অঙ্কে শায়িত করিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি ক্ষুধায় ও চিন্তায় পীড়িত ছিলেন বলিয়া সুনিদ্রা হইল না বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ এবং সবলকায় হইলেন। পথশ্রান্তির ক্লেশ দূর হইল সত্য, কিন্তু পুনর্ব্বার চিন্তাদেবীর চিন্তা হৃদয়ে জাগরূক

হইয়া তাঁহাকে অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। তখন তিনি বাম হস্তে মস্তক ন্যস্ত করতঃ ক্ষুধাতৃষ্ণা একেবারে বিস্মৃত হইয়া প্রিয়তমার চিন্তায় মগ্ন হইলেন। এমন সময় সহসা সম্মুখে এক নিষ্কলঙ্ক ধবলাকৃতি সুরভি দর্শনে,ত্রস্তভাবে মস্তক উত্তোলন করিলেন, এবং তাঁহার অপূর্ব্ব কান্তি অনিমিষলোচনে দর্শন করিতে লাগিলেন। সে সময় তাঁহার যেন বাঙ্‌নিষ্পত্তির ক্ষমতা ছিল না।

সুরপুরবাসিনী সুরভি আপন মনোরমা নন্দিনী সহ চিত্তানন্দ বনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি রাজার এবম্প্রকার অবস্থা দর্শনে, অতীত বৃত্তান্ত সমুদয় স্মরণ করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! শান্ত হও, বৃথা চিন্তা করিয়া শরীরের অনিষ্ট করিও না। আমি তোমার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত আছি। তুমি প্রাগ্‌দেশাধিপতি মহারাজ শ্রীবৎস। অধুনা তুমি শনি-পীড়নে নানা বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছ এবং সম্প্রতি ভার্য্যাবিচ্ছেদে নিতান্ত বিকল হইয়া পড়িয়াছ। যাহা হউক তুমি যখন আমার আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, তখন আর তোমার কোন চিন্তা নাই, এখানে সচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারিবে। তোমার মঙ্গলের জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। তুমি অদ্য হইতে আমার দুগ্ধ পান

করিয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিবে এবং বনের অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া বিপুল আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতে পারিবে। এ বনে হিংস্র জন্তুসকল কাহারও অনিষ্ট করে না। কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, শার্দ্দূল, সিংহ, শিবা সকলেই একত্রে বিচরণ করিয়া থাকে। এই বনের বৃক্ষসকল সর্ব্বদা নানা প্রকার পুষ্প ও সুমিষ্ট ফলে পরিপূরিত থাকে, স্থানে স্থানে নির্ঝরসকল প্রবাহিত; সর্ব্বদা কোকিল, সালিকা প্রভৃতি পক্ষিসকল সুমিষ্ট স্বরে গান করিয়া থাকে, সে গান শ্রবণ করিলে অতি শোকার্ত্ত ব্যক্তিরও শোক নিবারিত হয়। এখানে তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া চিত্তের সচ্ছন্দতা সম্পাদন করিতে পারিবে। যতদিন গ্রহ অনুকূল না হইবে, ততদিন আমার নিকট নিঃসন্দেহে ও নিরুদ্বেগে অবস্থান কর, তোমার দুঃখ শীঘ্রই অবসান হইবে এবং চিন্তাদেবীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল সুখে রাজত্ব ভোগ করিবে। বৈকুণ্ঠ-শোভাদায়িনী লক্ষ্মী স্বয়ং তোমার সচ্ছন্দতার জন্য আমাকে এ কাননে প্রেরণ করিয়াছেন। তুমি আজ হইতে এখানে নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান ও আমার স্তননিঃসৃত সুস্বাদু দুগ্ধ পান করিয়া শনৈশ্চরের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ কর, এখানে তাহার

কোনও অধিকার নাই। যদি তুমি আমার আদেশ পালন না করিয়া অন্যত্র গমনে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে পুনর্ব্বার শনি-চাতুরীতে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অতএব আমি তোমাকে সর্ব্বজন-রক্ষাকারিণী লক্ষ্মীদেবীর আদিষ্ট বিষয় জ্ঞাপন করিলাম, এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য বোধ হইবে, তাহাই করিতে পার।

রাজা শ্রীবৎস সুরভিমুখনিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, জননি! আপনি কে? ছদ্মবেশিনী হইয়া কি অনাথ সন্তানকে বঞ্চনা করিতে আসিয়াছেন। সুরভি কহিলেন, বৎস! তদ্বিষয়ে কোন চিন্তা নাই, তুমি নিঃসন্দিগ্ধ হও। তখন রাজা পুনরায় কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, জননি! শুনিয়াছি অমর-ভবনে কামদুঘানাম্নী গাভী আছেন, এবং তথায় যাহার যাহা আবশ্যক, তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিবামাত্র তাহাই তিনি প্রদান করিয়া থাকেন, এবং স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সন্তাপিত জনের সন্তাপ দূর করিয়া, শান্তির বিমল আভা তাহার হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়া, তাহাকে বিমুগ্ধ করিয়া

রাখেন। আমি কি ভাগ্যক্রমে অদ্য তাঁহারই দর্শন পাইয়াছি? আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন। রাজা শ্রীবৎসের ঈদৃশ কাতর বচন শ্রবণ করিয়া সুরভি কহিলেন, বৎস, তুমি সত্যই অনুমান করিয়াছ, আমিই সুরগণসেবিত কামদুঘা। রাজা শ্রবণ করিয়া ত্রস্তভাবে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, হে শুভদায়িনি! সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আমি আপনার যথোচিত সম্মাননা করি নাই; আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ ও অভাগ্যবান। সুরভি ইহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! আত্মনিন্দা করিতে নাই, আত্মনিন্দা মহাপাপ, তাহা ত তুমি অবগত আছ। যাহা ঘটিবার তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে। যে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া থাকে, কি ইহলোকে কি পরলোকে, সে অনন্ত সুখ ভোগ করিয়া থাকে। অতএব তুমি ধর্ম্মচ্যুত হইও না।

রাজা হৃষ্টমনে সুরভিকে পুনরায় ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া কহিলেন, জননি! লক্ষ্মীদেবীর ও আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য, ইহা অপেক্ষা আমার মঙ্গলের বিষয় আর কি আছে। মা! আপনার আশ্বাস বাক্যে দাস আশ্বাসিত হইয়া রহিল। এই বলিয়া

তিনি মনে মনে কিয়ৎক্ষণ সেই বিষয় চিন্তা করিয়া কহিলেন, জননি! এতদিন চিন্তাদেবীর চিন্তায় ক্ষুধাতৃষ্ণা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া, ক্ষুধার উদ্রেক হইতেছে। সন্তানের ক্ষুধা নিবারণ করিয়া তৃপ্তি সাধন করুন। কপিলা আহ্লাদসহকারে কহিলেন, বৎস! তোমার যখনই ইচ্ছা হইবে, তখনই উদর পরিপূর্ণ করিয়া আমার দুগ্ধপান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে। তখন তিনি আনন্দ সহকারে কপিলার দুগ্ধ পান করিয়া ক্ষুৎপিপাসার শান্তি লাভ করিলেন। রাজা এইরূপে তথায় কিয়দ্দিবস সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যদিও সুরভির বাক্যে পুনঃ চিন্তাদেবী ও স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইবেন এইরূপ আশা জন্মিয়াছিল, তথাপি তিনি চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিলেন না, প্রত্যুত সকল চিন্তা অপেক্ষা চিন্তাদেবীর চিন্তা তাঁহার অধিকতর প্রবল ছিল। তিনি কাননের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া কখনও বিপুল আনন্দলাভ করিতেন এবং কখনও ভয়ঙ্করী চিন্তায় মগ্ন হইয়া অধীর হইয়া পড়িতেন। চিন্তারত ব্যক্তি প্রতিদিন একরূপ সৌন্দর্য্যসন্দর্শনে মনের ব্যাকুলতা নিবারণ করিতে পারে না। এজন্য একদা রাজা মনে মনে স্থির করিলেন

যে, সুরভিকন্যা মনোরমা যখন দুগ্ধপান করে, তখন তাহার মুখের উভয় প্রান্ত হইতে অজস্র দেবদুর্লভ দুগ্ধ মৃত্তিকায় পতিত হইয়া, কর্দ্দমময় হইয়া উঠে, আমি সেই কর্দ্দম লইয়া তাহাতে ইষ্টক প্রস্তুত করিব। তাহা হইলে কার্য্যে নিযুক্ত থাকা প্রযুক্ত আমার মনের আবেগ অনেক পরিমাণে লাঘব হইবে। আমি যে ইষ্টক প্রস্তুত করিব, তাহা বহুমূল্যে বিক্রয় হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই; কারণ সুরভি-স্তন-দুগ্ধ-সিক্ত কর্দ্দম স্বর্ণময় বলিয়া বোধ হইতেছে। মনে মনে এই স্থির করিয়া তিনি ইষ্টক প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং দুইখানি ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া একখানিতে তাঁহার নিজের নাম ও অপরখানিতে চিন্তাদেবীর নাম উল্লেখ করিয়া একত্রিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিনের মধ্যে বহুসংখ্যক সুবর্ণময় ইষ্টক গঠন করিয়া স্থানে স্থানে স্তূপাকার করিয়া রাখিলেন। এই প্রকারে দিন-যাপন করা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর বলিয়া বোধ হইল না।

একদা তিনি স্বকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এমন সময় তাঁহার সম্মুখস্থ নদী দিয়া চিন্তা অপহরণকারী বণিক্ তরীযোগে গমন করিতেছিল, রাজা তাহা দর্শন করিয়া

কর্ণধার! কর্ণধার! এই নাম উচ্চারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। নদীতীরস্থ বন হইতে কে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে ইহা জানিবার জন্য বণিক নৌকা তীরস্থ করিল। রাজা তরীর সমীপস্থ হইলে, বণিক কহিল, মহাশয়! কিজন্য আপনি আমাদিগকে ডাকিতে-ছিলেন? শীঘ্র আপনার প্রয়োজন জ্ঞাপন করুন, বিলম্বে আমাদিগের কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। তখন রাজা শ্রীবৎস কহিলেন, হে বণিকশ্রেষ্ঠ! যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার কিঞ্চিৎ উপকার করেন, তাহা হইলে বিশেষ কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইব, আমার কতক গুলি স্বর্ণনির্ম্মিত ইষ্টক আছে, এই কানন হইতে বিক্রয়-স্থানে লইয়া যাইবার কোন উপায় নাই, তরীযোগে আপনাকে যাইতে দেখিয়া সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায় উচ্চরবে ডাকিতেছিলাম। মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া যদি আমাকে ও আমার স্বর্ণময় ইষ্টকগুলিকে লইয়া যান তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব। মহাশয়ের দ্রব্য সমূহ যে স্থানে বিক্রীত হইবে আমিও তথায় আমার ইষ্টক বিক্রয় করিয়া আপনার এই উপকারের পুরস্কারস্বরূপ বিপুল অর্থ প্রদান করিব, এবং আপনার নিকট চিরদিনের জন্য ক্রীত হইয়া থাকিব। বণিক বিপুল পুরস্কার লোভে

নৃপতিবাক্যে সম্মত হইল। তখন রাজা শ্রীবৎস কহিলেন, মহাশয়, আমার এমন কোন লোক নাই যে তাহাদিগের দ্বারা ইষ্টক বহন করাইয়া তরীর উপর আনয়ন করি। ইহা শ্রবণ করিয়া বণিক কহিল, আমার নৌকায় যথেষ্ট লোক আছে, আমি তাহাদিগের দ্বারা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি। এই বলিয়া, ইষ্টক বহন জন্য বণিক ভৃত্যদিগকে আদেশ করিল। তাহারা সত্বর হইয়া সমুদয় ইষ্টক বহন করিয়া নৌকাপূর্ণ করিল। তখন বণিক কহিল, মহাশয়! কালবিলম্ব করিলে আমার অতিশয় ক্ষতি হইবেক, অতএব আপনি সত্বর নৌকারূঢ় হউন।

রাজা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তরীতে আরোহণ করিলেন। তিনি সুরভির উপদেশ বাক্য ও মঙ্গলদায়িনী লক্ষ্মীদেবীর কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইলেন। দৈব প্রতিকূল হইলে মনুষ্যকে নানা প্রকার দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। রাজা তাহা স্মরণ করিবেন কেন? যেদিন তিনি সুরভি-আশ্রমে প্রথম উপস্থিত হইলেন, সেই দিন সুরভি তাঁহাকে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন যে, আমার আশ্রয় হইতে তুমি অন্যত্র গমন করিলে নিশ্চয়ই বিপদাপন্ন হইবে এবং তোমার

সদা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী লক্ষ্মীদেবী, তোমাকে আশ্রয় দিবার ও সচ্ছন্দে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে এই বনে পাঠাইয়া দিয়াছেন; এখানে যে ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করে, সর্ব্বদা তাহার চিত্তের আনন্দ লাভ হইয়া থাকে; সেই জন্য এই বনের নাম চিত্তানন্দ হইয়াছে। কিছু দিন পরে তোমার সকল প্রকার সুখ-সম্পত্তি লাভ হইবে ও চিন্তাদেবীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া বিপুল সুখের অধিকারী হইবে। এক্ষণে রাজা সে সকল উপদেশবাক্য একেবারে বিস্মৃত হইলেন। তাঁহাকে যে পুনর্ব্বার শনৈশ্চরের মায়াজালে পতিত হইতে হইবে, তাহা একবারও মনে করিলেন না, অথবা স্থানান্তরে গমনের বিষয় সুরভির নিকট জ্ঞাপন ও বিদায় গ্রহণ করিলেন না। যাহা হউক নৌকা সন্নিহিত হইলে বণিক তাঁহাকে সাদরে নৌকাপরি আরোহণ করাইয়া যথোচিত সম্মান করিতে লাগিল। কিন্তু বিপুল স্বর্ণ-ইষ্টক দর্শনে আপনার পণ্যদ্রব্য তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এবং উহা হরণ করিবার জন্য প্রবল লোভ জন্মিল। কিরূপে ঐ সকল ইষ্টক আপনার হস্ত-গত হইবে, তাহাই বণিক ভাবিতে লাগিল। আবার সে মনে করিতে লাগিল যে ইহার এখানে কেহই

নাই, কে উহাকে আশ্রয় বা সাহায্য প্রদান করিবে? এক্ষণে আমি উহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারি; ইহাই স্থির করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

বণিক, রাজার সহিত নানাপ্রকার ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে এবং আমোদ-আহ্লাদে দিবা অতিবাহিত করিল। রাজা শ্রীবৎস বণিকের বাহ্য সরলতা ও সৎ ব্যবহার দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং মনে মনে স্থিরকরিলেন যে আমি এই সাধুসহ সুখে সময় অতিবাহিত করিতে পারিব। আমার যে বহুমূল্য ইষ্টক আছে, তাহা আমি বিক্রয় করিয়া সাধুকে রীতিমত পুরস্কার প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিব এবং অবশিষ্ট অর্থে অন্যান্য ব্যবসায়ের ছলে নানা দেশ পর্য্যটনকরতঃ প্রিয়তমার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। যত দিন দৈবানুকূল না হইবে, ততদিন এই প্রকারে কালযাপন করিব। মনুষ্যের আশা ক্ষণস্থায়ী; কালচক্রের গতি যেমন অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, মনুষ্যের আশাও তৎসঙ্গে প্রতিনিয়ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব অবলম্বন করিতেছে। মহারাজ শ্রীবৎসের মনে যেরূপ আশা জন্মিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে তাহার বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হইল। যে বণিক নিজ কার্য্য উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার প্রাণপ্রতিমা চিন্তাদেবীকে অপহরণ করিয়া লই-

য়াছে, তাহার প্রতি মহারাজ শ্রীবৎসের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই।

বণিক রাজার প্রতি যেরূপ সরল ব্যবহার করিতেছে, তাহাতে কে বিশ্বাস করিবে যে সে ব্যক্তি অসাধু, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক? যাঁহার যেরূপ স্বভাব, তিনি সকলকেই তদ্রূপ দেখিয়া থাকেন। মহারাজ শ্রীবৎস আপন স্বভাবানুসারে বণিককেও সৎস্বভাবাপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। বণিক যে বিষকুম্ভ পয়োমুখ তাহা তাঁহার অণুমাত্র বিবেচনা হইল না। আর দৈব সানুকূল না থাকিলে মনুষ্য নানাপ্রকার কুপথ অবলম্বন করে, বিবেচনা সত্বেও হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়, রাজার তাহাই ঘটিয়াছিল; নচেৎ তিনি কেন দেববাক্য লঙ্ঘন করতঃ চিরসুখদায়ক চিন্তানন্দ বন পরিত্যাগ করিয়া সুখাভিলাষাকাঙ্ক্ষায় একজন প্রবঞ্চকের হস্তে পতিত হইবেন ও তাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিবেন? যাহা হউক তাঁহাকে যে ক্ষণকাল পরেই অশেষ দুঃখ সাগরে পতিত হইতে হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এইরূপে দিবাভাগ অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যা সময়ে সকলে আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। মহারাজ শ্রীবৎসও সূর্য্যদেবকে অস্তাচলগত দেখিয়া

সান্ধ্যোপাসনায়নিযুক্ত হইলেন ও তৎসঙ্গে আপন অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে প্রিয়াদর্শনজনিত ভাবনাই প্রবল ছিল।

আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে মহারাজ শ্রীবৎস ব্যতীত সকলেই আনন্দে আহারাদি করিল। পরে যথাযোগ্য স্থানে শয্যা প্রস্তুত করিয়া সকলেই শয়ন করিল। রাজার শয়ন-শয্যা বণিকের শয্যার পার্শ্বেই সংস্থাপিত হইল। সকলেই সুখে শয়ন করিল। রাজাও আপন শয্যায় শায়িত হইয়া বণিকের সহিত নানা প্রকার ধর্ম্মপ্রসঙ্গে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিয়া নিদ্রিত হইলেন। কর্ণধারগণের শয়ন নাই, তাহারা সমভাবে কর্ণ বহন করিতে লাগিল ও সারি গান পরিত্যাগ করিয়া তন্দ্রাবেশবশতঃ ঢুলিতে ঢুলিতে আপন কার্য্য সাধন করিতে তৎপর থাকিল।

এই প্রবঞ্চক বণিকের নৌকায় শ্রীবৎসের প্রাণ প্রতিমা চিন্তাদেবী দুঃখ ও শোকে জর্জ্জরিতা হইয়া কালযাপন করিতেছিলেন। তিনি সহসা জীবনসর্ব্বস্ব পতিধনকে সন্দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছিলেন; কিন্তু বণিকের যেরূপ ব্যবহার তাহাতে যে তাঁহাকে শীঘ্রই বিপন্ন হইতে হইবে, তাহা ভাবিয়া

অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, প্রাণেশ্বর আমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমাকে চিনিতে পারেন নাই; চিনিতে পারিলে নিশ্চয়ই আমাকে দেখিয়া অধীর হইয়া পড়িতেন এবং তৎক্ষণাৎ বণিক কর্ত্তৃক অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইতেন, সন্দেহ নাই। যাহা হউক ইনি এই সুবর্ণ ইষ্টকগুলি কোথায় পাইলেন, এবং কি উদ্দেশ্যেই বা কোথায় লইয়া যাইতেছেন, কিরূপে কাহার আশ্রয়ে এত দিন যাপন করিলেন, চিন্তা-দেবী ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। রাজার দৈহিক অবস্থা যে তাঁহার বিচ্ছেদে পূর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়, ইহা তাঁহাকে দেখিয়াই উপলব্ধ হইল। তখন চিন্তাদেবী এই সকল চিন্তা করিয়া মনে মনে নানা প্রকার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, প্রাণেশ্বর! দাসী সঙ্গে থাকিলে তোমাকে কখনই এরূপ অবস্থাপন্ন হইতে হইত না। হা নাথ! আমার জন্য কত কষ্টই ভোগ করিতেছ। আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছি যে এই দাসীর জন্যই তুমি ব্যবসায়চ্ছলে বণিক-সহবাস অবলম্বন করিয়া নানা দেশ পর্য্যটন করিবে বলিয়া মনে করিয়াছ। কিন্তু অভাগিনী যে যমকিঙ্করস্বরূপ নারকীর হস্তে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তুমি

তাহার কিছুই অবগত নহ। যাহা হউক দাসী নিকটে থাকিয়াও তোমার যন্ত্রণার লাঘব করিতে সক্ষম হইতেছে না, এই দুঃখ কখন আমার মন হইতে যাইবে না। যদি আমি আকার-ইঙ্গিতে আত্মপরিচয় প্রদান করি, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই এই পিশাচ কর্ত্তৃক যে কিরূপ বিপদে পতিত হইব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না, তজ্জ-ন্যই পরিচয় প্রদানে বিরতা রহিয়াছি, নচেৎ এখনই পরিচয় প্রদান করিয়া বহু দিবসের বিচ্ছেদানল তোমার বচনসুধায় নির্ব্বাণ করিতাম। হা প্রাণেশ্বর! কত দিনে দাসীকে এ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবে। আমি ত আমার উদ্ধারের কোন উপায় দেখিতেছি না, বিশেষত সম্প্রতি তুমি যে প্রবঞ্চকের হস্তে পতিত হইয়াছ, তাহাতে যে তোমাকে অচিরাৎ ঘোর বিপদে পতিত হইতে হইবে, তাহাতেই দাসীর প্রাণ কম্পিত হইতেছে।

হা জগদীশ্বর! আর কত কাল এরূপ যন্ত্রণা দিবে। হা গ্রহেশ্বর! তোমার মনে কি এতই ছিল। এত যাতনা দিয়াও কি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই! আরও যন্ত্রণা দিবার জন্য কি এই বিশ্বাসঘাতকের হস্তে পাতিত করিয়াছ। আমাকে অসহ্য যন্ত্রণা দিবার জন্য কি এক জনের হস্তে আমাদের উভয়কে আনিয়া নিক্ষিপ্ত

করিলে। শুনিয়াছি পাপের প্রায়শ্চিত্য স্বরূপ অশেষ দুঃখ ভোগ হইলে, পরে সুখ লাভ হইয়া থাকে। এখনও কি আমাদের পাপের অবশেষ আছে, আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে; ক্ষান্ত হও। যাঁহার যশ-সৌরভে পৃথিবী সৌগন্ধময়, যাঁহার সুশাসনে প্রজাবর্গ সদা সানন্দচিত্ত, যাঁহার ধর্ম্ম্যকার্য্যে দেবতারা পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তোমার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইতেছে না?

অনন্তর চিন্তাদেবী কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া আকাশ পানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, হে দেবাদিদেব! প্রসন্ন হউন। দেবতারা ক্রোধপ্রযুক্ত অভিসম্পাত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার ফলভোগ হইলেই প্রসন্ন হইয়া পুনঃ অভয়দানকরতঃ বর প্রদান করিয়া থাকেন; আমা-দিগের কি সে ফল ভোগের বাকী আছে? তিনি এইরূপ নানা প্রকার বিলাপ করিতেছেন ও তাঁহার জীবন সর্ব্বস্বের কি দশা ঘটে তাহাই ভাবিতেছেন। নিদ্রা মুহূর্ত্ত কালের জন্য তাঁহার চক্ষু অধিকার করিতে পারিতেছে না।

যখন নিশা গভীর হইয়া আসিল, চতুর্দ্দিক তমসাবৃত হইল, তরীস্থ জনগণ প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল, রাজারও তৎসঙ্গে নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শরীর অবসন্ন

হইয়া পড়িল এবং তরঙ্গিণী-বক্ষোত্থিত স্নিগ্ধকর সমীরণ স্পর্শে তিনি ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

সর্ব্ব-সন্তাপহারিণী নিদ্রা, কি ধনী, কি দুঃখী, কি পতি-বিয়োগ-বিধুরা, কি বৎসহারা অভাগিনী জননী, কি প্রবঞ্চক, কি দারিদ্রদুঃখকাতর বহু পরিবার-পোষক, কি সাধু, কি পাপী, সকলেরই সন্তাপ হরণ করিয়া থাকেন; কেবল অদ্য তরীস্থ বণিকের ও পতি-দুঃখকাতরা চিন্তাদেবীর চক্ষু অধিকার করিতে পারিতেছেন না।

ঘোর প্রবঞ্চক অবিশ্বাসী বণিক কি উপায়ে সাধুচেতা রাজাকে নদীবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া নিষ্কণ্টক হইবে ও তাঁহার বিপুল অর্থ নির্ব্বিবাদে অধিকার করিবে, কেবল তাহারই সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে। আর পতি-অনুগতা সাধ্বী কিরূপে দস্যুকবলিত পরমারাধ্য স্বামি-দেবতাকে রক্ষা করিবেন, এই চিন্তায় চিন্তিত রহিয়াছেন।

ক্রমে তরীস্থ সকলেই নিস্তব্ধ হইল, কর্ণধারগণ অধিক রাত্রি বশতঃ শ্লথ হস্তে ক্ষেপণী ক্ষেপণ করিতেছিল, রাজা সেই সময় নিরুদ্বেগে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন; এমন সময় পাষণ্ড বণিক আপন শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃশব্দে রাজার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত

হইয়া কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় না করিয়া, অর্থ-লোভে সর্ব্বলোকপূজ্য প্রজারঞ্জন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাজাধিরাজ শ্রীবৎসকে অবাধে তরঙ্গিণীবক্ষে নিক্ষেপ করিল!

রাজা হঠাৎ তরঙ্গিণীবক্ষে পাতিত হইয়া সন্তরণ কৌশল দ্বারা তরঙ্গের উপর ভাসমান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে বণিকবর! বোধ হয় আমি নিদ্রা-বস্থায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনসময়ে নদীবক্ষে পতিত হইয়াছি, আপনি ত্বরায় তরী আমার নিকটস্থ করিয়া আমাকে উত্তো-লন করুন। তরঙ্গিণীর শীতল বারিতে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া আসিতেছে এবং অসতর্কতানিবন্ধন প্রচুর পরিমাণে বারি উদরস্থ হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা দিতেছে; মহা-শয়! ক্ষণবিলম্ব না করিয়া আমাকে জল হইতে উত্তো-লন করুন। বণিক সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কর্ণধারগণকে ত্বরিতবেগে তরীচালনের আদেশ দিয়া, আপন শয্যায় শয়ন করিলেন।

রাজা দেখিলেন, কেহই তাঁহার সাহায্যের জন্য অগ্র-সর হইতেছে না, সকলেই নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে। কেবল বণিক কর্ণধারগণকে শীঘ্র তরী চালনার জন্য বারংবার তাড়না করিতেছে,তাহাতেই তিনি স্থির করিলেন যে বণিক অর্থলোভে ধর্ম্ম-ভয় না করিয়া আমাকে এই অবস্থাপন্ন

করিয়াছে, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, হে বণিকপ্রবর! আপনি যে বস্তুর জন্য আমায় এই দুর্গতি-গ্রস্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার কোন শঙ্কা নাই, আমার অর্জ্জিত অর্থ সকলই আপনি গ্রহণ করুন। তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, অনুগ্রহ করিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন এবং আমাকে কোন নগরীতে নামাইয়া দিয়া নির্ব্বিঘ্নে আমার ইষ্টক সকল গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করুন। কিন্তু কে তখন তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে; সকলেই পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ রহিল। ভৃত্যবর্গ জাগরিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার সন্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং রাজার আর্ত্তনাদে অত্যন্ত কাতর হইয়াও বণিকের ভয়ে কেহই সাহসী হইয়া তাঁহার উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইতে পারিল না। তখন রাজা হতাশ্বাস হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, হা জগদীশ্বর! আবার আমাকে এ কি বিপদে পাতিত করিলে। হা গ্রহপতে! তোমার মনে এতই ছিল! ধনজন সকলই হরণ করিয়া তাহাতেও তোমার বাসনা পূর্ণ হইল না! সাধ্বী চিন্তাদেবীকে পতিসঙ্গত্যাগিনী ও দস্যুহস্তে নিপতিতা এবং অসহ্য যাতনা প্রদান করিয়া, পরিশেষে আমাকে দুস্তর তরঙ্গা-

কুল নদী-বক্ষে নিক্ষেপ করিলে! এক্ষণে আরও কি আমার দুর্গতির বাকি আছে! হা সাধ্বি চিন্তে! তুমি এ সময় কোথায়, একবার আসিয়া জন্মের মত দেখা দাও, তোমার বিধুবদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে তরঙ্গিণীর পবিত্র জলে ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই। হা জীবিতেশ্বরি! আমার প্রাণ বিয়োগের আর অধিক বিলম্ব নাই, যদিও সন্তরণ-কৌশলে এখনও পর্য্যন্ত নৌকার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে পারিতেছি, কিন্তু উত্তাল তরঙ্গমালা অতিক্রম করা এক্ষণে আমার সাধ্যাতীত হইয়া আসিতেছে, শরীর ক্রমশঃ অবশ হইতেছে, হস্তপদচালনায় একান্ত অপারগ হইতেছি।

তখন চিন্তাদেবী, হা প্রাণনাথ! এই যে তোমার দাসী আমাদের দুরবস্থাকারী প্রবঞ্চক দস্যুর হস্তে পতিত হইয়া অবস্থান করিতেছে! পাছে তোমার অমঙ্গল হয়, এই আশঙ্কায় আত্মপরিচয় দিতে পারি নাই, যখন তুমি এই নারকীর নৌকারূঢ় হইয়াছিলে, তখন যে তোমাকে ভয়ঙ্কর দুঃখজালে জড়িত হইতে হইবে, ইহা স্থির করিয়াছিলাম। ভাগ্যে তাহাই ঘটিল, এই বলিয়া তিনি একটি উপাধান রাজসমীপে নিক্ষেপ করিলেন; রাজা তদবলম্বনে অনেক পরিমাণে সন্তরণশ্রম নিবারণ

করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, হা প্রিয়ে! তুমিও এই দস্যুর হস্তে পতিত হইয়া যন্ত্রণা পাইতেছ, বোধ করি ইহজীবনের দর্শন এই শেষ হইল, আর যদি আমাদিগের অদৃষ্টে দৈবাদেশ সত্য হয়, তাহা হইলে যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, এইরূপ অসহ্য যাতনা ভোগ করতঃ আশ্বস্তা হইয়া থাক, যদি তরঙ্গিণী অনুগ্রহ করিয়া জীবন রক্ষা করেন ও দেবতারা সানুকূল হন, তাহা হইলে পুনর্ব্বার উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া ইহার প্রতিফল দিবার চেষ্টা করিব। এই কথা বলিতে বলিতে তরী অদৃশ্য হইল, আর কাহারও কথা কাহারও কর্ণগোচর হইল না। তমসাচ্ছন্ন নিশাকালে বস্তু সকল অল্পদূরস্থ হইলে দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া পড়ে, তত্রাচ চিন্তাদেবী বাক্য-নিঃসরণ-শব্দানুসারে সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। যখন আর অস্ফুট শব্দও শ্রুতিগোচর হইল না, তখন তিনি শোকে নিতান্ত অধীরা হইয়া তটিনীর প্রতি কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ স্বচ্ছসলিলে! হে তাপিতজনতাপবারিণি! এজন্মের মত এই দুঃখিনী, তাপিনী পতিবিয়োগবিধুরার তাপ নিবারণ কর, এই প্রকার বলিতে বলিতে তিনি নদীতে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যতা হইলেন। তাহা দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে ধৃত করিল; এবং

তরীর এমন স্থানে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল যে, তিনি তথা হইতে কোনও ক্রমে বহির্গমনের উপায় করিতে পারিলেন না। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হা নৃশংসগণ! আর কেন আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, ত্বরায় ছাড়িয়া দাও, আমি কলনাদিনীর সুশীতল জলে ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুগামিনী হই। আর কেন আমাকে যন্ত্রণা দিতেছ? হে বণিকরাজ! আমায় আবদ্ধ করিয়া তোমার কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে? তোমার মনস্কামনা ত পূর্ণ হইয়াছে, তবে আর কেন অভাগিনীকে যাতনা দাও, শীঘ্র ছাড়িয়া দাও, আমার স্বর্গপথ রোধ করিও না, স্বর্গপথ রোধ করিলে তোমাকে ঘোর নরকে স্থান প্রাপ্ত হইতে হইবেক। তোমাকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, আমার গতি রোধ করিও না। কিন্তু বণিক সে কথায় কর্ণপাত করিল না। ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কায় তাঁহাকে সাবধান পূর্ব্বক আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য বণিক ভৃত্যগণকে আদেশ করিল। ভৃত্যগণ প্রভুর আদেশ সতর্কতার সহিত পালন করিতে তৎপর হইল। কিন্তু তাঁহার কুৎসিত রূপ দর্শনে কেহই তাঁহাকে কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা করিল না, ইহাই তাঁহার সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

বণিক অতিশয় আনন্দিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, আমি এত দিনে নিষ্কণ্টক হইলাম। উহাকে যে অবস্থাপন্ন করিয়াছি, তাহাতে যে এই তরঙ্গাকুল নদী হইতে নিস্তার পাইবে, তাহা কখনই সম্ভবে না এবং জানিলাম যে এই স্ত্রীলোক উহারই স্ত্রী, কেহ যে ইহার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিবে, এক্ষণে সে সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হইলাম।

চিন্তাদেবী যখন দেখিলেন যে আর কোন উপায় নাই, তখন শোকে তাপে নিতান্ত জর্জ্জরীভূতা হইয়া কাতর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে বণিকরাজ! আমায় ছাড়িয়া দাও, যদি ধর্ম্মভয় থাকে, তাহা হইলে আমার কথানুযায়ী কার্য্য কর; নচেৎ নিশ্চয়ই তোমার বিপদ হইবার সম্ভাবনা। যদি দেবতাগণ সজীব থাকেন, যদি পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম লোপ পাইয়া না থাকে এবং আমি যদি যথার্থ সাধ্বী হই, তাহা হইলে তুমি অচিরাৎ ইহার ফল ভোগ করিবে। এই বলিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন। এই রূপে শোক ও পরিতাপকরতঃ কখনও বিচেতন, কখনও বা সংজ্ঞালাভ করিয়া পূর্ব্ববৎ বিলাপ করিতে থাকেন। এই প্রকারে তিনি মুমূর্ষার ন্যায় হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

বণিকের তরী নিরাপদ হইয়া নানা দেশ পর্য্যটন করিতে লাগিল এবং বণিক নানা নগরী হইতে নব নব পণ্যদ্রব্য ক্রয় ও আপন দ্রব্য বিক্রয়াদি দ্বারা বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এদিকে মহারাজ শ্রীবৎস উপাধান-আশ্রয়ে নদী-বক্ষে ভাসমান হইয়া রহিলেন। তাঁহার অঙ্গসকল অবশ হইয়া পড়িল, তিনি চেতনাহীন হইলেন।

এইরূপ বিচেতন অবস্থায় দুই দিবস ভাসিয়া ভাসিয়া অনুকূল বায়ু বশতঃ নদীতীরস্থ একটি পুষ্পোদ্যানের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্যানস্থিত লতা নদীতে সংলগ্ন থাকায়, তাহাতে জড়িত হইয়া তাঁহার যথেচ্ছ গমনের গতি রোধ করিয়াছিল; সুতরাং রাজা সেই স্থানেই আবদ্ধ হইয়া রহিলেন।

সেই দিবস অপরাহ্ণ সময়ে এক প্রৌঢ়া মালিনী পুষ্পচয়ন-অভিলাষে সাজী হস্তে সেই উদ্যানে আসিয়া উপনীত হইল, এবং নানা প্রকার পুষ্প চয়ন করিতে করিতে ক্রমশঃ নদীকূলস্থিত পুষ্পবৃক্ষের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তত্রস্থ পুষ্পচয়ন সময়ে পুষ্পবৃক্ষের মধ্যস্থ অনাবৃত স্থান দিয়া নদীকূলে তাহার দৃষ্টি পতিত হওয়ায় দেখিতে পাইল যে একটি সুন্দর যুবা উপাধান

মাত্র আশ্রয় করিয়া নদীজলে ভাসমান রহিয়াছে, তদ্দর্শনে সে ভীতা ও চকিতা হইয়া সেই দিকে অনিমিষ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া রহিল। এইরূপে কিছুক্ষণ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বিবেচনা করিল যে, এ ব্যক্তি মৃত নহে, মৃত হইলে শরীরের কান্তি এরূপ থাকিত না। শরীরা-ভ্যন্তরে জল প্রবেশ করিয়া ফুলিয়া অবশ্যই স্থূল হইত। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই জীবিত আছে, তবে কেবল তরঙ্গিণীর শীতল জলে ও উত্তাল তরঙ্গাঘাতে অবশেন্দ্রিয় হইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক সন্নিকটস্থ হইয়া দেখিলেই সন্দেহ দূরীভূত হইবে। মালিনী অতিশয় বিচক্ষণা ও চতুরা ছিল। নদীকূলে নামিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইয়া দেখিল যে যুবকের চক্ষুর্জ্যোতি জীবিত ব্যক্তির ন্যায় রহিয়াছে, এবং কিছুমাত্র অঙ্গবৈকল্য হয় নাই। ইহাঁর দেহে নিশ্চ-য়ই প্রাণ আছে. শুশ্রূষা করিলে চেতনা প্রাপ্ত হইবে, এই বিবেচনা করিয়া দয়াশীলা মালিনী অকুতোভয়ে প্রাণপণে তাঁহাকে নদীতটে উত্তোলন করিল এবং উদ্যান সন্নি-কটস্থ ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া কাষ্ঠ ও অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক তথায় অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাঁহার অঙ্গের সমু-দয় স্থান উত্তপ্ত করিল। শৈত্য নিবারণ হেতু ক্রমশঃ রাজার চৈতন্যোদয় হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে তিনি

নয়ন উন্মীলন করিলেন এবং মুখব্যাদান করাতে মালিনী বুঝিতে পারিল যে তিনি অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইয়াছেন, তখন নদী হইতে অঞ্জলি করিয়া জল আনিয়া তাঁহাকে পান করাইল। তাহাতে রাজার বাক্য-নিঃসরণ-ক্ষমতা জন্মিল। তিনি অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন, মাতঃ! আপনি আমার জীবন দান করিলেন। যদি মৃত দেহে জীবন প্রদান করিলেন, তবে জীবনধারণের জন্য কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য দ্বারা ক্ষুধাশান্তি করুন। মালিনী অতি ব্যস্তে পুনর্ব্বার বাটীতে গমনপূর্ব্বক ত্বরায় আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে আহার করাইল। রাজা পান ভোজনে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

রাজার সুস্থাবস্থা দেখিয়া মালিনী অতিশয় আনন্দিতা হইল এবং রাজার পরিচয় ও জলমগ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

রাজা কহিলেন, জননি! তাহা পরে বলিব, আমি আপনার কৃত উপকারে চমৎকৃত হইয়াছি। হে দয়া-শীলে! বোধ হয় আমি বিচেতন অবস্থায় মৃতের ন্যায় নদীতে ভাসিতেছিলাম, আপনি যে স্ত্রীলোক হইয়া নির্ভয়ে জীবিত-বোধে আমাকে উত্তোলিত করিয়া সংজ্ঞা-

লাভ করাইয়াছেন, ইহা সামান্য সাহসের কার্য্য নহে, এবং এ প্রকার নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা লোকসমাজে অতি বিরল। আপনি যে উপায়ে আমার প্রাণদান করিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধনীয় দ্রব্য জগতে সৃষ্টি হয় নাই। যাহা হউক আপনি অদ্য হইতে আমার মাতৃতুল্য। আমি আপনাকে মাতৃষ্বসা জ্ঞান করিব।

মালিনী রাজপ্রমুখাৎ সুমিষ্ট বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিতা হইল; এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল যে ইঁহার যেরূপ কান্তি ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব, তাহাতে সামান্য লোক বলিয়া বোধ হয় না। আর মুখে, হস্তে ও বাহুতে নানা প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এ সকল চিহ্ন নৃপতিগণেরই হইয়া থাকে। যাহা হউক, মালিনী তাঁহার সুমিষ্ট বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া কহিল, বৎস! তোমার বিপদের কারণ বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর।

তখন রাজা কহিলেন, মাতৃষ্বসে! আমি একজন হত-ভাগ্য পুরুষ, গ্রহবৈগুণ্যে নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করি-তেছি। পরিশেষে গৃহত্যাগী ও বনবাসী হইয়াও নিস্তার

পাইলাম না। অদৃষ্টের দোষে নানা স্থল পর্য্যটন করিয়াও সুখী হইতে পারিতেছি না; যে হতভাগ্য, তাহার সুখ কোথায়! একে দৈব-পীড়ায় পীড়িত হইয়া নানা কষ্ট ভোগ করিতেছি, তাহার উপর আবার এক প্রবঞ্চকের হস্তে পতিত হইয়া অধিকতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলাম; এক্ষণে আপনার সন্দর্শনে ও আপনার সাধুতা, দয়াশীলতা, ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা দর্শনে আমি একেবারে মোহিত হইয়াছি; মহীতলে আপনার তুল্যা গুণবতী দ্বিতীয়া রমণী আছে কিনা সন্দেহ। মালিনী সহর্ষে কহিল, বৎস! আমি তোমার আকার প্রকার দর্শনে ও মধুর বাক্যে মোহিতা হইয়াছি এবং কিছুতেই তোমাকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া বোধ করিতেছি না। তুমি অবশ্যই মহৎ বংশোদ্ভূত সন্দেহ নাই। আমি সামান্যা নারী, তোমার ন্যায় মহৎ লোকের পরিচয় লইবার যোগ্যা নহি। বৎস, তুমি তোমার বিবরণ আমাকে যেরূপ কহিলে ও এক্ষণে তোমার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে আমি কোন প্রকারে তোমাকে স্থানান্তরে যাইতে বলিতে পারি না। আমি দুঃখিনী, পুষ্পাদি বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, আমার আর কেহই নাই, যাহা উপার্জ্জন করি, তাহাতে উদ্বৃত্ত ব্যতীত অসঙ্কুলান হয় না। রাজ-

বাটীতে রাজমহিলাদিগের পূজার জন্য নিত্য নিত্য ফুল দিয়া থাকি এবং তাহাতে আমার যথেষ্ট উপার্জ্জন হইয়া থাকে। অতএব বলিতে সাহস হয় না, যদি তুমি অনুগ্রহ করিয়া দুঃখিনীর বাটীতে গমন কর ও যত দিন না শরীর সবল ও গমনপটু হইবে ততদিন পর্য্যন্ত অবস্থান কর, তাহা হইলে আমি কৃতার্থতা লাভ করি।

মহারাজ শ্রীবৎস মালিনীর বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং কহিলেন,মাতঃ! তজ্জন্য আপনি এত সঙ্কুচিতা হইতেছেন কেন? আপনি মাতৃতুল্যা, সন্তানের প্রতি ওরূপ ব্যবহার করা আপনার কর্ত্তব্য নহে, আমি আপনার নিকট স্বীকার করিতেছি যে, যতদিন না অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবে, ততদিন আপনার আলয়ে অবস্থান করিয়া সুখে দিন অতিবাহিত করিব। পরে, যদি দেবতাগণ অনুকূল হন, তাহা হইলে আপনার নিকট বিশেষ পরিচয় প্রদান করিব এবং আপনার কৃত উপকারের কিঞ্চিন্মাত্র প্রত্যুপকার করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। এক্ষণে চলুন, আপনার ভবনে গমন করি, আর নদীকূলে থাকিবার প্রয়োজন নাই।

মালিনী রাজাকে স্বীকৃত দেখিয়া অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সত্বরগমনে আপন ভবনে প্রত্যাগত হইল এবং গৃহাদি সমুদয় দেখাইয়া কহিল, বৎস! আজ হইতে এ সকলই তোমার; তুমি ইহাদিগকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার।

রাজা তাহার সরলতা ও নিঃস্বার্থতা দর্শনে যার পর নাই চমৎকৃত হইলেন, এবং মনে মনে মালিনীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তথায় কিছুদিন সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

রাজা মালিনীর যত্নে ও স্নেহে এরূপ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন যে, ভার্য্যা-বিয়োগ-যাতনাও তাঁহাকে অধিক কাতর করিতে পারে নাই। তিনি সর্ব্বদা নানাপ্রকার চিত্র দর্শন ও পুষ্পোদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেন। তিনি কোন্ নগরীতে আসিয়াছেন এবং তথাকার রাজাই বা কে, সে স্থানের আচার ব্যবহারই বা কিরূপ, ইহাও জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ পাইতেন না; বস্তুতঃ তিনি মালিনীর নিকট মাতৃ-অঙ্কস্থিত শিশুর ন্যায় আদরে ও স্নেহে ছিলেন।

একদা রাজা আহারাদি সমাপনান্তে অপরাহ্নে মালিনীকে নিশ্চিন্ত দেখিয়া কহিলেন, জননি! আমি এতদিন

আপনার নিকট পুত্রবৎ স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছি, এক দিবসের জন্যও কোন প্রকার কষ্ট পাই নাই। আমি কি ইহার শতাংশের একাংশ মাত্র প্রত্যুপকার করিতে পারিব ?

মালিনী শুনিয়া হর্ষগদগদ স্বরে কহিল, বৎস! জগদীশ্বর যেন আমাকে চিরদিনই এইরূপ করিতে দেন, এবং যাবজ্জীবন যেন তোমার চন্দ্রবদন দর্শন করিয়া সুখী হইতে পারি। বৎস! এক্ষণে তুমি ব্যতীত আমার আর কেহই নাই, তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন। সর্ব্বদা ইচ্ছা হয় যে, নব বধূমাতার বিধুবদন নিরীক্ষণ করিয়া সুখী হই। জগদীশ্বর কি আমার সে আশা পূর্ণ করিবেন ?

রাজা শুনিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন এবং চিন্তা-দেবীর কথা হৃদয়ে জাগরূক হওয়াতে আকুলিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অনেক কষ্টে চিত্ত সংযম করতঃ কহিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে ইহা অসম্ভব নহে। সে যাহা হউক মাতঃ! এতদিন এ নগরীর নাম, আচারব্যবহার ও পদ্ধতি প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে মনে হয় নাই। এক্ষণে এই সমুদয় বিস্তারিতরূপে বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।

মালিনী রাজার বাক্যে পরম আহ্লাদিতা হইয়া কহিল, বৎস! আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই নগরীর নাম সৌতীপুর, এখানকার রাজার নাম বাসুদেব, মহারাজ বাসুদেব অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে-ছেন। এক্ষণে তাঁহার ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; রাজা শৌর্য্য ও বীর্য্যে যেরূপ বিখ্যাত, ধর্ম্মকার্য্যে তদপেক্ষা অধিক। তাঁহার অসাধারণ দানশীলতায় রাজ্যমধ্যে দীনদরিদ্রের সংখ্যা অতি অল্প। তাঁহার যশঃ ও গুণগরিমায় রাজ্য পরিপূরিত। বৎস! এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজা প্রায় দেখা যায় না। সম্প্রতি রাজবাটীতে এক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, রাজ-পুরী জনতায় পরিপূর্ণ।

ইহা শ্রবণ করিয়া মহারাজ শ্রীবৎস কহিলেন, রাজ-বাটীতে এ সময়ে কিসের উৎসব হইতেছে? এক্ষণে কি রাজবাটীতে কোন শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে?

মালিনী কহিল, বৎস! ইহাতে একটি রহস্য আছে, বলিতেছি শ্রবণ কর, একদিন মহারাজ বাসুদেব রাজ-কার্য্য সমাপনানন্তর অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলে, রাজ্ঞী যথোচিত যত্নসহকারে রাজাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শ্রান্তি

দূর করিবার জন্য ব্যজনাদি কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাজা শ্রান্তি দূর করিয়া স্নানকরতঃ ইষ্ট দেবাদির পূজা সমাপনানন্তর ভোজনগৃহে গমনপূর্ব্বক, ভোজ্যাসনোপরি উপবিষ্ট হইলে মহারাজের এক অলৌকিক রূপ-লাবণ্যবতী অবিবাহিতা ষোড়শী কন্যা সুবর্ণময় পাত্রে উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্যাদি সুসজ্জিত করিয়া রাজসমীপে আনয়নকরতঃ সংস্থাপন করিল। রাজা তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়া রাজ্ঞী-বোধে স্বীয় কন্যাকে পরিহাস করিয়াছিলেন! তাহাতে কন্যা আশ্চর্য্যান্বিতা ও বিষা-দিতা হইয়া ত্বরিতগমনে মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পরিহাসবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। রাজ্ঞী শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধপরবশা হইয়া সত্বরগমনে রাজ-সন্নিধানে আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপ-নার যত বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, তৎসঙ্গে কি বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিতেছে? আপনি কন্যার সহিত কিরূপ পরি-হাস করিয়াছেন? রাজা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া কহিলেন, রাজ্ঞি! অদ্য কি আমার আহারীয় দ্রব্য তোমার দ্বারা আনীত হয় নাই? কন্যা ভদ্রা কি এত বড় হইয়াছে? ইহা তুমি আমাকে এক দিবসের জন্যও বল নাই। এরূপ কন্যা গৃহে রাখা যে কত দূর

দূষণীয়, তাহা বলিবার নয়; ইহাতে মাতাপিতার যে মহৎ অমঙ্গল হয়, তাহার সন্দেহ নাই। আমি অদ্যই প্রাণপ্রতিম কন্যার উদ্বাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইব। আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। প্রিয়তমে! তুমি আর আমাকে বৃথা ভর্ৎসনা করিও না। না জানিয়া এরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। যত দিন না জীবনস্বরূপা কন্যার শুভ উদ্বাহকার্য্য সমাপন করিব, তত দিন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব না।

এই বলিয়া ভোজনান্তে আচমনক্রিয়াদি সমাপনানন্তর তাম্বুল গ্রহণ না করিয়াই রাজা অবিলম্বে বহিঃপ্রকোষ্ঠে গমন করতঃ রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তথায় প্রধান প্রধান মন্ত্রিবর্গকে ডাকাইয়া চতুর্দ্দিকস্থ স্বাধীন রাজপুত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতে আদেশ দিলেন। নিমন্ত্রণপত্রিকায় এইরূপ লিখিত হইল যে, মহারাজ বাসুদেবের সর্ব্বসুলক্ষণা অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী ভদ্রা নাম্নী কন্যার শুভ স্বয়ম্বর হইবে; যিনি পরিণয়-ইচ্ছুক, তিনি ত্বরায় সৌতীপুরে আগমন করুন। নিমন্ত্রণ-পত্রিকা সর্ব্বত্র প্রেরিত হইলে, রাজা নগরী সুশোভিত করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। তজ্জন্যই নগরী স্বাভাবিক অবস্থা হইতে জনতা পূর্ণ হইয়াছে। আগামী

কল্য স্বয়ম্বরের দিন স্থিরীকৃত হইয়াছে। বৎস! যদি তাহা দর্শনেচ্ছুক হইয়া থাক, কল্য যথাসময়ে আহারাদি সমাপনানন্তর রাজবাটীতে গমন করিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য পরিণয়ব্যাপার সন্দর্শন করিও। কল্য অবারিত দ্বার, কাহারও যাইতে নিষেধ নাই।

প্রথমতঃ নগরীর সুপ্রণালীপূর্ব্বক সুশোভন কার্য্য, ও মধ্যে মধ্যে বিচিত্র কারুকার্য্যে খচিত তোরণ ও সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্মের দুই পার্শ্বে শ্বেতবর্ণ অট্টালিকা শ্রেণী দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইবে। পরে রাজবাটীর বিচিত্র অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যদর্শন ও দেবতুল্য রাজপুত্রগণের সমাবেশ সন্দর্শনে বিপুল আনন্দ লাভ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। তদনন্তর যখন অসামান্য রূপযৌবনসম্পন্না ভদ্রা নাম্নী রূপসী কন্যা বরমাল্য হস্তে রাজসভামণ্ডপে উপস্থিত হইবেন, তখন দর্শকমাত্রেই বিমোহিত হইবে। ভদ্রার ন্যায় রূপবতী কন্যা পৃথ্বিতলে দ্বিতীয়া আছে কিনা সন্দেহ। বৎস! যদি মহামুনি বাল্মীকিবিরচিত রামায়ণ গ্রন্থে অহল্যা, সীতা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি সাধ্বীগণের রূপবর্ণনা পাঠ করিয়া থাক এবং সেই সকল বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহা হইলে ভদ্রাবতী সেই প্রাতঃস্মরণীয়া সাধ্বীগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন বলিয়া জানিবে।

রাজা মালিনীর প্রমুখাৎ এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং রাজসভা দর্শন জন্য অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। তিনি মালি-নীকে কহিলেন, মাতৃষ্বসে! আমি কল্য নগরীর এই সমস্ত সৌন্দর্য্য ও এই স্থানের রাজা ও বহু রাজপুত্র এবং স্বয়ম্বর পরিদর্শন করিয়া কৌতূহল নিবারণ করিব।

পরদিন প্রাতে রাজা শয্যা পরিহার করিয়া প্রাতঃ-কৃত্য সমাপন করতঃ আহারাদির উদ্যোগ জন্য মালি-নীকে কহিলেন। মালিনী ত্বরায় তাঁহার আহারাদির আয়োজন করিয়া দিল। রাজা স্বহস্তে পাকাদি করিয়া ভোজনক্রিয়া সমাপন করিলেন, এবং যথাযোগ্য বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া স্বয়ম্বর স্থলে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া মালিনী হর্ষিত হইয়া সস্নেহে কহিল, বৎস! তুমি অতি সাবধানে রাজসভায় যাইও; যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইও। স্বয়ম্বর কার্য্য সমাধা হইলে ক্ষণবিলম্ব না করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিও। আমি কেবল তোমার আগমন-প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া রহিলাম। রাজা মালিনীর স্নেহে ও যত্নে অত্যন্ত মোহিত হইয়াছিলেন। মালিনীর বাক্যে সম্মত হইয়া রাজপ্রাসাদাভিমুখে

গমন করিলেন। রাজা নগরীমধ্যে উপনীত হইয়া নগরীর সুশৃঙ্খলতা ও সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে পুলকিত হইতে লাগিলেন। রাজবর্ত্মের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ বিপণি ও চারিদিকে উদ্বাহ-উৎসবের তোরণাবলী ও নানা প্রকার বিচিত্র অত্যাশ্চর্য্য সৌধশ্রেণী দেখিতে দেখিতে তিনি রাজবাটীর সমীপস্থ হইলেন। এবং রাজবাটীর বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করতঃ ক্রমশঃ স্বয়ম্বর স্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, তথায় শোভার পরিসীমা নাই; দুই চক্ষুতে দর্শনকার্য্য সম্পন্ন করা দুরূহ। নানাদেশীয় রাজগণ নানাবিধ মণিমাণিক্যখচিত বেশভূষায় ভূষিত হইয়া পৃথক পৃথক আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সকলেই রূপবতী ভদ্রাভিলাষী হইয়া সন্দিগ্ধ চিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন। অন্যান্য সকলেই যথাযোগ্য আসন পরিগ্রহ করিয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন, কেহই অনাদৃত হইতে-ছেন না। সকলেরই যথানিয়মে সম্মান রক্ষা করা হই-তেছে। রাজা বাহুদেব, বিবাহ-ইচ্ছুক রাজপুত্রগণের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে বহুমূল্য রত্নাদিখচিত উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া যথারীতি তত্ত্বাবধানের আদেশ দিতেছেন। ইহা দেখিয়া, রাজা শ্রীবৎস মনে

মনে মহারাজ বাহুদেবকে অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

স্বয়ম্বর সভার সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে নহবতাদি বিবিধ বাদন যন্ত্র বাদিত হইয়া সভাস্থল নিনাদিত করিতেছে। সভার পশ্চাদ্ভাগে অন্তরাল হইতে রমণী-গণ কর্ত্তৃক শঙ্খ বাদিত হইয়া রাজপুত্রগণের পরিণয়েচ্ছা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে।

ভদ্রাদেবী বাল্যাবধি মনোমত পত্যাভিলাষে একান্ত ভক্তিসহকারে হরগৌরী পূজা করিয়াছেন ও পূজান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কায়মনোবাক্যে আপন অভীষ্টপ্রার্থিনী হইয়া আসিতেছেন। অদ্য কায়মনো-বাক্যে ভক্তিসহকারে শিবপার্ব্বতী পূজা করিতেছেন এবং মনে মনে বলিতেছেন, দয়াময়ি! আজ আমাকে চিরাভি-লষিত বর প্রদান করিয়া চির সুখী কর। আমি তোমার একান্ত অনুগতা কিঙ্করী। আজ আমায় নিরাশ করিয়া স্বীয় নামে কলঙ্ক আরোপ করিও না। হে জগৎপ্রস-বিনি! আজ দাসীর প্রতি প্রসন্না হও।

শুভপরিণয়ের সময় রাজ্ঞী স্বয়ং দেবীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মা ভদ্রে! পূজা কি সমাপন হইয়াছে? তাহা হইলে সত্বর আইস। মহা-

রাজ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, ত্বরায় তোমাকে স্বয়ম্বর স্থলে গমন করিতে হইবে। মা! তুমি মনোমত পতি লাভ করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন কর। ভদ্রাবতী দেবীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে কহিলেন, মাগো! দাসীকে চিরদুঃখিনী করিও না। অনন্তর মাতৃসমভি-ব্যাহারে গমন করিলেন।

রাণী স্বহস্তে কন্যাকে নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া দিলেন। অনন্তর দুই জন দাসী সমভিব্যাহারে স্বয়ম্বর স্থানে যাইবার পূর্ব্বে সযত্নে মাল্য, চন্দন ও দধিপাত্র হস্তে দিয়া কহিলেন, মা! আশীর্ব্বাদ করি, চিরসুখী হও। ভদ্রাবতী ভক্তিসহকারে মনে মনে ইষ্টদেবীর ধ্যান করতঃ দাসী সমভিব্যাহারিণী হইয়া মন্থরগমনে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলেন। ভদ্রাদেবী তথায় উপনীত হইলে দর্শক বৃন্দমাত্রেই আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার সেই দেবীতুল্যা রূপমাধুরী অনিমিষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগি-লেন। রাজপুত্রগণ স্থিরা তড়িৎসমা প্রভাবিশিষ্টা বর্ণজ্যোতিঃ ও সুঠাম অঙ্গ-সৌষ্ঠব সন্দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। যাঁহার চক্ষু যে অঙ্গে পতিত হইল, কিছুতেই আর তথা হইতে বিচলিত হইল না; সকলেই মনে করিতে লাগি-

লেন যে এই বরবর্ণিণী যাহার গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিয়া সুখী করিবেন, সেই এই জগতে ধন্য। এই অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী লক্ষীস্বরূপিনী ভদ্রা আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠা অসম্ভব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া ধৈর্য্যধারণে অক্ষম হইলেন।

তখন মহারাজ বাহুদেব সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন, মা ভদ্রে! এই স্বয়ম্বরস্থলে অতি সম্ভ্রান্ত বলবীর্য্যশালী রূপযৌবন সম্পন্ন রাজপুত্রগণ সমুপস্থিত হইয়াছেন। তুমি ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা কর, তাঁহারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিয়া সভাস্থ জনগণের হর্ষ বর্দ্ধন ও আমার চির অভিলষিত আশা পূর্ণ কর।

ভদ্রা পিতৃবাক্যে অধিকতর অধীরা হইয়া পড়িলেন। তিনি এখনও দৈবাদেশ প্রাপ্ত হন নাই। তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া অচলবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। অনেক কষ্টে চিত্ত সংযম করিয়া ভাবিতে লাগিলেন এক্ষণে কি করি, বুঝি স্বয়ম্বর আমার বিড়ম্বনা হইয়া উঠে।

মনে মনে এইরূপ নানা প্রকার ভাবিতেছেন, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না যে, কাহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। যে সকল রাজপুত্র সমবেত হইয়াছেন

তাঁহাদিগের মধ্যে একজনও তাঁহার মনোনীত নহেন। তিনি বিষম বিপদে পতিত হইয়া সজল নয়নে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া ভক্তিগদগদ স্বরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, মাগো! আমি বাল্যাবধি তোমার অভয়পদ সেবা করিয়াছিলাম বলিয়া কি দাসীকে দুস্তর সঙ্কট-সাগরে নিক্ষিপ্তা করিলে? মা! এক্ষণে কূল দেখাইয়া দিয়া দাসীকে বিপদ হইতে উদ্ধার কর; চিরাভিলষিত মনোবাঞ্ছা কি পূর্ণ করিবে না। এই বলিয়া জগৎপালিনী জগদম্বার ধ্যান করতঃ অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইল। ভদ্রাবতী স্বয়ম্বর সভা মধ্যে অস্পন্দের ন্যায় দণ্ডায়মানা; এমন সময় কে যেন অনুচ্চস্বরে তাঁহার কর্ণে আসিয়া কহিল, বৎসে! আর চিন্তা করিও না, এখনই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। তুমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন সসাগরা সদ্বীপা পৃথীবীর অধীশ্বর মহারাজ শ্রীবৎসের গলে বরমাল্য প্রদান করিয়া চিরসুখী হও। কিন্তু তিনি এক্ষণে দৈব বিড়ম্বনায় হীনবেশে সভামণ্ডপের বহির্ভাগে কদম্বতরুতলে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার সূর্য্যসম কান্তি দেখিলেই তুমি তাঁহাকে চিনিতে পারিবে। তথায় গমন করিয়া তাঁহার গলদেশে ত্বরায় বরমাল্য প্রদানে আত্মজীবন সুখী কর।

কিন্তু স্বামীর পরিচয়বাক্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। তিনি শনিকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া এইপ্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহার মুক্তির সময় উপস্থিত। তুমি অদ্য হইতে স্বামি-অনুগতা হইয়া সাধ্বীনামের গৌরবরক্ষা-করতঃ নারীকুলের আদরণীয়া ও অগ্রগণ্যা হও। এই বলিয়া দৈবাদেশ নিস্তব্ধ হইল। ইহা শ্রবণ করিয়া ভদ্রা-দেবী যেন মৃতদেহে জীবন প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার চৈতন্য হইল এবং মনে মনে স্থির করিলেন, দেবী প্রসন্না হইয়া আমায় বর প্রদান করিয়াছেন। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া সভার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগি-লেন। তাহা দেখিয়া রাজপুত্রগণ ভদ্রাদেবী কাহার গলে চিরসুখকর মাল্যপ্রদান করেন,ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। সকলেই নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করিতে লাগি-লেন। সাধ্বী ভদ্রা চতুদ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে সভা হইতে কিঞ্চিদ্দূরে কদম্বতরুমূলে প্রভাকরের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট সুঠাম মূর্ত্তি মহারাজ শ্রীবৎস সামান্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছেন। ভদ্রা তাঁহাকে দেখিবামাত্র মুগ্ধা হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সঙ্গিনীসমভিব্যাহারিণী হইয়া তৎসমীপে গমনকরতঃ সহাস্যবদনে দেবতুল্য শ্রীবৎসের গল-

দেশে বরমাল্য প্রদান করিয়া স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিলেন।

তাহা দেখিয়া রাজপুত্রগণ যুগপৎ হাস্যকরতঃ করতালি প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, মহারাজ বাহুদেব যেমন রাজমধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁহার কন্যাও তদনুরূপ পতি লাভ করিয়াছেন। কেহ বলিতে লাগিলেন, ছি ভদ্রে! নানাদিগ্‌দেশ হইতে এত রাজপুত্র তোমার পরিণয়প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত না করিয়া এক জন সামান্য অপরিচিত ব্যক্তির গলে বরমাল্য প্রদান করিতে লজ্জা বোধ হইল না? এইরূপে সকলেই নানা প্রকার তিরস্কার করিতে লাগিল।

কেহ কেহ বা মহারাজ শ্রীবৎসের ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় রূপজ্যোতিঃ সন্দর্শন করিয়া কহিতে লাগিল যে,এই মনুষ্য কখন সামান্য নহে, ইনি কোন ছদ্মবেশী রাজপুত্র ইহাতে সন্দেহ নাই, এইরূপে সকলেই নানা প্রকার আলোচনা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। ভদ্রাবতী তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণা হইলেন না, বরং সহাস্যবদনে নতমুখী হইয়া পতিপার্শ্বে দণ্ডায়মানা রহিলেন।

মহারাজ বাহুদেব এতক্ষণ পর্য্যন্ত সিংহাসনোপরি

উপবিষ্ট থাকিয়া লজ্জা ও ঘৃণায় অধোবদন ছিলেন। রাজপুত্রগণ সভা হইতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, তিনি ভদ্রার এই ঘৃণিত আচরণে ক্রোধে অধীর হইয়া আরক্তলোচনে কন্যার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপকরতঃ কহিতে লাগিলেন, ভদ্রে! তোমার এ কি ব্যবহার? তুমি বাল্যাবধি মনোমত পতিলাভজন্য পার্ব্বতী পূজা করিতে, এই কি তাহার ফল? এই বহুজনাকীর্ণ ও বহু রাজপুত্রপরিবৃত সভাস্থলে আমায় অপমানিত ও চিরকলঙ্কিত করিতে তোমার কিঞ্চিৎ লজ্জা বোধ হইল না? আমি তোমাকে চিরদিন আদরে প্রতিপালন করিয়াছিলাম, অদ্য তুমি তাহার উত্তমরূপ পুরস্কার প্রদান করিয়াছ। মনে করিয়াছিলাম, আমার ন্যায় সম্মানিত কোন রাজপুত্রের গলে বরমাল্য প্রদান করিয়া চিরসুখী হইবে ও সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিবে, কিন্তু তুমি তাহার বিপরীত কার্য্যই করিয়াছ। রাজকন্যা হইয়া দরিদ্রের ঘরণী হইবে, ইহা তোমার অদৃষ্টের লিপি ও গৌরী পূজার ফল। অতএব এক্ষণে আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, আমি এরূপ কুলকলঙ্কিনীর মুখ ক্ষণকালের জন্যও অবলোকন করিতে ইচ্ছা করি না। এই বলিয়া রাজা ক্রোধে ও দুঃখে ক্ষণবিলম্ব না করিয়া বিষণ্ণবদনে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে রাজ্ঞী কন্যাকে স্বয়ম্বরস্থানে প্রেরণ করিয়া অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণের সহিত স্বয়ংবর সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন ও মনে মনে ভাবিতেছেন, অদ্য প্রিয়তমা ভদ্রা মনোমত পতি লাভ করিয়া সুখী হইবে, কিয়ৎক্ষণ পরে ইহা দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিব। অন্তঃপুররমণীগণ শুভ সম্বাদা-কাঙ্ক্ষিণী হইয়া নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

এমন সময় রাজা বিষণ্ণবদনে রাজ্ঞী-সমীপে উপনীত হইলেন। রাজ্ঞী, রাজার বিষণ্ণ বদন নিরীক্ষণ করিয়া ব্যস্তসহকারে কহিলেন, এ কি মহারাজ, আজ আনন্দের দিনে আপনার এরূপ ভাব দেখিতেছি কেন? কোথায় প্রাণপ্রতিমা ভদ্রার পরিণয়ে আনন্দ প্রকাশ করিবেন ও উপযুক্ত রাজপুত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সুখী হইবেন তাহা না হইয়া বিষাদিত অন্তঃকরণে এ সময়ে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; ইহার কারণ কি? সত্বর প্রকাশ করিয়া আমার চিত্তের ব্যাকুলতা নিবারণ করুন।

রাজা রাজ্ঞীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আজ ভদ্রা উপযুক্ত স্বামী লাভ করিয়াছে, দেখিয়া সুখী হও। এই বলিয়া পুনরায় নিস্তব্ধ হইলেন।

রাণী রাজার এবম্প্রকার ভাব দর্শনে স্থির করিলেন

যে নিশ্চয়ই ভদ্রাকর্ত্তৃক কোন অমঙ্গল সংঘটিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই, তখন কাতরস্বরে কহিলেন, নাথ! যাহা ঘটিবার তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে, যাহার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা কে নিবারণ করিবে? তজ্জন্য ক্রোধ বা দুঃখ প্রকাশে ফল কি? এক্ষণে কি অমঙ্গল ঘটিয়াছে তাহা বলিয়া আমার চিত্তের অস্থিরতা নিবারণ করুন।

তখন রাজা কহিলেন, আর কি শুনিবে। ভদ্রা আজি স্বয়ম্বরসভায় এত সর্ব্বগুণসম্পন্ন রূপবান যুবক রাজপুত্রগণ মধ্যে কাহাকেও মনোনীত না করিয়া এক অজ্ঞাতকুলশীল সামান্য দরিদ্রের গলে বরমাল্য প্রদান করিয়া রাজগণসমক্ষে আমার মস্তক অবনত করাইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আমার অপমানের বিষয় আর কি আছে। আমি এমন কন্যার মুখ আর দেখিতে ইচ্ছা করি না; তাহাকে নগর হইতে বহির্গত হইয়া যথেচ্ছ গমন করিতে আদেশ দিয়াছি।

রাজ্ঞী রাজপ্রমুখাৎ এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, নাথ! বিধিলিপি অখণ্ডনীয়; তাহার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়াছে, পিতামাতা শত যত্ন করিলেও তাহার প্রতিকার করিতে পারে না। অতএব তাহার জন্য বৃথা অনুশোচনায়

আবশ্যক কি? সকলেই স্ব স্ব কার্য্যানুসারে ফল ভোগ করিয়া থাকে। এই বলিয়া তিনি কন্যার অবস্থা দর্শন করিবার জন্য দাসী সমভিব্যাহারে অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া বহিঃপ্রকোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভদ্রাকে ডাকিবার জন্য দাসী প্রেরণ করিলেন। ভদ্রা শ্রীবৎসসমীপে পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। মাতার আহ্বানে দাসীর সঙ্গে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণত হইলেন ও অবনতমুখে তৎসন্নিধানে দণ্ডায়-মানা রহিলেন।

রাজ্ঞী কন্যাকে আগতা দেখিয়া কহিলেন, মা! অদ্য তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে মহারাজ অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছেন। তুমি মহা প্রতাপশালী রাজার কন্যা হইয়া কি প্রকারে একজন সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিলে ইহা ভাবিয়াই সকলে আশ্চর্য্য হইতেছে।

ভদ্রা মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া সজল নয়নে কহিলেন, জননি! আমি স্বয়ং এ কার্য্য করি নাই, আমার মন কি জন্য জানিনা ঐ দিকেই ধাবিত হইল, মনের গতি সকলেরই পক্ষে অনিবার্য্য জানিবেন। আমি ইঁহার গলে বরমাল্য প্রদান করিয়া পরম সুখ লাভ করি-

য়াছি। জননি! ইহা অপেক্ষা সুখকর বিষয় আর কি আছে। আমাকে সুখী করিতে আপনাদিগের অভিলাষ। আমি যদি ইহাতে যাবজ্জীবন সুখানুভব করি, তাহা হইলে আপনাদিগের অসুখের বিষয় কি? পিতা আমার উপর রাগান্বিত হইয়াছেন, আপনি তাঁহাকে এই সকল কথা বলিয়া আমার অপরাধমার্জ্জনা প্রার্থনা করিবেন। আর আমার অধিক বলিবার কিছুই নাই, এক্ষণে আপনাদিগের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করুন।

রাণী প্রিয়তমা কন্যার বাক্যে অতিশয় পরিতুষ্টা হইলেন এবং কন্যাকে নানাবিধ প্রবোধবাক্যে আশ্বাসিত করিয়া স্বামিসন্নিধানে গমন করিতে বলিলেন। এবং তিনিও সত্বরগমনে রাজসমীপে উপনীতা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, প্রাণেশ্বর! ভদ্রার জন্য আর পরিতাপানলে দগ্ধ হইবেন না। আমি এই মাত্র তাহার নিকট গিয়াছিলাম ও তাহার প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, সে তাহাতেই সন্তুষ্টা আছে। তবে লৌকিক নিন্দনীয়, তাহা আর কি করিব; আমাদের অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। যাহা হউক, তাহা বলিয়া ত আর কন্যা পরিত্যজ্যা নহে। যখন উদরে স্থান দিয়াছি, তখন আশ্রয়ও দিতে হইবেক। আরও আপনি বাল্যাবধি তাহাকে স্বাধীনতা

প্রদান করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে সে তাহার অভিমত পতিকে বরণ করিয়াছে, ইহাতে তাহার দোষ নাই। পূর্ব্বেই আপনার ইহা বিবেচনা করা উচিত ছিল। যাহা হউক, এক্ষণে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তাহার আর কোন উপায় নাই। আমি ইচ্ছা করিতেছি যে রাজান্তঃপুরের বহির্ভাগে নন্দিনীকে স্থান দেওয়া হউক; তথায় জামাতা ও নন্দিনী সুখে কাল কাটাইতে পারিবে। ইহাতে আপনার সম্মতিপ্রদান করিতেই হইবে। রাজা অপত্যাস্নেহপ্রযুক্ত রাজ্ঞীর কথায় স্বীকৃত হইলেন।

তখন রাণী অন্তঃপুরের বহির্ভাগস্থ গৃহে তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মহারাজ শ্রীবৎস ও ভদ্রাবতী তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। রাজপরিবার হইতে পরিত্যক্তা হইয়াছেন বলিয়া ভদ্রাবতী অসন্তুষ্টা হইলেন না। বরং তিনি শ্রীবৎসের ন্যায় স্বামী প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজা শ্রীবৎস সকল অবস্থাতেই তৃপ্ত। তাঁহার মনের ভাব সহজে উপলব্ধ হওয়া সামান্য ব্যাপার বা সহজ সাধ্য বিষয় নহে।

এইরূপে মহারাজ শ্রীবৎস তথায় কিছুদিন অতি-

বাহিত করিলেন। গুণবতী সাধ্বী ভদ্রাবতী স্বামীকে দেবতুল্য সেবা করিতে লাগিলেন। তাহাতে রাজা শনি কর্ত্তৃক প্রদত্ত যাতনাসকল কিয়ৎপরিমাণে বিস্মৃত হইলেন বটে, কিন্তু চিন্তাদেবীর ভাবনা ক্রমশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি কিরূপে চিন্তার উদ্ধারের উপায় করিবেন, সর্ব্বদাই তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদিন ভদ্রাবতী মহারাজ শ্রীবৎসকে প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া বিষণ্ণবদনে কহিলেন, নাথ! তোমাকে সর্ব্বদা ওরূপ চিন্তারত দেখিতেছি কেন? দাসী কি কোন অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে? তাহা হইলে বলুন, এখনই তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করি; হে জীবনসর্ব্বস্ব! তোমাকে ওরূপ চিন্তিত দেখিয়া আমি পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিতেছি, কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে সক্ষম হইতেছি না।

রাজা স্বীয় প্রিয়তমার বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার চিবুক ধারণকরতঃ কহিলেন, প্রিয়তমে! যাহার নিকট সর্ব্বদা এরূপ গুণবতী ভার্য্যা থাকে, তাহার দুঃখ কোথায়? বনবাসেও তাহার অতুল সুখ। তবে এই জন্য চিন্তা করি যে এরূপ অশেষ গুণশালিনী ও পরম প্রীতিদায়িনী স্ত্রীরত্নকে সুখী করিতে পারিলাম না, আমি আমার অদৃষ্টের বিষয় ভাবিয়া বিষণ্ণ হইতেছি।

ভদ্রা এই কথা শুনিয়া কহিলেন, নাথ! তুমি এ কি কথা বলিতেছ? স্বামীর ভালবাসা অপেক্ষা জগতে স্ত্রীলোকের আর কি সুখ আছে? এ সুখ ভিন্ন দাসীর অন্য সুখে প্রয়োজন নাই। জগন্মাতা অভয়ার নিকট কায়-মনোবাক্যে সর্ব্বদা আমার এই প্রার্থনা করিয়া থাকি যেন আমি আজীবনকালের মধ্যে এক দিবসের জন্যও পতির ভালবাসা হইতে বঞ্চিত না হই। যে দিন বঞ্চিত হইব সেই দিনই যেন আমার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হয়।

রাজা প্রিয়তমার এই সকল কথা শুনিয়া বিপুল আনন্দে ভদ্রাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! সকলের অদৃষ্টে তোমার ন্যায় ভার্য্যা ঘটিয়া উঠে না। এরূপ ভার্য্যা সুখেরও ধর্ম্মোপার্জ্জনের ভিত্তিস্বরূপ সন্দেহ নাই।

এইরূপ নানা প্রকার কথোপকথনের পর রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি যে অনর্থক নিষ্কর্ম্মা হইয়া সময় ক্ষেপণ না করিয়া যে কোন রূপ একটা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিব; তাহা হইলে অনেক পরিমাণে মনের আনন্দবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের আনুকূল্য হইবে। অতএব তুমি মাতার নিকট এ বিষয় উত্থাপন করিলে তিনি মহারাজকে বলিয়া এ বিষয়ে অবশ্যই তাঁহাকে সম্মত করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

আমি যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধিশালী, তাহাতে রাজসরকারে কোন উচ্চপদ পাইব সেরূপ আশা নাই। সুতরাং আমি যৎসামান্য কার্য্যেই সন্তোষ লাভ করিব। আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে এই মহানগরীর অনতিদূরে যে তরঙ্গিণী প্রবাহিতা আছে, সেই তরঙ্গিণীর যেস্থানে ব্যবসায়ার্থী বণিকগণ তরী সংলগ্ন করিয়া পণ্যদ্রব্যাদি উত্তোলনকরতঃ ব্যবসায় করিয়া থাকে, আমি তথাকার তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত থাকিব। কতকগুলি রাজপুরুষ আমার সাহায্যকারী থাকিয়া আমার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিবে। দিবসের যে সময় আমি অনুপস্থিত থাকিব, অর্থাৎ গৃহে অবস্থিতি করিব, সেই সময়ে যদি কোন তরী আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে ঘাটে সংলগ্ন থাকিবে। তরীর দ্রব্যাদি পরিদর্শন ও তাহার রাজকরাদি প্রদত্ত হইলে, বণিকেরা দ্রব্যাদি উত্তোলন করিতে পারিবে ও যথাস্থানে ব্যবসায়াদি করিয়া, অত্রস্থ পণ্যজাত দ্রব্যাদি ক্রয়পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিতে পারিবেক। রাত্রিতে যে সকল জলযান আসিবে, তাহা রাজপুরুষদিগের আদেশ-অনুসারে তীরে সংলগ্নীকৃত হইয়া থাকিবে। আমি এ কার্য্যে পটু; তুমি চেষ্টা করিয়া আমাকে ইহাতে নিযুক্ত করিয়া দিয়া সুখী কর।

ভদ্রাবতী এই সকল কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য-করতঃ কহিলেন, নাথ! রজনীকালে রাজপুরুষকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বণিকেরা আপন আপন জলযান তীরস্থ করিয়া রাখিবে কেন? প্রধান কর্ম্মচারী তখন কোথায় যাইবেন? রাজা শুনিয়া আহ্লাদসহকারে কহিলেন, তখন তিনি তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণা-নিবারণ-কারিণীর বদন-সুধাকর-দর্শনে ব্যাপৃত থাকিবেন।

ভদ্রাবতী রাজার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, নাথ! আমি অদ্যই মাতৃসন্নিধানে গমন করিয়া ও তাঁহার দ্বারা পিতাকে সম্মত করাইয়া কল্যই তোমাকে উক্ত কার্য্যে নিয়োজিত করাইব। এই বলিয়া তিনি রাজার তৎকালীন আবশ্যক দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়া দিয়া রাজান্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, প্রাণেশ্বর এরূপ সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন কেন, অবশ্যই ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে। যদি দৈবাদেশ সত্য হয় এবং ইনিই যদি যথার্থ পৃথিবী-পতি মহারাজ শ্রীবৎস হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই কার্য্য দ্বারা কোন গুহ্য ব্যাপার প্রকাশিত হইবে এবং তাহাতেই আমি সুখী হইব, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনিই যদি সেই শ্রীবৎস হন, তবে তাঁহার অসমান্যা

রূপলাবণ্যবতী চিন্তানাম্নী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী কোথায়, এরূপ সাধ্বী স্ত্রী ত কখনই পতিসঙ্গত্যাগিনী হইয়া থাকিতে পারেন না। আমি শুনিয়াছি, দৈবাদেশে মহারাজ শ্রীবৎস শনিপীড়ায় পীড়িত হইয়া এইরূপ যাতনা ভোগ করিতেছেন। বোধ হয় উক্ত গ্রহ-পতি শনৈশ্চর কর্ত্তৃক রাজার সহধর্ম্মিণী চিন্তাদেবী স্থানান্তরিতা হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। যাহা হউক আমি এ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গ মাত্র মহারাজের নিকট জিজ্ঞাসা করিব না; দেখি দৈবাদেশ সত্য হয় কি না। শুনিয়াছি দৈব সানুকূলপ্রায়, আরও একার্য্যে যাইতে আমার কপোলদেশ ও বামচক্ষু মুহুর্মুহুঃ স্পন্দিত হইতেছে। ইহাও একটি মঙ্গলের কারণ বলিতে হইবে।

হা দেবী পার্ব্বতি! কবে আপনার আদেশ প্রকাশ্য-মান হইয়া আমার এই অনর্থক কলঙ্ক দূরীকৃত হইবে। মা জগৎজননি! দাসী কেবল আপনার শ্রীপাদপদ্ম অবলম্বন করিয়া সদা ধ্যান করিতেছে। আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে রাজ্ঞী রাজ-

সমীপে উপস্থিত আছেন। তিনি তথায় গমন করিতে লজ্জিতা হইয়া একজন পরিচারিকার প্রতি তাঁহার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাত করিতে আদেশ দিলেন। এবং ইহাও বলিয়া দিলেন যেন মহারাজ তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জানিতে না পারেন। তুমি অতি সতর্কতার সহিত আমার আগমন সংবাদ মাতাকে জ্ঞাপন করিবে।

পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ রাজার বিশ্রাম মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া সঙ্কেত দ্বারা রাণীকে ভদ্রার আগমন সংবাদ জানাইল। রাণী কার্য্যান্তর গমনচ্ছলে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যথায় ভদ্রাবতী তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছেন, তথায় আসিয়া উপনীতা হইলেন এবং সস্নেহে কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমাদিগের উভয়ের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সংবাদ বল।

ভদ্রাবতী মাতৃচরণে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, জননি! যাহার লক্ষ্মীনারায়ণতুল্য মাতাপিতা বর্ত্তমান, তাহার অমঙ্গলের আশঙ্কা কোথায়? আমরা আপনাদিগের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে সর্ব্বদাই কুশলে আছি; কখনও দুঃখ বা কোন প্রকার অসুখের কারণ সংঘটিত হয় নাই, আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।

রাণী কন্যার মধুমাখা বচন শ্রবণ করিয়া যৎপরো-

নাস্তি আনন্দিতা হইয়া ভদ্রাকে আলিঙ্গনকরতঃ পুনঃ পুনঃ মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

তখন ভদ্রা কৃতাঞ্জলিপুটে মাতৃসমীপে স্বামীর অভিলষিত বিষয় জ্ঞাপন করিল। রাণী শুনিয়া কহিলেন, ভদ্রে! ইহা অপেক্ষা রাজসভার কোন উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া রাজসম্মান প্রাপ্ত হওয়া কি ভাল নহে? ভদ্রা কহিলেন, জননি! তিনি ভবিষ্যতে ঐ কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন। আপাততঃ তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সুখী করুন।

রাণী ভদ্রার কথায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কহিলেন, তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি এই দণ্ডেই রাজার স্বহস্তলিখিত অনুমতিপত্র আনিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি। ভদ্রাবতী শুনিয়া পরমাহ্লাদিতা হইয়া মাতার আগমনপ্রতীক্ষায় রহিলেন।

রাজ্ঞী রাজসকাশে উপনীতা হইয়া কন্যার আগমন-বার্ত্তা ও জামাতার অভিলষিত কার্য্যের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার স্বহস্তলিখিত অনুমতিপত্র লইলেন, এবং পুনরাগতা হইয়া তাহা কন্যার হস্তে প্রদান করিলেন। কন্যা তাহা প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদিতা হইয়া সাষ্টাঙ্গে মাতৃচরণে ও উদ্দেশে পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া বিদায়

গ্রহণকরতঃ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এবং সহাস্য-বদনে স্বামিহস্তে অনুমতিপত্র প্রদান করিয়া সুখী হইলেন।

রাজা শ্রীবৎস অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত-চিত্তে ভদ্রাকে অঙ্কে ধারণকরতঃ কহিলেন, প্রিয়ে! আজ তুমি আমাকে যেপ্রকার সুখী করিলে শত শত রাজ্যদানেও এরূপ সুখ উৎপাদিত হইতে পারে না। এই বলিয়া তিনি আনন্দসহকারে সেই দিবস অতিবাহিত করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতকালে জ্যোতিষ্মান মার্ত্তণ্ডদেব পূর্ব্ব দিক রক্তিমাভায় রঞ্জিত করিয়া ক্রমশঃ বৃক্ষশির ও সৌধ শ্রেণীর উপরিস্থ প্রদেশ সকল ঈষৎ রক্তিম রঙ্গে সুরঞ্জিত করিলেন; তৎসঙ্গে কাহারও কাহারও সুখরবি সমুদিত হইয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বৃদ্ধিকরতঃ আশা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কোথাও বা রবিকিরণ অতল নদীগর্ভে নিপতিত হইয়া তরঙ্গাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে; সেই সঙ্গে অভাগাদিগের আশালতাও শতধা বিভক্ত হইয়া অতল-জলধি-তলশায়ী হইতেছে। অদৃষ্ট যেমন চক্রের ন্যায় নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া সকলের সুখ দুঃখ বিধান করিয়া থাকে; সেই প্রকার সূর্য্য দেবও প্রতিনিয়ত মানবগণের মঙ্গলামঙ্গল বিধান করিতেছেন। প্রভাতে আপনার সঙ্গে কোন চির সন্তাপিত জনের সন্তাপ দূর করিয়া সুখস্বর্গে অধিরোহণ করাইতেছেন এবং অপরাহ্নে কোন মদগর্ব্বী আত্মাভিমানীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাহাকে সমুচিত দণ্ড বিধান করিতেছেন। কেহ বা অত্যাচারী কর্ত্তৃক চিরদিন প্রপীড়িত হইয়া জর্জ্জরিত দেহে মরণাধিক

যাতনা প্রাপ্ত হইতেছিল, আজ সময় পাইয়া শত্রুর পদ দলন করিতেছে এবং উচ্চৈঃস্বরে সকলকে অধর্ম্মের ফল দেখিতে বলিতেছে। আবার কোন অধার্ম্মিক আপন কর্ম্মজনিত ফল এইরূপই হইবে ভাবিয়া ভীত হইতে লাগিল ও তাহা পরিহারের চেষ্টায় বিব্রত হইয়া উঠিল। আবার এই সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়া কোনও ধার্ম্মিক পুরুষ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! সকলেই পরম কারুণিক মঙ্গলময় ঈশ্বরের জয় ঘোষণা কর; তাহা হইলে পাপীর পাপ, তাপীর তাপ অবশ্যই দূর হইবে ও তাঁহার কৃপায় সদানন্দ উপভোগ করিবে। তাহা শুনিয়া সাধুচিত্তগণের হৃদয় পুলকিত হইল। তাঁহারা জগৎ পিতার এই অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মহিমার জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এবং পরশুভদ্বেষী অধার্ম্মিকগণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া পরিণাম-অশুভকর ও আশু সন্তোষপ্রদ অহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল।

মহারাজ শ্রীবৎস প্রভাত কাল আগত জানিয়া ইষ্টদেবের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে শয্যা পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ভদ্রাবতীকে

কহিলেন, প্রাণেশ্বরি! অদ্য আমি আমার অভিলষিত কার্য্যে গমন করিব। মহারাজ তথায় রাজকর্ম্মচারী-দিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাহারা আমাকে দেখিতে না পাইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিবে না। হয় ত তথা হইতে ফিরিয়া আসিতেও পারে। তাহা শুনিয়া ভদ্রাবতী কহিলেন,প্রাণেশ্বর! যাঁহার অদর্শনে পলকে প্রলয় জ্ঞান হয়, আমি কেমন করিয়া সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে না দেখিয়া ধৈর্য্যধারণকরতঃ এখানে থাকিব? তিনি এই বলিয়া বিষণ্ণবদনে মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। রাজা তদ্দর্শনে শশব্যস্তে ভদ্রা-বতীর গলদেশে আপন হস্ত সংলগ্ন করিয়া চিবুক ধারণ করতঃ কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার বিষণ্ণ বদন দেখিলে আমি জগৎ অন্ধকারময় দেখি; তুমি এরূপ করিলে আমার কার্য্য স্থানে যাওয়া কোন মতে হইতে পারে না, এবং তাহা হইলে আমার সকল আশা একবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। আমি ইতঃপূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি যে প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তোমার চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিয়া সকল সন্তাপ দূর করিব। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিতে পারিলে নিশ্চয়ই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তখন আর আমি মুহূর্ত্ত-

কালের জন্য তোমার চক্ষের অন্তরাল হইব না। প্রিয়ে! প্রসন্ন মনে ও সহাস্যবদনে আমাকে বিদায় দাও। ইহা শ্রবণ করিয়া ভদ্রাবতী কহিলেন, স্বামিন্! যাহাতে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে,এমন কার্য্যে বাধা দিতে আমার ইচ্ছা নাই; তবে মন বুঝে না, সেই জন্যই ব্যাকুল হই; তিনি এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন। রাজা নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে ভদ্রাবতীকে প্রবুদ্ধ করিয়া কার্য্যস্থলে গমনোপ-যোগী বস্ত্রাদি তাঁহার নিকট চাহিলেন। ভদ্রাবতী পূর্ব্বেই তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা স্বহস্তে রাজ-অঙ্গে পরিধান করাইলেন।

রাজা শ্রীবৎস আপন অঙ্গের বেশভূষা দর্শন করিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন এবং ভদ্রাবতীকে কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে সহাস্যবদনে আমাকে কার্য্য স্থলে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলে নিশ্চয়ই আমার কার্য্যসিদ্ধ হইবে। তিনি এই বলিয়া পুনরায় তাঁহার চিবুক ধারণ করিলেন। ভদ্রাবতী আপন বাহু মহারাজের সুকোমল গ্রীবাদেশে সংস্থাপনকরতঃ কহিলেন, নাথ! আমি ঈশ্বরের নিকট সতত প্রার্থনা করিতেছি, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক; তাঁহার কৃপায় তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে; আর বিলম্বে কাজ নাই, তুমি সত্বর কর্ম্ম-

স্থলে গমন করিয়া রাজপ্রেরিত কর্ম্মচারীদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত কর।

রাজা তৎশ্রবণে আনন্দ সহকারে ভদ্রাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন। এবং অল্প সময়ের মধ্যে নদীকূলে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে আগত দেখিয়া কর্ম্মচারিগণ ব্যস্ততাসহকারে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত হইয়া কহিল, মহাশয়, আমরা অনেকক্ষণ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ও অনেকগুলি তরণী ঘাটে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। রাজা তাহাদের কার্য্যদর্শনে অতিশয় প্রীত হইলেন এবং সকলকেই এক একটা কার্য্যের ভার দিয়া স্বয়ং তরীগুলির তত্ত্বাবধারণে নিয়োজিত হইলেন।

যে সমস্ত তরী নদী দিয়া গমন করে, সেগুলি ঘাটে আনীত হইতে লাগিল এবং তাহাতে কি কি দ্রব্য ও কত দ্রব্য আছে, তাহার তালিকা, বণিকের নাম ধাম ও কোন্ কোন্ স্থানে সে ব্যবসায় করিয়াছে ও কোন্ স্থান হইতে কি কি দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া ও বণিকের স্বাক্ষর গ্রহণ করতঃ, ন্যায় মত রাজকর গ্রহণ করিয়া রাজসমীপে উহা প্রেরিত হইতে লাগিল। এইরূপে কয়েক

দিবস অতিবাহিত হইল, পরে এক দিন সেই পরস্বাপ-হারক অধার্ম্মিক বণিকের তরী নদীবক্ষঃ বিলোড়িত করিয়া গমন করিতেছিল, তাহা দেখিয়া কর্ম্মচারিগণ তাহাকে কহিল, আপনি তরী এই ঘাটে সংলগ্ন করিয়া রাজকর প্রদান করুন।

বণিক কহিল, আমার তরী এক্ষণে ব্যবসায়ের জন্য অন্যত্র গমন করিবে। আমি এ রাজধানীতে ব্যবসায় করিতে আসি নাই, যখন এখানে ব্যবসায় করিতে আসিব, তখন উপযুক্ত রাজকর প্রদান করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইব; অতএব এখানে আমি অধিক বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। এই বলিয়া বণিক কর্ণধারগণকে বেগে কর্ণ বহন করিতে আদেশ করিল।

বণিকের এই সকল কথা শুনিয়া একজন কর্ম্মচারী প্রধান কর্ম্মচারীর সমীপে উপস্থিত হইয়া, কহিল, মহাশয়! একজন সম্ভ্রান্ত বণিক বহুমুল্য পণ্যদ্রব্যে পরিপূরিত তরী লইয়া গমন করিতেছে; কিন্তু তিনি রাজকর প্রদানে অস্বীকৃত হইয়া কহিলেন, যখন এখানে ব্যবসায় করিতে আসিব, তখন রাজকর প্রদান করিব। এই বলিয়া বণিক কর্ণধারগণকে দ্রুত গমনের আদেশ দিয়াছেন। এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয় তদ্রূপ করুন।

আমরা আরও তাঁহাকে বলিয়াছি যে, যে বণিক এই স্থান দিয়া যাইবেন, তাঁহাকে তরীস্থিত দ্রব্যাদির তালিকা ও রাজকর প্রদান করিতে হইবে। আমাদিগের এই কথা শুনিয়া বণিক হাস্য করিয়া কহিলেন, আমি এই প্রকার নিয়ম কুত্রাপি দেখি নাই এবং আমি ইহাতে বাধ্য হইয়া রাজকর প্রদান করিতে পারি না।

প্রধান কর্ম্মচারী তাহা শুনিয়া বিরক্তিসহকারে কহিলেন, রাজাদেশ তাহাকে অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। তোমরা সত্বর আমাদিগের তরীতে আরূঢ় হইয়া তাহার তরী ফিরাইয়া আন, পরে যাহা কর্ত্তব্য করা যাইবে।

রাজকর্ম্মচারিগণ শান্তিরক্ষক সহ সত্বর ক্ষিপ্রগামী তরীতে আরোহণ করিয়া বণিকের জলযানাভিমুখে গমন করিতে লাগিল, এবং ত্বরায় তরীর নিকটস্থ হইয়া কহিল, মহাশয়! আপনি রাজাজ্ঞা অবহেলন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন শুনিয়া আমাদিগের প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয় অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া আপনার তরী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিয়াছেন; অতএব আপনি শীঘ্র তরী ফিরাইয়া ঘাটে লইয়া চলুন, নতুবা আপনার বিপদ হইবার সম্ভাবনা। ইহা শুনিয়া বণিক কহিল,

এরূপ করিলে আমার বিশেষ ক্ষতি হয়, তোমরা আমার এক অনুরোধ রক্ষা কর, আমি তোমাদিগকে ও তোমাদিগের প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয়কে যথেষ্ট উৎকোচ প্রদান করিতেছি, তোমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আমার তরী ছাড়িয়া দাও।

তাহা শুনিয়া কর্ম্মচারিগণ কহিল, মহাশয়! আমাদিগের প্রধান কর্ম্মচারীর এরূপ আদেশ নাই এবং উৎকোচ গ্রহণ করাও আমাদিগের অভ্যাস নাই। এই সকল কথা প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয় শুনিলে আপনার বিপদ হইবার সম্ভাবনা। অতএব আপনি তরী লইয়া আমাদিগের সমভিব্যাহারে আসুন, আর বিলম্ব করিবেন না। তথায় যাইয়া পণ্যদ্রব্যের তালিকা ও রাজকর প্রদান করিয়া আপনি যথেচ্ছ স্থানে গমন করুন। যতক্ষণ এইরূপ বৃথা বাক্য ব্যয় হইতেছে, ইহার মধ্যে আপনি আপন কার্য্য সমাধা করিয়া প্রস্থান করিতে পারিতেন। অতএব আর বিলম্ব করিবেন না, অধিক বিলম্ব হইলে আপনার ও আমাদিগের কার্য্যের বিঘ্ন হইবেক।

অগত্যা বণিক নৌকা ফিরাইয়া রাজকর্ম্মচারীদিগের সঙ্গে গমন করিতে বাধ্য হইল, অল্প সময়ের মধ্যেই তরী তীরস্থ হইল; তখন একজন কর্ম্মচারী, প্রধান কর্ম্ম-

চারীকে বণিকের আগমনবার্ত্তা জানাইল, তিনি শুনিয়া ত্বরায় বণিককে তথায় লইয়া আসিতে আদেশ দিলেন।

কর্ম্মচারী এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া বণিক সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। মহারাজ শ্রীবৎস তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল; তিনি মনে মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিতে লাগিলেন, আজ আমি সুখদুঃখভাগিনী পতি-অনুরাগিনী, কাননসহচারিণী প্রণয়িনীর উদ্ধার সাধন করিয়া তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি প্রদান করিব, এবং এই ঘোর নারকী প্রবঞ্চকের যথোচিত শাস্তি বিধান করাইয়া ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাণ করিব।

তিনি এইরূপ স্থির করিয়া, তাঁহার স্বর্ণ ইষ্টকগুলি বণিকের নৌকাতে আছে কি না দেখিবার জন্য ঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার একখানিও বিক্রীত হয় নাই দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। এক্ষণে তিনি ত্বরায় অভীষ্টসিদ্ধ করিয়া সুখী হইবেন, এ প্রকার আশা জন্মিল।

পরে তিনি পুনঃ প্রত্যাগত হইয়া বণিকের প্রতি সক্রোধ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি ঐ সকল সুবর্ণ

ইষ্টক কোথায় পাইলে, এবং অন্যান্য যে সমস্ত পণ্য দ্রব্য তোমার তরীতে আছে, তাহা তোমার অথবা কোন সাধু ব্যক্তির ধন অপহরণ করিয়া লইয়াছ, শীঘ্র বল।

বণিক শুনিয়া কহিল, মহাশয়! আপনার কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম; আমি বহু দিবস হইতে নানা নগরীতে ব্যবসায় করিয়া থাকি; এ বিষয় অনেক নৃপতি অবগত আছেন এবং অত্রস্থ রাজাও আমার পরিচয় বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন; কিন্তু মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি চমৎকৃত হইতেছি।

রাজা বণিকের বাক্যে অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতি চাহিয়া বলিলেন যে, এই প্রবঞ্চক পরস্বাপহারককে দৃঢ়রূপে বন্ধন কর, এবং উহার নৌকাতে যে সমস্ত স্বর্ণ ইষ্টক আছে, তাহা তীরে উত্তোলন কর; পরে উহাকে চৌর-অপরাধে অপরাধী করিয়া রাজসকাশে লইয়া যাও। কর্ম্মচারিগণ দ্বিরুক্তি না করিয়া কার্য্যাধ্যক্ষের আদেশ প্রতিপালন করিল।

এদিকে মহারাজ বাসুদেব অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময় দুই জন রাজপুরুষ হস্তবদ্ধ বণিককে লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইল। রাজা তাহা দেখিয়া এ অপরাধী কে ও এ ব্যক্তি

কি অপরাধ করিয়াছে এবং কোথা হইতে প্রেরিত হই-য়াছে এই সমস্ত বিষয় রাজপুরুষদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন বণিক রাজপুরুষদিগের বাক্য নিঃসরণ হইবার পূর্ব্বেই কৃতাঞ্জলিপুটে সাশ্রুলোচনে কহিতে লাগিল, হে মহীপতে! আপনি অধীনের আবেদন শ্রবণ করুন, এবং যথাযথ বিচার করিয়া আমার অপরাধ স্থির করুন। আমি একজন সার্থবাহ, নানা দেশে বাণিজ্য করিয়া থাকি। মহারাজের রাজধানীতেও অনেকবার আসিয়াছি। মহারাজও আমার বিষয় বিশেষরূপ অবগত আছেন। রাজা বণিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে চিনিতে পারিলেন, এবং কহিলেন, আমি তোমাকে চিনিয়াছি, তুমি একজন প্রসিদ্ধ বণিক বটে, কিন্তু অধুনা তোমার এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইবার কারণ কি বল।

বণিক কহিল, মহারাজ! সম্প্রতি আপনি নদীকূলে ব্যবসায়ীদিগের করগ্রহণজন্য যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া-ছেন, সেই কর্ম্মচারী দ্বারা আমার এই দুরবস্থা হইয়াছে। তিনি আমার তরী ঘাটে আবদ্ধ করিয়া, আমাকে যথো-চিত তিরস্কার করিয়া কহিলেন যে, তুমি চোর, তোমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাজসমীপে প্রেরণ করিব এবং তোমার নৌকাতে যে সমস্ত স্বর্ণ ইষ্টক আছে, তাহা

আমার। মহারাজ, আপনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন। আমার বিষয় আপনি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন, এক্ষণে কর্ত্তব্য অবধারণ করুন।

মহাশয়, আমার কার্য্যক্ষতিজন্য তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছি এবং ন্যায্য করের অতিরিক্তও দিতে চাহিয়াছি, তাহাতে তিনি কর্ণপাত না করিয়া আমাকে কটুবচনে ভৎর্সনা করিলেন; মহারাজ, এরূপ ব্যক্তি দ্বারা সম্ভ্রান্ত লোকের মান রক্ষা হওয়া কতদূর অসম্ভব তাহা ভবাদৃশের নিকট নির্দ্দেশ করা বাহুল্য মাত্র। সামান্য কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক অপমানিত হইলে এ নগরীতে বিদেশাগত বণিকের ব্যবসায় বন্ধ হইবেক: এই বলিয়া বণিক নিরস্ত হইল।

তখন রাজা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অমাত্যগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, এ কিরূপ অন্যায়, সামান্য কর গ্রহণকারী কর্ম্মচারী হইয়া একজন সম্ভ্রান্ত বণিকের এরূপে অকারণে অপমানিত করা কতদূর দূষণীয়, তাহা তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, যাহা হউক ইহার বিষয় বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া সুবিধান প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। রাজা রাজপুরুষদ্বয়ের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তোমাদিগের প্রধান কর্ম্ম-

চারীকে এখানে আসিতে বল। রাজপুরুষদ্বয় ক্ষণবিলম্ব না করিয়া রাজার আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য প্রস্থান করিল।

রাজা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন, সুতরাং ত্বরায় বণিকের বন্ধন বিমুক্ত করিবার আদেশ দিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে ভদ্রার দ্বারা আমি পদে পদে অপমানিত হইতেছি, এমন কন্যাকে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য। কেবল রাজ্ঞীর অনুরোধে অন্তঃপুরের বহির্ভাগে রাখিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম। এই কার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য রাণী অনুরোধ করায় তাহাতে স্বীকৃত হইয়া অবশেষে একি বিপদগ্রস্ত হইলাম। এই বণিক যখন অন্যান্য দেশে সকলকে এই বৃত্তান্ত কহিবে, তখন তাহারা মনে করিবে যে আমি একজন পরস্বাপহারক অধার্ম্মিক রাজা। যাহা হউক আমাকে ইহার বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিতে হইবে; এবং আমি অদ্য ভদ্রাকে নিশ্চয়ই দেশান্তরিত করিব। আমি এই বিষয়ে কাহারও অনুরোধ শুনিব না।

এদিকে রাজপুরুষদ্বয় ত্বরিতবেগে প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া রাজাদেশ জ্ঞাপন করিল। মহা-রাজ শ্রীবৎস শ্রবণমাত্র ক্ষণবিলম্ব না করিয়া রাজপুরুষ-

দ্বয়সমভিব্যাহারে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে গললগ্নীকৃতবাসে রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন।

মহারাজ বাসুদেব রোষকষায়িতলোচনে গর্ব্বিতবচনে কহিলেন, তুমি নিরপরাধ সম্ভ্রান্ত বণিককে এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া এখানে পাঠাইয়াছ কেন? ইনি একজন প্রসিদ্ধ বণিক, ইনি সর্ব্বদেশে পরিচিত। তুমি ইঁহার অপরাধ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে অক্ষম হইলে নিশ্চয়ই তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।

মহারাজ শ্রীবৎস নৃপতির বাক্য শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময়ে তথায় অলক্ষিতভাবে শনৈশ্চর আগমনকরতঃ কহিল, হে ধীমান্ সাধুচিত্ত মহারাজ শ্রীবৎস! আমি অদ্য হইতে আর তোমার অনিষ্ট করিব না; আমার ভোগকাল শেষ হইয়াছে, এক্ষণে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম, আমি পরীক্ষা দ্বারা জানিলাম যে তোমার ন্যায় নীতিবিশারদ ধার্ম্মিক ও দুঃখসহিষ্ণু রাজা কুত্রাপি নাই। এক্ষণে তুমি এই অধার্ম্মিক বণিককে শাস্তি প্রদান করিও না, প্রকৃতপক্ষে এ ব্যক্তি অধার্ম্মিক নহে; কেবল আমার দ্বারা প্ররোচিত হইয়া এইরূপ করিয়াছে। এক্ষণে তুমি সাধ্বী চিন্তা ও ভদ্রাসমভিব্যা-

হারে স্বরাজ্যে গমন করিয়া দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ কর। প্রত্যেক প্রজা তোমার অদর্শনে হাহাকার করিতেছে; তোমার অভাবে রাজ্যের অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে; অতএব এখানে তুমি আর ক্ষণবিলম্ব করিও না; আমার আশীর্ব্বাদে তুমি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রাপ্ত হইবে এবং তুমি ভুবনবিখ্যাত হইবে; তোমার এই সহিষ্ণুতার জন্য অদ্য হইতে পৃথ্বীতলে তুমি সকল মানবের প্রাতঃস্মরণীয় হইবে; প্রভাতকালে যে তোমার ও সুশীলা সাধ্বী চিন্তাদেবীর নাম গ্রহণ করিবে, সে সেই দিবসের বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। এই বলিয়া গ্রহপতি শনৈশ্চর অদৃশ্য হইলেন।

রাজা শনৈশ্চরের প্রসন্নতার বিষয় শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিপুল হর্ষ লাভ করিলেন; কিন্তু তখন তাহা গোপন করিয়া নৃপতির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপকরতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে অরিন্দম ধার্ম্মিক প্রবর রাজসিংহ! অনুগতের উপর এরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না; দাস কর্ত্তৃক যাহা হইয়াছে তাহা অন্যায় নহে; এই বণিককে মহারাজ নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে ইনি অধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য, বিশ্বাসঘাতকের আদর্শ, ইনি সর্ব্বদা যেরূপ পাপ কার্য্যে

রত, তাহাতে আমার বিশ্বাস হয় যে ইহাঁর ন্যায় ঘোর নারকী পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই ; ইহাঁকে দর্শন করিলে পাপের সঞ্চার হয় ; এই পাপী ব্যক্তি যেস্থানে অবস্থান করে, সে স্থানও অপবিত্র হয় ।

শ্রীবৎসের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বণিক কৃতাঞ্জলিপুটে রাজার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ কহিল, হে ধর্ম্মরাজ ! আপনার এই কর্ম্মচারী আপনার বিশ্বাস-কেও ভ্রান্ত জ্ঞান করিল, এবং আপনার সম্মুখেই নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে যে যৎপরোনাস্তি অপমান করিল, তাহা মহারাজ স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন, আপনার অসা-ক্ষাতে যে ইনি আমাকে কি প্রকার অপমান করিয়াছেন, তাহা ভবাদৃশের নিকট নির্দ্দেশ করা বাহুল্যমাত্র; এক্ষণে মহারাজের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এই যে ইহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়া আমার তৃপ্তিসাধন করুন ; মহারাজের যশঃসৌরভ পৃথিবীব্যাপ্ত ; আমি মহারাজের ধার্ম্মিকতা ও সুশাসনবিষয়ে বহু রাজ্যে ঘোষণা করিয়া থাকি ; এরূপ রাজ্যে যে উদ্ধতস্বভাব, অনভিজ্ঞ ও অত্যাচারী ব্যক্তি কার্য্য ভার বহন করে, আশ্চর্য্যের বিষয় । এক্ষণে সানুনয় নিবেদন, মহারাজ যাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ করিবেন, তাহাই করিতে আজ্ঞা হউক ; ভবাদৃশ জনগণের সম্মুখে

মাদৃশজনের বহুল বাক্য প্রয়োগ বাচালতা মাত্র। এই বলিয়া বণিক নিস্তব্ধ হইল।

নৃপতি বণিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র রাগান্বিত হইয়া আরক্তলোচনে ক্রুদ্ধস্বরে শ্রীবৎসের প্রতি কহিলেন, আমি তোমাকে মাননীয় ব্যক্তির অপমান করিতে নিযুক্ত করি নাই; তুমি আমার সমক্ষে বণিকের প্রতি যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে যে তোমাকে বিশেষ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে, তুমি ইহার অপরাধ সপ্রমাণ করিতে না পারিলে তোমাকে যাবজ্জীবন কারাবাসে আবদ্ধ থাকিতে হইবে; অতএব এক্ষণে তুমি ইহার দোষ সপ্রমাণ কর, আমি আর অন্য বাকবিতণ্ডা শুনিতে চাহি না।

তখন মহারাজ শ্রীবৎস মনে মনে ঈষৎ হাস্য করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি অভিজ্ঞ নীতিবিশারদ; আপনার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ পরাক্রমশালী মহীপতি কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; আমি মহারাজের সমক্ষে যাহা বর্ণন করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটি সপ্রমাণ করিয়া দিতেছি; যদি ইহাতে অক্ষম হই, এখনই সমুচিত দণ্ডে দণ্ডিত হইব।

মহারাজ! বণিকের প্রতি আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য এই

যে উহাঁর তরীতে যে সমস্ত বহুমূল্য স্বর্ণ ইষ্টক আছে, ঐ গুলি কাহার? তিনি মহারাজের সমক্ষে এই বিষয়টির যথাযথ উত্তর প্রদান করুন; স্বর্ণময় ইষ্টকগুলি রাজ-সভায় আনীত হউক, তাহা হইলেই মহারাজ ঐ ইষ্টকের কৌশল দর্শন করিয়া মৎকৃত হইবেন এবং বণিকের সাধুতার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া সুবিচার করিতে সমর্থ হইবেন।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই, উহাঁর তরীতে সদা রোরুদ্যমানা একটী সাধ্বী স্ত্রী অতি দীনবেশে অবস্থান করিতেছেন, তিনি কে? ব্যবসায়ের তরীতে ঐরূপ স্ত্রীলোক কেন? ইহার সদুত্তরও ইঁহাকে প্রদান করিতে হইবে।

রাজা এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া ইহার বিশেষ মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে ইহাতে অবশ্য কোন রহস্য আছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক সকল বিষয় এখনই প্রকাশিত হইবে। রাজা, অমাত্যগণকে বাহকদ্বারা ইষ্টকগুলি আনয়ন করিবার জন্য আদেশ দিলেন এবং বণিককে কহিলেন, ওহে সার্থবাহ! আমার কর্ম্মচারী তোমার উপর যে সমস্ত দোষারোপ করিতেছেন, তুমি তাহার

যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া আমার ও সভাস্থ সকলের কৌতূহল ও সংশয় নিবারণ কর।

বণিক, কর্ম্মচারি-বেশধারী মহারাজ শ্রীবৎসপ্রমুখাৎ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং মনে মনে নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। বণিক মনে করিল, ইনি কে, আমি যাহার নিকট হইতে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক ইষ্টক সংগ্রহ করিয়াছি, এ ব্যক্তিকে ত তাহার অনুরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে না এবং সে ব্যক্তি যে তরঙ্গিণীর তরঙ্গাঘাতে অদ্যাপি জীবিত আছে, তাহাও কোন মতে বিশ্বাস হইতেছে না। তবে রমণীর কথা এ ব্যক্তিই বা কেমন করিয়া জানিবে? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, এ ব্যক্তি অত্যন্ত চতুর। চাতুর্য্য দ্বারা আমাকে দোষী সপ্রমাণ করাইবে। যাহা হউক আমার দ্বারা ইহার ঘুণাক্ষর মাত্র প্রকাশিত হইবে না। আমি সমস্ত বিষয় অপ্রকাশ রাখিলে এখনই ইহার চতুরতার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেক। বণিক এইরূপ স্থির করিয়া মহারাজের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ সভয়চিত্তে কহিল, মহারাজ! আমার স্বভাব ও ব্যবসায়ের বিষয় আপনার অবিদিত নাই। আমি কখনও কাহারও নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া

ব্যবসায়াদি করি নাই ও মহারাজের অনুগ্রহে এখনও সেরূপ দুর্দ্দশায় পতিত হই নাই। আমি সুবর্ণনির্ম্মিত ইষ্টক লইয়া কোন প্রসিদ্ধ নগরীতে ব্যবসায়ের জন্য যাইতেছি। আর যে রমণীটি আমার তরীতে অবস্থিতি করিতেছে, সে স্ত্রীলোকটি অনাথা দুঃখিনী, উহার কেহ নাই; উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া বেড়াইত। কোন অরণ্যসন্নিকটে নৌকা সংলগ্নীকৃত করিয়া তথায় আমরা পানাহার করিতেছি, এমন সময়ে সেই রমণীটি আসিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করিল। আমি উহার অবস্থার কথা শুনিয়া ও আকার প্রকার দর্শন করিয়া অত্যন্ত কাতর হইলাম এবং সেই অবধি উক্ত রমণীকে নৌকাপরি রাখিয়াছি ও যাহাতে সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে পারে, তাহারও উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি। আমি যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিব, তখন স্ত্রীলোকটিকে স্বভবনে পাঠাইয়া দিব অথবা আপন পরিবার মধ্যে গণ্য করিয়া প্রতিপালন করিব। উক্ত স্ত্রীলোকটি অতি সচ্চরিত্রা। আপনার কর্ম্মচারীর এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্য কি? ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে তিনি কোন প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া আমার দোষ সপ্রমাণ করিবেন। কিন্তু

মহারাজ নির্দ্দোষ ব্যক্তির দোষ উদ্ভাবিত করা সহজ নহে। আমি এ সকল বিষয়ের জিজ্ঞাস্যের কোন প্রয়োজনই বুঝিতে পারিতেছি না। এক্ষণে উহাঁর যদি আরও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, জিজ্ঞাসা করিতে বলুন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি বা বিরক্তি নাই।

মহারাজ শ্রীবৎস বণিকের এই শঠতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তিসহকারে তাহাকে কহিলেন, মহাশয়! আপনি কেন এই সমস্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া মহারাজের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতে-ছেন। অথবা আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, সকলই সপ্রমাণ হইবে।

এমন সময় ভৃত্যগণকর্ত্তৃক একখানি স্বুবর্ণ ইষ্টক আনীত হইল; রাজা ইষ্টক দর্শন করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হই-লেন, এবং ইহাতে দোষাদোষ প্রমাণের কি বিষয় আছে সেই বিষয় বণিক ও কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

বণিক কহিল, মহারাজ, ইষ্টকের দ্বারা দোষপ্রমাণের পরিচয় কি পাওয়া যাইতে পারে, ইহাত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কর্ম্মচারীর ঐ বিষয়ে কিছু জানা থাকিলে এখনই তাহা প্রদর্শন করিয়া মহারাজের সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি। বণিক

বাহ্যতঃ এই প্রকার বলিলেও মনে মনে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল।

পাপী ব্যক্তির মন সততই চিন্তাযুক্ত, প্রতি পদে বিপদের আশঙ্কা অনুভূত হয়, যে বিষয়ে কোন আশঙ্কা নাই, তাহা হইতেও সতত ভয় পাইয়া থাকে। কর্ম্মচারিকর্ত্তৃক বণিকের কোন দোষ সপ্রমাণ হইবে না, বণিক ইহা পুনঃ পুনঃ বলিলেও প্রকৃত বিষয় চিন্তা করিয়া সে ব্যাকুল হইতে লাগিল। বণিক ভাবিল যে সকল কুপ্রবৃত্তির দ্বারা এই সমস্ত দুষ্কার্য্য করিয়াছি, তাহা কর্ম্মচারী কিরূপে অবগত হইল; আমার কিঙ্করগণ যে এই কথা প্রকাশ করিবে ইহা অবিশ্বাস্য। যে পর্য্যন্ত চিন্তানাম্নী রমণী ও সুবর্ণ ইষ্টক হৃত হইয়াছে, তদবধি নৌকা এবং নদীতীর ব্যতীত কিঙ্করগণ অন্যত্র গমন করে নাই। অতএব তাহাদিগের দ্বারা প্রকাশ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহা কেবল এই ব্যক্তির চাতুরী। এই ব্যক্তি আমার বিপুল ধন দেখিয়া উহা আত্মসাৎ করিবার ইচ্ছায় এইরূপ বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক দেখা যাউক এ ব্যক্তি ইষ্টক ও রমণী দ্বারা আমার শঠতা কিরূপে প্রমাণ করে, এই স্থির করিয়া বণিক চিন্তিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তখন মহারাজ সুবাহু কর্ম্মচারীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ কহিলেন, তুমি ইহার দোষ সম্বন্ধে কি প্রমাণ করিবে এখনই তাহা করিয়া সকলের সন্দেহ ভঞ্জন কর। আমিও ইহার যথাযথ বিচার করিয়া অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইব।

তখন মহারাজ শ্রীবৎস কৃতাঞ্জলিপুটে নৃপতির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই যে ইষ্টক-গুলি দেখিতেছেন, ইহা আমার।

বণিক শুনিয়া হাস্যকরতঃ কহিল, মহারাজ! আপনার কর্ম্মচারীর শঠতা এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিয়াছি। ইনি ইষ্টকগুলি মহামূল্যবান দেখিয়া আত্মসাৎ করিবার ইচ্ছায় আমার তরী ঘাটে আবদ্ধ করিয়া এত অপমান করিয়াছেন ও অবশেষে মহারাজের নিকট আনয়ন করিয়া এইরূপ কষ্ট প্রদান করিতেছেন। উঃ! এই ব্যক্তি কি ভয়ানক চতুর ও শঠ। আমি উহাঁর ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। আমি এরূপ লোক কুত্রাপি দেখি নাই।

তখন মহারাজ শ্রীবৎস বণিককে কহিলেন, মহাশয়! ক্ষান্ত হউন; কে শঠ এখনই তাহা প্রমাণিত হইবে। মহারাজ, এই যে ইষ্টকগুলি আপনার সমক্ষে সংস্থাপিত

হইয়াছে, ইহা দুই খণ্ডে বিভক্ত। আমাদের উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি উক্ত ইষ্টককে দুই খণ্ডে পৃথক করিতে পারিবে, এ বস্তু তাহারই হইবে; এবং বিচারে সে নির্দ্দোষ ও অপর ব্যক্তি অপরাধী হইবে। অগ্রে এই কার্য্যটি সমাধা হউক, অন্যান্য বিষয় পরে নিবেদন করিব।

মহারাজ সুবাহু একখানি ইষ্টক দুই খণ্ডে বিভক্ত করিবার জন্য বণিককে আদেশ দিলেন। বণিক ইষ্টক হস্তে লইয়া রাজার প্রতি দৃষ্টিকরতঃ কহিল, মহারাজ! ইহা ধাতব পদার্থ, অন্য কোন বস্তুর সাহায্য না পাইলে ইহাকে দ্বিধা করা সুকঠিন, ইহা মহারাজের অবশ্য জানা আছে। রাজা এই কথা শুনিয়া কহিলেন, তাহা যথার্থ; ধাতব পদার্থ যুক্ত হইলে, দুই ভাগে বিভক্ত করা বা যেরূপ অবস্থায় যুক্ত করা হইয়াছিল, ঠিক পূর্ব্ববৎ অবস্থায় পরিণত করা বড়ই দুরূহ; অথবা ইহা হইতেই পারে না।

ইহা শ্রবণ করিয়া কর্ম্মচারী কহিলেন, মহারাজ, উহা নিশ্চয়ই দুই খণ্ডে বিভক্ত হইবেক, যিনি এই কার্য্য করিতে না পারিবেন, তিনি প্রবঞ্চক ও ইহার অধিকারী নহেন। যিনি এই ইষ্টকের অধিকারী, তিনি নিশ্চয়ই ইহা বিভক্ত করিতে পারিবেন।

বণিক অশেষ প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। লৌহমুদ্গর দ্বারা আঘাত করিলে উহাতে কেবল আঘাতের দাগ পতিত হইতে লাগিল, কিন্তু উহার কোন স্থান একটুও ভগ্ন হইল না। ইহা দর্শন করিয়া সভাস্থ সকলেই বলিতে লাগিল, ইহা কোনরূপেই ভগ্ন হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে না।

তখন রাজা শ্রীবৎস সহাস্যবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে রাজসমক্ষে বিনয়সহকারে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! ধর্ম্ম আছে কি না দেখুন, পাপের দুর্গন্ধ বিকীর্ণ হয় কি না, প্রত্যক্ষ করুন। এই ঘোর পাপী নারকীর দোষ সপ্রমাণ হয় কি না, বিচার দ্বারা নিরূপণ করুন।

এই বলিয়া মহারাজ শ্রীবৎস সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া একখানি ইষ্টক বামহস্তে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা যুক্ত স্থানে অঙ্গুলী ঘর্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ ইষ্টক-খানি দুই ভাগে বিভক্ত হইল। উহা যে যুক্ত ছিল, ইহা বোধ হয় না; যেন দুই খানি পৃথক পৃথক ইষ্টক পৃথক ভাবে রহিয়াছে। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সভাস্থ সকলেই ও মহারাজ সুবাহু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বণিক দেখিয়া স্পন্দহীনের ন্যায় সভার এক প্রান্তে নীরবে দণ্ডায়মান রহিল।

তখন মহারাজ শ্রীবৎস কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! এক্ষণে বিচার করুন যে এই ইষ্টক কাহার? মহারাজ সুবিচারক, যথার্থ বিচার করিয়া এই ইষ্টক যাহার প্রাপ্য, তাহাকে প্রদান করুন ও অপরকে যথাবিহিত দণ্ড বিধান করুন।

মহারাজ সুবাহু এই আশ্চর্য্য ব্যাপার স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়া যার পর নাই চমৎকৃত হইয়া অমাত্য-গণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, যে তোমরা ইহার কারণ কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছ? আমি ইহাতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি। সুবর্ণনির্ম্মিত ইষ্টক কখনও হস্ত কর্ত্তৃক দ্বিধা বিভক্ত হইতে পারে না, আর যদ্যপি কোন কৌশল দ্বারা ইহা হইয়া থাকে তাহা হইলে এই ইষ্টক যাহার দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে, তিনি ব্যতীত অন্যের এরূপ করা সম্ভবে না। তবে কি এই সমস্ত ইষ্টক ইহাঁর? আমিত ইহার কিছুই কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিতেছি না।

অমাত্যগণ রাজপ্রমুখাৎ এবম্বিধ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ভবাদৃশজনের প্রগাঢ় বুদ্ধি-সম্ভূত বিবেচনার নিকট মাদৃশজনগণের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির বিবেচনা কিছুই নহে। বিমল পূর্ণচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ কৌমুদীর নিকট কি সামান্য তারকাগণের আলোক-

শোভা পায়, না তাহার দীপ্তির উজ্জ্বলতা থাকে? জ্বলন্ত পাবকরাশির নিকট অগ্নিকণিকার উষ্ণতার কি উষ্ণত্ব থাকে, না তাহা অপেক্ষা তাহার দাহ্যশক্তি অধিক প্রকাশিত হয়? অতল অম্বুরাশির নিকট কি সামান্য নদের প্রাবল্য বৃদ্ধি পায়? মহারাজ, তত্রাপি আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে যাহা স্থির করিয়াছি তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। এই বলিয়া একজন প্রবীণ অমাত্য কৃতাঞ্জলিপুটে রাজসমক্ষে কহিতে লাগিলেন, হে নৃপ-শ্রেষ্ঠ, এই নবনিয়োজিত কর্ম্মচারী সামান্য ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে না; ইহাঁর অঙ্গস্থিত চিহ্নসমূহ সন্দর্শন করিয়া আমাদিগের বিবেচনা হইতেছে যে এই সমস্ত রাজচিহ্ন। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে মহারাজের আদরণীয় ভদ্রাবতীর অদৃষ্টে অতুল সুখ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, ইহাঁর সুন্দর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া ইহাঁকে কোন উচ্চ রাজকুলসম্ভূত বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহাঁর পক্ষে সুবর্ণ ইষ্টক এই প্রকারে দ্বিধা বিভক্ত করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মহারাজ, আরও দেখুন ঐ ইষ্টকের দুই খণ্ডে কোন নাম অঙ্কিত আছে বলিয়া বোধ হইতেছে। মহারাজের নিকট প্রার্থনা এই যে ঐ সুবর্ণাঙ্কিত নামদ্বয় পাঠ করিয়া কৌতূহল নিবারণ করি।

পরে আর একজন প্রাজ্ঞ বিবেচক অমাত্য বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, হে ধর্ম্মাধিরাজ! এই যুবকের সুবর্ণসদৃশ মূর্ত্তি, কমনীয় প্রোজ্জ্বল গৌরকান্তি সন্দর্শন করিয়া দেবতা বা গন্ধর্ব্ব বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। ইহাঁর মস্তকে কুঞ্চিত কেশ-রাজি, প্রশস্ত ললাট, আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু, বন্ধুজীবসদৃশ অধরোষ্ঠ, সিংহসদৃশ গ্রীবাদেশ, সুন্দর নাসিকা, বিস্তৃত বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়, সহাস্যবদন ও করিকরসদৃশ পাদদ্বয় দর্শনে ইহাঁকে কিছুতেই সামান্য লোক বলিয়া বিশ্বাস হয় না; আরও উহাঁর অঙ্গজ্যোতিঃ সূর্য্য-প্রভার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। আমার বোধ হইতেছে কোন দেবতা শাপপ্রভাবে ধরণীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজা তৎশ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং কর্ম্মচারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সন্দর্শন করিয়া ক্রমশঃ অধিকতর চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। সচীবগণের বাক্য বিশ্বাস যোগ্য, ইহা সকলেরই বোধ হইতে লাগিল।

সুবর্ণে খোদিত নাম জানিবার জন্য রাজার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল, তখন কর্ম্মচারীর প্রতি কহিলেন, বৎস! সুবর্ণ ইষ্টকে বোধ হয় নির্ম্মাতার নাম অঙ্কিত আছে,

যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে আমাদিগকে ঐ নাম অবগত করিয়া সকলের কৌতূহল নিবারণ কর।

বণিক রাজার এবম্প্রকার বাক্য শুনিয়া গলবস্ত্র হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! এ সকল বহুমূল্য ইষ্টক কখনই উহাঁর নয়। এ সমস্ত দ্রব্য সার্থবাহদিগের না হইয়া সামান্য লোকের হওয়া সম্ভবে না। যদিও উনি একখানি ইষ্টক দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া মহারাজের নিকট হস্তকৌশলের কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, তত্রাপি আমার বিশ্বাস উনি নিশ্চয়ই যাদুকর, সন্দেহ নাই। আরও আমার বোধ হইতেছে, এই যাদুকরীবিদ্যাপ্রভাবে ইনি অনেক লোকের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আত্মসাৎ করিতেছেন। ইহাঁকে সামান্য জ্ঞান করিবেন না। মহারাজ, আরও দেখুন উনি একখানি ইষ্টক দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া সকলের সমক্ষে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া নিজের নির্দ্দোষিতা ও আমার অপরাধ প্রমাণ করিতেছেন। কিন্তু কতকগুলি ইষ্টক ঐ প্রকারে দ্বিধা করিতে পারিলে উহাঁর যাদুকরী বিদ্যার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

তৎশ্রবণে শ্রীবৎস, বণিক ও নৃপতির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ সহাস্যবদনে কহিলেন, মহারাজের

অনুমতি হইলে সকল ইষ্টক মুহূর্ত্ত মধ্যে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দিতে পারি। তিনি এই বলিয়া এক এক খানি ইষ্টক হস্তে লইতে লাগিলেন। ইষ্টকগুলি যেন আপনা আপনি দুই ভাগে বিভক্ত হইতেছে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সভাস্থ সকলে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

রাজা সুবাহু ঈদৃশ ব্যাপার দর্শন করিয়া কহিলেন, বৎস, আর তোমাকে কষ্ট করিতে হইবে না। এই বলিয়া মহারাজ একজন অমাত্যকে একখানি ইষ্টকের দুই খণ্ড তাঁহার সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। অমাত্য তৎক্ষণাৎ তাহা রাজার সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন। রাজা তাহা পাঠ করিয়া অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রহিলেন।

পরে মহারাজ শ্রীবৎসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বৎস, তোমার প্রতি আমার কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে; যদি প্রসন্নতাসহকারে ও অকপটে উত্তর প্রদান কর, তাহা হইলে আমার বিস্ময় অপনোদন হইয়া কৌতূহল নিবারিত হয়। মহারাজ শ্রীবৎস তৎশ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, অধীন হইতে যাহা হইতে পারে তাহা নিশ্চয়ই হইবে। মহারাজের অভিলাষ

পূরণ ও প্রসন্নতা সম্পাদন করা আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

তখন মহারাজ সুবাহু কহিলেন, বৎস, এই আশ্চর্য্য সুবর্ণ ইষ্টকগুলি কাহার কৃত ও কি প্রকারেই বা ইহা নির্ম্মিত হইল। ইহাতে যাঁহার নাম অঙ্কিত আছে, সেই দেবতুল্য মহাত্মা রাজাধিরাজ শ্রীবৎস এক্ষণে কোথায়? রমণীকুলগৌরব পতিব্রতা সাধ্বী সহধর্ম্মিণী সহ গ্রহেশ্বর শনৈশ্চর কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া তিনি কোথায় গমন করিয়াছেন? অদ্যাবধি কেহ তাঁহাদিগের অনুসন্ধান পায় নাই। আহা! সেই নিষ্কলঙ্ক শশাঙ্কপ্রভ অতুল বলবীর্য্যশালী রাজাগ্রগণ্য নীতিবিশারদ মহারাজ শ্রীবৎস স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রজাপুঞ্জের ও সামন্তগণের চির দুঃখ উৎপাদন করিয়া কোথায় লুক্কায়িত রহিয়াছেন? বৎস! তুমি কি তাঁহাদিগের কোন সম্বাদ জান? যদি অবগত থাক, তাহা হইলে শীঘ্র কহিয়া আমাদিগের চিন্তাকুল অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য সম্পাদন কর। আমরা তোমার বচনসুধা পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করি। বৎস! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। আমি সন্তাপিতহৃদয়ে প্রাণসদৃশা ভদ্রাবতীকে তোমার করে অর্পণ করিয়াছিলাম। আজ তোমা

হইতে আমার সকল সন্তাপ দূর হইয়া অতুল আনন্দ লাভ ও আমার কন্যা সম্প্রদান সার্থক হউক। বৎস! আর বিলম্ব করিও না, সত্বর বলিয়া আমাদিগের সন্দেহ অপনোদন কর। তোমার আকার প্রকার দর্শন করিয়া তোমাকে সামান্য লোক বলিয়া বোধ হইতেছে না। তোমার অঙ্গের জ্যোতিঃ ও সুন্দর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আমার বোধ হইতেছে তুমি দেব বা গন্ধর্ব্বকুলসম্ভূত। কোন প্রকার বিড়ম্বনায় প্রচ্ছন্নভাবে ক্ষিতিতলে পরিভ্রমণ করিতেছ।

মহারাজ শ্রীবৎস রাজা সুবাহুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে এক্ষণে গ্রহেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। আর এরূপ অবস্থায় কত দিন অবস্থান করিব। রাজ্যের অবস্থা শুনিয়া আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আহা! প্রজাপুঞ্জ আমার অভাবে কত কষ্ট ভোগ করিতেছে এবং এত দিনে হয়ত কোন দুষ্ট রাজা আসিয়া রাজ্য অপহরণ করিয়া লইয়াছে। এদিকে প্রাণপ্রিয়া চিন্তাদেবী এই অধর্ম্মাচারী বণিকের তরীতে যে কত যন্ত্রণাই ভোগ করিতেছেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। আহা! সেই পতিপ্রাণা সাধ্বীর অদৃষ্টে যে এত যন্ত্রণা ছিল, তাহা আমার

স্বপ্নের অগোচর। আর চিন্তার অদর্শন আমার সহ্য হয় না। এক্ষণে আমি কেমন করিয়া মহারাজ সুবাহুর নিকট নিজ মুখে আত্মপরিচয় প্রদান করি, ইহা রাজাদিগের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাস্কর। যাহা হউক প্রকারান্তরে রাজার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া প্রাণপ্রতিমা চিন্তার উদ্ধার সাধন করতঃ চির সন্তাপিত হৃদয়কে শীতল করি। গ্রহপতি বলিয়াছেন যে বণিকের কোন অপরাধ নাই, কেবল আমা কর্ত্তৃক তোমাকে ও তোমার সহধর্ম্মিণীকে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। অতএব ইহাকে দণ্ড প্রদান না করিয়া অব্যাহতি প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শ্রীবৎস এইরূপ চিন্তা করিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। পরে তিনি কহিলেন, মহারাজ! দৈব বিড়ম্বনা অনিবার্য্য; মনুষ্য দৈব বিড়ম্বনায় পতিত হইলে শ্রীহীন ও বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া থাকে। মনুষ্য অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে গোপনভাবে থাকাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সেই পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বাবস্থা স্মৃতিপথারূঢ় হইলে তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। যাহার অর্দ্ধাঙ্গিণী স্বরূপা ভার্য্যা প্রবঞ্চক কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত ও প্রপীড়িত,

তাহার দেহ প্রাণশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লোকে তাহাকে দেখিয়া বাতুল জ্ঞান করে। যে ব্যক্তি এই সকল পীড়ায় সদা পীড়িত, তাহার হৃদয়ে সুখ কোথায়, উৎসাহ তাহাকে ত্যাগ করে। কেবল আশা-দেবী কোনপ্রকারে তাহাকে জীবিত রাখেন, এইরূপ নানা প্রকার দ্ব্যর্থঘটিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া নিরস্ত হইলেন।

রাজা সুবাহু এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সাশ্রুনয়নে ব্যস্ততাসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ শ্রীবৎস কি এই দারুণ কষ্টের উপর আবার ভার্য্যাবিচ্ছেদযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। উঃ! দৈববিড়ম্বনায় তিনি কত কষ্টই সহ্য করিতেছেন! আহা! কত দিন যে তাঁহাকে দর্শন করি নাই। পৃথিবীতে এমন রাজা নাই, যিনি সেই সর্ব্বলোক-পূজ্য অতুল বলবীর্য্যশালী নীতিবিশারদ সাধুচেতা মহারাজের যশ ঘোষণা না করেন। রাজগণ তাঁহার অদর্শনে চন্দ্রবিহীন তারকাবলীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন।

যাহা হউক বৎস, যদি তোমার সেই নীতিবিশারদ পরমধার্ম্মিক নৃপশ্রেষ্ঠ শ্রীবৎসের কোন সম্বাদ জানা থাকে, তাহা হইলে সত্বর বলিয়া আমাদিগের উদ্বেগ দূর কর।

তখন মহারাজ শ্রীবৎস মস্তক অবনত করিয়া সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, মহারাজ! সেই চিরদুঃখভোগী ভার্য্যাবিচ্ছেদ-কাতর, রাজ্যচ্যুত শ্রীবৎস, সরলহৃদয়, দয়াবান, ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ, প্রজারঞ্জন, রাজাধিরাজ সুবাহুর রাজসভামধ্যে প্রচ্ছন্নবেশে অবস্থান করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে মহারাজ সুবাহুর প্রাণতুল্যা কন্যা ভদ্রাবতীর সহিত সে ব্যক্তি পরিণীত হইয়া রাজার ঘৃণার পাত্র হইয়াছিল, অধুনা গ্রহবিড়ম্বনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া রাজ-গোচরে আত্মপরিচয় প্রদান করিতে বাধ্য হইতেছে।

রাজা সুবাহু এতদ্বাক্য শ্রবণে, শশব্যস্তে সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মহারাজ শ্রীবৎসের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করতঃ সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন এবং আপন সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, হে রাজাধিরাজ! আজ আমার জন্ম সার্থক ও সিংহাসন পবিত্র হইল। আজ মহাপ্রতাপান্বিত নৃপশ্রেষ্ঠ মহারাজ শ্রীবৎস, সুবাহুর সিংহাসনে বিরাজমান। অদ্য আমার সিংহাসন পবিত্র হইল ও আমি কৃতার্থ হইলাম। মহারাজ! এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, অনুকম্পাপূর্ব্বক আমার কৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন

আপনার প্রচ্ছন্ন বেশ ও কুরূপ দর্শনে কত অসম্ভ্রমের কার্য্য করিয়াছি, না জানিয়া কত অনাদর করিয়াছি; এ লজ্জা ও দুঃখ আমি জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমার প্রাণসদৃশা ভদ্রা জন্মে জন্মে কত পুণ্য করিয়াছিল, তাই সে সর্ব্বলোকপূজ্য নৃপাগ্রগণ্য শ্রীবৎসকে স্বামিরূপে লাভ করিয়াছে। প্রচ্ছন্ন বেশ দর্শনে তাহার ভ্রান্তি জন্মে নাই। সে চিরদিন হরপার্ব্বতী পূজা করিয়া যথার্থ তাহার ফল লাভ করিয়াছে। মহারাজ সুবাহু এইরূপ নানা প্রকার বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

রাজা শ্রীবৎস সুবাহুর কথা শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তজ্জন্য পরিতাপ করা বৃথা; দৈব বিড়ম্বনায় আমার যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহাতে ওরূপ ভ্রান্তি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; মহারাজ! এক্ষণে আমার এক মাত্র অনুরোধ আপনি চিন্তাদেবীর অবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করেন; তাহা হইলে আপনি আর কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন না।

তৎশ্রবণে মহারাজ সুবাহু কহিলেন, হে রাজন্! মাতা চিন্তাদেবী এক্ষণে কোথায়, শীঘ্র বলুন; আমি স্বয়ং যাইয়া তাঁহাকে আনয়ন করিব। শ্রীবৎস কহিলেন,

মহারাজ, আমার চিন্তা এক্ষণে এই বণিকের তরণীতে অতি দীনবেশে অবস্থান করিতেছেন। এই বণিক প্রতা- রণা করিয়া তাঁহাকে হরণ করিয়াছে।

রাজা সুবাহু তৎশ্রবণে বণিকের প্রতি রোষপ্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি অচিরাৎ ইহার সমুচিত ফল ভোগ করিবে। বণিক শ্রবণ করিয়া ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া মহারাজ শ্রীবৎসের চরণতলে নিপতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা জন্য অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। মহারাজ শ্রীবৎস বণিককে উত্তোলন করিয়া রাজা সুবাহুর প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! এই বণিকের কোনও অপরাধ নাই। ইহার চরিত্র অতি সাধু, তাহা আমি ক্ষণপূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি, তবে যে এ ব্যক্তি এরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা কেবল গ্রহেশ্বর শনৈশ্চর কর্ত্তৃক ঘটিয়াছিল, এটি কেবল তাঁহার মায়ার প্রভাব। ইনি প্রকৃত দোষী নহেন।

তখন মহারাজ সুবাহু ক্ষণবিলম্ব না করিয়া স্বয়ং শিবিকাবাহক ও কয়েক জন পরিচারিকা সমভিব্যাহারে তটিনীকূলে উপস্থিত হইলেন। তীরস্থজনগণ ভয়ে জড়প্রায় হইয়া নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিল, রাজা স্বয়ং নৌকার উপরিস্থ হইয়া যেস্থানে সাধ্বী চিন্তা

দীনার ন্যায় উপবিষ্টা ছিলেন তথায় গমন করতঃ কহিলেন, মা! এক্ষণে আপনার দুর্দ্দিন অপগত হইয়া সুদিন উপস্থিত হইয়াছে, রাজাধিরাজ শ্রীবৎস সৌতিপুর সিংহাসন পবিত্র করিয়া উপবিষ্ট আছেন, জননি! এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া শিবিকায় আরোহণ করুন এবং স্বামী সন্দর্শন লাভ করিয়া সুখী হউন।

তখন চিন্তাদেবী নৌকা হইতে উত্থিতা হইয়া তীরে অবতরণ করিলেন এবং করযোড়ে গলবস্ত্রে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া আপন রূপ যাচ্ঞা করিলেন। সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া অভয়প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে স্ব-রূপ প্রদান করিলেন। রাজা সুবাহু তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! আমি ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। চিন্তাদেবী সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে বলিয়া শিবিকায় আরোহণ করিলেন এবং সত্বর রাজসমীপে উপনীত হইলেন।

চিন্তাদেবী বহু দিবসের পর দেবতুল্য স্বামী সন্দর্শন করিয়া বিপুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং রাজসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অনর্গল আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা শ্রীবৎসও চিন্তাসহ মিলিত হইয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

মহারাজ সুবাহুর আর আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি নগরমধ্যে বাদ্যোদ্যমের ও নৃত্যগীতাদির আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি দীনদরিদ্র ভিক্ষুকদিগকে আশাতিরিক্ত ধন দান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে নানা প্রকার মঙ্গলাচরণ হইতে লাগিল।

মহারাজ শ্রীবৎস বণিককে সমস্ত অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে যথেচ্ছ স্থানে গমনের আদেশ প্রদান করিলেন। এবং তথায় দুই ভার্য্যা সহ কিছুদিন সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদা মহারাজ শ্রীবৎস, মহারাজ সুবাহুকে বলিলেন, হে দেব! বহুদিন রাজ্যচ্যুত হইয়া আমি নানা কষ্ট ভোগ করিয়াছি। প্রজাবর্গ আমার অভাবে যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করিতেছে। রাজ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে। এক্ষণে আপনার নিকট নিবেদন এই যে আপনি সানন্দচিত্তে বিদায় দান করিলে আমি স্বরাজ্যে গমন করি।

মহারাজ সুবাহু পূর্ব্বাপর সমুদয় বিবেচনা করিয়া কোন বাধা প্রদান করিলেন না। তিনি বিবিধ উপঢৌকন প্রদান করতঃ জামাতাকে বিদায় করিলেন।

রাজা শ্রীবৎস, দুই ভার্য্যাসহ ত্বরিত বেগগামী রথে

আরূঢ় হইয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন এবং যথানিয়মে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধার্ম্মিকতা ও আশ্চর্য্য কার্য্যের বিষয় সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল। অল্প দিন পরেই শনৈশ্চরের বরপ্রভাবে তাঁহার অতুল বলবীর্য্যশালী পরম রূপবান কয়েকটী পুত্র জন্মিল। রাজা শ্রীবৎস পুত্রকলত্রাদিসহ সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, প্রজাসকল তাঁহার যশ গান করিতে লাগিল।

মহারাজ শ্রীবৎস মুমূর্ষু অবস্থায় যে মালিনীর বাটীতে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা অপরিসীম উপকার প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে কিছুকাল কালাতিপাত করিয়াছিলেন, এই সময়ে সেই মালিনীর পুত্রবৎ স্নেহের ও নিঃস্বার্থ উপকারিতার বিষয় স্মৃতিপথারূঢ় হইলে তাহাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করিলেন এবং মাতার ন্যায় যত্ন করিয়া রাজ-অন্তঃপুরমধ্যেই তাহাকে স্থান দান করিলেন। মালিনী রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া পরমসুখে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে লাগিল।

সমাপ্ত